জ্ঞান-গর্ভ।

বৈদ্যকুলোদ্ভব

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাশ কবিরাজ-

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

হইতে প্রকাশিত।

১৩১১

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।
৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট্
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

ওঁ

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রকাশ হইলে, জীব স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য-জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক অপার আনন্দ উপভোগ করে, যিনি জীব-নিকরকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেন এবং যিনি জীবনিকরকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পথ অর্থাৎ মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়া দেন, তাঁহারই স্বরূপ পরমারাধ্য, ভক্তিনিকেতন, শ্রীমন্মদীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত নীলাম্বর তর্ক-ভূষণ মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে আমি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ এই 'জ্ঞানগর্ভ' পুস্তক খানি সাদরে উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদেব,

আমি বিশ বৎসর যাবৎ যে দুস্তর চিন্তাসাগরে ভাসমান ছিলাম, এতদিন পরে ভবদীয় অপার করুণা, এবং অনন্ত শক্তির প্রসাদাৎ 'জ্ঞান-গর্ভ' পুস্তক খানি সম্পূর্ণ করিয়া সেই চিন্তার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। এক্ষণে ভবদীয় প্রসন্নতায় এই পুস্তকখানি জনসাধারণের উপকারে আসিলেই আমি এত দীর্ঘকালের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

সেবক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাশ।

কবিরাজ।

বিজ্ঞাপন।

'জ্ঞান'ই মানব-জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু; যেহেতু জ্ঞানের অভাবে জীবের কোন ক্রিয়াই নাই। ফলতঃ বেদবেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মানুষ যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে সে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়, আমি বহুদিন হইতে বহুতর যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "জ্ঞান-গর্ভ" নামক এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। আত্ম-তত্ত্ব, সৃষ্টি-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, নীতি-তত্ত্ব এবং মানব-ধর্ম্ম এই কয়েক অধ্যায়ে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পুস্তকের যেখানে যেখানে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণের আবশ্যক হইয়াছে, সে সকল প্রমাণ সরল বঙ্গানুবাদ সহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্বের আধ্যাত্মিক অর্থও এই পুস্তকের অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। সামান্যতঃ, মানবজীবন-সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার একান্ত আবশ্যকতা আছে, অথচ সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত যাহা লাভ করা যায় না, এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনায়াসে সে জ্ঞান উপলব্ধ হইবে। বস্তুতঃ এরূপ জ্ঞানপূর্ণ সার-গর্ভ পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে প্রচারিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিচ ইহা নাটক বা উপন্যাসাদির ন্যায় রস-পূর্ণ পুস্তক নহে এবং তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও রুচিপ্রদ নহে, তথাপি ইহা পাঠ করিলে বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু মর্ম্মগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিগণ যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও

সন্দেহ নাই ; কিন্তু একবার মাত্র পাঠ করিয়া যে পাঠক "জ্ঞান-গর্ভের" মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। এক্ষণে ভগবৎ কৃপায় "জ্ঞান-গর্ভ" সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট আদরের বস্তু হইলেই আমার শ্রম সফল হইবে।

সহৃদয় পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠ করিয়া দুই এক স্থলে পুনরুক্তি দোষ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু ভরসা করি, তাঁহারা উহার প্রকৃত কারণ বিচার করিয়া গ্রন্থকারের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

সহর বারাণসী,
দশাশ্বমেধ।
মাহ শ্রাবণ। ১৩১১

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাশ।
কবিরাজ।

'জ্ঞান-গর্ভ' সম্বন্ধে সহর বারাণসীস্থ যে কয়েক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয় যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দাশ কবিরাজ মহাশয়ের বিরচিত 'জ্ঞান-গর্ভ' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমি অপার আনন্দলাভ করিলাম। এরূপ জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক আমি আর কখনও পাঠ করি নাই। সাধারণে যদিচ ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে নাই পারুক, কিন্তু জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া যে অপার আনন্দ উপভোগ করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভরসা করি, কবিরাজ মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কণে আলস্য বা ঔদাস্য করিবেন না। ইতি।

সহর বারাণসী
গণেশ মহল্লা।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীদিগম্বর ন্যায়রত্ন।

২। আশীর্ব্বাদক শ্রীনীলাম্বর তর্কভূষণ ৺কাশীধাম, অগস্ত্যকুণ্ড।

পরম কল্যাণবর শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ দাশ—দীর্ঘজীবেষু।

বৎস, আমি একমুখে তোমার লিখিত 'জ্ঞান-গর্ভ' পুস্তকের প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক আমি কুত্রাপি দেখি নাই। ইহা দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের যে কি মহোপকার সাধিত হইবে, আমি তাহা বলিতে অশক্ত। বাস্তবিক অজ্ঞানীদের অবিদ্যা দূর করিতে হইলে সমগ্র শাস্ত্রের সারসম্বলিত এরূপ জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক প্রচার হওয়াই আবশ্যক। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি তুমি সত্বর হইয়া পুস্তকখানি মুদ্রিত করু। ইতি।

৩। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দাশ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার স্বচরিত 'জ্ঞান-গর্ভ' পুস্তকখানি আমাকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুনাইয়াছেন। আমি এরূপ সুন্দর পুস্তক কখনও শ্রুতিগোচর করি নাই। সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ অতি সরল হইয়াছে। ইহার কোন অংশেই আশার অসম্পূর্ণতা দেখা যায় না। আমি খুব সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, এরূপ পুস্তক যতই প্রচার হইবে, ততই আর্য্যসমাজের জ্ঞানোন্নতি হইবে। ইতি।

সহর বারাণসী,
গণেশ মহল্লা। } শ্রীকেদারনাথ বেদান্তবাগীশ

অশুদ্ধ-শুদ্ধি।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
তাহাদের	তাহাদের মধ্যে	৩৪	৫
বিরোধভাব	বিরোধাভাব	৩৪	৬
বিরোধভাব	বিরোধাভাব	৩৪	৬
উহাদের উভয়েরই	জ্ঞান অজ্ঞানের	৩৪	১২
অতীত হইল	অতীত হইলে	৪২	১২
সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম	সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম	৪৩	১৮
সমবেত	সমবায়	৭১	২
বুদ্ধিদর্পণে	বিমল বুদ্ধি দর্পণে	৭৫	১০
যেরূপ	যে রূপ	৭৫	১৪
হয়	হন	৮০	৭
সমষ্টির	সমষ্টি করণের	৮৪	২
ইহা	ইহার	৯২	১১
ব্যাধ	ব্যাধে	১০৯	১
সেভ্রাত্রের	সৌভ্রাত্রের	১৭২	১০

সূচীপত্র।

সতর্কীকরণ।

ওঁ তৎসৎ।

গ্রন্থসূচনা।

অবিদ্যা (স্বগত)। আমি ত ত্রেতাযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কলিযুগ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র জীবের উপরেই ক্রমশঃ নিজের আধিপত্য বৃদ্ধি করিয়াছি। এখন ত দেখিতেছি সৃষ্টির প্রায় শেষাবস্থা। কোন্ দিন যে আমার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী আধিপত্য লোপ পাইবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। আজ কাল সৃষ্টির উপরে আমার যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সৃষ্টিতত্ত্বের উপর কালপুরুষ শিবের পূর্ণ আধিপত্য প্রকাশ পাইবার অর্থাৎ জগতের প্রলয়কে আলিঙ্গন করিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ফলতঃ তৎকালে জীব সকল কাল-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শ্মশান-শায়িত হইলে, জীবের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হইলে এবং জগৎ কালের কালিমা আভা ধারণ করিলে, আমারও অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে। অতএব এই সময়ে দিদির (পরমাবিদ্যার) নিকট হইতে কথঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ লওয়া আবশ্যক। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তের পর তিনি বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃদুসম্ভাষণে তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাও স্নেহপরবশ হইয়া অবিদ্যাকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সেই প্রশ্নোত্তর অবলম্বন করিয়া এই জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকখানি রচিত হইল।

জ্ঞান-গর্ভা।

আত্ম-তত্ত্ব।

প্র। জ্ঞান শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

উ। জ্ঞা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্ = জ্ঞান; অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানা যায় তাহারই নাম জ্ঞান।

প্র। কিসের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়?

উ। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান দ্বারা, কিন্তু পরোক্ষে বিদ্যা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়; কারণ বিদ্যা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না।

প্র। বিদ্যা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার প্রমাণ কি?

উ। রাজযোগ-নিষ্ণাত পরম যোগী রাজর্ষি জনকের বিদ্যাস্বরূপা সীতা কন্যা দানে জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রকে জামাতা রূপে প্রাপ্ত হওয়াই তাহার এক-মাত্র প্রমাণ।

প্র। 'বেদ' এবং 'বিদ্যা' এই দুইটি শব্দের প্রকৃতার্থ কি?

উ। উভয়েরই প্রকৃতার্থ এক, যেহেতু উভয়েরই

মূলে বিদ্ ধাতু বিদ্যমান। বিদ্ ধাতু অর্থে জানা। অতএব বেদ দ্বারাও যেমন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, বিদ্যা দ্বারাও তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

প্র। পণ্ডিত শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

উ। পণ্ডা, অর্থাৎ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁহাতে আছে, তাঁহাকেই 'পণ্ডিত' কহে।

প্র। আত্মানাত্ম-বিবেক কাহাকে বলে?

উ। যদ্দ্বারা 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা' সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই 'আত্মানাত্ম-বিবেক' কহে।

প্র। 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা' কাহাকে বলে?

উ। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত আত্মানাত্ম-বিবেকে লিখিয়াছেন "আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়বিলক্ষণঃ, পঞ্চকোষব্যতিরিক্তঃ অবস্থাত্রয়সাক্ষী, সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ"। অর্থাৎ যিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণস্বরূপ শরীরত্রয় হইতে বিভিন্ন, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ, অথচ নিত্য জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ তাঁহাকেই 'আত্মা' কহে; অন্যথা "অনাত্মা নাম অনৃতজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকশরীরত্রয়ং"। অর্থাৎ অনিত্য জড় দুঃখাত্মক লিঙ্গ সমষ্টিরূপ যে দেহ, তাহাকেই "অনাত্মা" কহে। ফলতঃ এই আত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

প্র। সচ্চিদানন্দ এই কথাটির ব্যুৎপত্তি কি?

উ। সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ; অর্থাৎ যাঁহাতে এই তিনটি রূপ বিদ্যমান, তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দ কহে।

প্র। সচ্চিদানন্দ পুরুষ কে?

উ। বেদান্ত বলিয়াছেন "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্‌মনসগোচরম্"। অর্থাৎ আত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর অর্থাৎ অতীত।

প্র। স্থূল-শরীর কাহাকে বলে?

উ। "পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যজন্মাদি-ষড় বিকার যুক্তম্"। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত এবং শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য জন্মাদি ষড়বিকার-বিশিষ্ট যে দেহ, তাহারই নাম জীবের স্থূল শরীর। *

প্র। সূক্ষ্ম-শরীর কাহাকে বলে?

উ। "অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকলিঙ্গম্"। অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত নহে, অথচ ভোগের সাধন এমন যে শরীর তাহাকেই জীবের সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর কহে। †

---

* হাত পা বিশিষ্ট যে শরীর দেখা যায় তাহাকে স্থূল-শরীর কহে।

† সূক্ষ্ম-শরীর স্থূল-শরীরের মধ্যে আছে। তাহার আকার নাই। চক্ষেও দেখা যায় না।

প্র। কারণ-শরীর কাহাকে বলে ?

উ। সামান্যতঃ স্থূল সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের যিনি কারণ, অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই দুই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকেই কারণ-শরীর কহে।

প্র। ঐ শরীরদ্বয়ের কারণ কে ?

উ। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাই উহাদের কারণ, যেহেতু অবিদ্যা হইতেই ঐ দুই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "শরীরদ্বয়-হেতুঃ, অনাদ্যমনীর্ব্বচনীয়ং সাভাষং (১) ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যং (২) অজ্ঞানং কারণ-শরীর মিত্যুচ্যতে"। "তথাচোক্তং অনাদ্যাবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে"। অর্থাৎ অনাদি অনীর্ব্বচনীয় চিদাভাষযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান-বিনাশী, এমন যে অজ্ঞান ; কিংবা অনাদ্যা অনীর্ব্বচনীয়া অবিদ্যা যিনি স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণ তাঁহাকেই কারণ-শরীর কহে।

প্র। পঞ্চ মহাভূত কাহাকে বলে ?

(১) সাভাষং = চিদাভাষং, অর্থাৎ 'চিৎ' এই আভাষ যুক্ত।

(২) নিবর্ত্ত্যং = বিনাশ্যং, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে একত্বজ্ঞান-বিনষ্টকারী।

উ। ক্ষিতি, (পৃথিবী) অপ্, (জল) তেজ, মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ) এই পাঁচটিকে পঞ্চ মহাভূত কহে।

প্র। পঞ্চ তন্মাত্র কাহাকে বলে ?

উ। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্র কহে।

প্র। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কাহাকে বলে ?

উ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র এবং মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কার ইহাদিগকে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলে।

প্র। জন্মাদি ষড় বিকার কাহাকে বলে ?

উ। জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য (জরা) এবং মৃত্যু ইহাদিগকে ষড় বিকার কহে।

প্র। আত্মার 'সদ্রূপ' কাহাকে বলে ?

উ। "সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন অবস্থাত্রয়েপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্ব মুচ্যতে"। অর্থাৎ কাহারও কর্ত্তৃক বাধিত না হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই একরূপ থাকার নাম আত্মার 'সদ্রূপ'।

প্র। এতদ্দারা কি সপ্রমাণ হইতেছে ?

উ। আত্মার নিত্যত্ব, অর্থাৎ তিনি যে স্বতঃ-নিত্য বস্তু এবং তিনি যে চিরকালই একরূপ আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্র। আত্মার 'চিদ্রূপ' কাহাকে বলে ?

উ। "চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তর-নিরপেক্ষয়া স্বয়ং প্রকাশমানত্বে সতি, স্বস্মিন্নারোপিত-সর্ব্বপদার্থবিভাসক-বস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে"। অর্থাৎ অন্য সাধনার অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই প্রকাশমান, আপনাতেই আরোপিত এবং সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক এমন যে বস্তুধর্ম্ম তাহাকেই আত্মার 'চিদ্রূপ' কহে। (১) ফলতঃ ইঁহাকেই শাস্ত্রান্তরে আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ইনিই ইচ্ছাময়ী শক্তি, ইঁহারই নিজ ইচ্ছাতে এই চরাচর বিশ্ব আপনা হইতে উৎপন্ন এবং স্থিতি-কাল পরে আবার আপনা হইতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

প্র। আত্মার এই রূপটি হইতে কি প্রতিপন্ন হইতেছে ?

(১) সচ্চিদানন্দ আত্মার এই রূপটির অর্থ যিনি প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন দ্বৈতভাবই থাকে না। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্রহ্মনিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন চিন্তা করিতে হয় না। এবং নির্গুণ ও সগুণ ভেদে ব্রহ্মে যে কোন দ্বৈত ভাব নাই, ইহা তিনি অনায়াসেই বোধগম্য করিতে পারেন।

উ। আত্মা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তি-মান ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্র। আত্মার 'আনন্দরূপ' কাহাকে বলে?

উ। "আনন্দরূপত্বং নাম, পরম প্রেমাস্পদত্বে সতি নিত্যনিরতিশয়ত্বম্ আনন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে"। অর্থাৎ নিত্য নিরতিশয় পরম প্রেমের আধারত্ব ইহারই নাম আত্মার 'আনন্দরূপ'। ফলতঃ এই রূপ দ্বারাই আত্মাকে সদানন্দ ব্রহ্ম সপ্রমাণ করিতেছে।

প্র। পঞ্চ-কোষ কাহাকে বলে?

উ। অন্নময়-কোষ, অর্থাৎ অন্নের বিকার; প্রাণ-ময় কোষ, অর্থাৎ প্রাণের বিকার; মনোময়-কোষ, অর্থাৎ মনের বিকার; বিজ্ঞানময়-কোষ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিকার এবং আনন্দময়-কোষ, অর্থাৎ আনন্দের বিকার এই পাঁচ-টিকে পঞ্চ-কোষ কহে।

প্র। কোষ শব্দের অর্থ কি?

উ। কোষ শব্দে আচ্ছাদক বুঝায়।

প্র। উপরোক্ত পাঁচটিকে কোষ বলিবার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, উহারা প্রত্যেকে আত্মার আচ্ছাদক হয় বলিয়াই উহাদিগকে কোষ বলা হইয়াছে।

প্র। সে কেমন?

উ। জীবের স্থূল-শরীরকে অন্নময়-কোষ কহে, যেহেতু পিতা-মাতার ভুক্তান্ন হইতে সঞ্চিত রস দ্বারা শুক্র শোণিত জন্মে এবং সেই শুক্র শোণিত একত্রীভূত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে, ঐ দেহ খড়্গাদির কোঁষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয়, এজন্য জীবের স্থূল-শরীরকেই 'অন্নময়-কোষ' কহে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সংমিলিত যে কোষ তাহাকে 'প্রাণময়-কোষ' কহে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃসংমিলিত কোষের নাম 'মনোময়-কোষ'। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি সংমিলিত কোষের নাম 'বিজ্ঞানময়-কোষ'। প্রীতি-হর্ষবিহার রহিত আত্মাকে প্রীতিহর্ষবিশিষ্টের ন্যায়, অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায়, এবং পরিচ্ছন্ন-সুখ-রহিত আত্মাকে পরিচ্ছন্ন-সুখীর ন্যায় যে আচ্ছাদন করে তাহাকেই 'আনন্দময়-কোষ' কহে। (১)

প্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা কাহাকে বলে?

উ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি বিষয়ের যে অনুভব তাহার নাম 'জাগ্রদবস্থা'; জাগ্রদবস্থার সংস্কার জন্য তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান

---

(১) 'অন্নময়' এবং 'আনন্দময়' কোষের ন্যায় 'প্রাণময়-কোষ' 'মনোময়-কোষ' এবং 'বিজ্ঞানময়-কোষ'ও আত্মার সম্বন্ধে আচ্ছাদক হয়।

তাহার নাম 'স্বপ্নাবস্থা' এবং সকল বিষয়েই জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট যে অবস্থা তাহাকেই জীবের 'সুষুপ্তি অবস্থা' কহে। (১)

প্র। জাগ্রদবস্থার সংস্কার কাহাকে বলে?

উ। জাগ্রদবস্থায় যাহা দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহাদের উপর চিত্ত-বৃত্তির যে একটা নিঃসংশয় ধারণা জন্মে তাহাকেই জাগ্রদবস্থার সংস্কার বলে।

প্র। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে তাহাদের উপর কি কোন সংস্কার জন্মে না?

উ। না; কারণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে কোন বিষয়ের একটা প্রতিচ্ছায়া, মানস-পটে প্রতিফলিত হওয়া স্বভাব-সিদ্ধ; এজন্য তাহাদেরই সম্বন্ধে চিত্ত-বৃত্তির সংস্কার জন্মে, অন্যথা জন্মে না।

প্র। সামান্যতঃ স্বপ্ন বলিতে নিদ্রাকে বুঝায় কেন?

উ। কারণ নিদ্রার অবস্থাতেই মনুষ্যের মনে জাগ্রদবস্থার সংস্কার জন্য জ্ঞানের উদ্রেক হয়, এজন্য স্বপ্ন বলিতে নিদ্রাকেই বুঝায়।

(১) যে অবস্থায় জীবের মন ও স্থূল-শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে জীবের জাগ্রদবস্থা বলে। যে অবস্থায় জীবের স্থূল-শরীরের কার্য্য বন্ধ থাকে, অর্থাৎ হস্তপদাদি কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, শুদ্ধ কেবল সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে জীবের স্বপ্নাবস্থা (নিদ্রাবস্থা) কহে। এবং যে অবস্থায় জীবের স্থূল-শরীর এবং সূক্ষ্ম-শরীর, কোন শরীরের কোন কার্য্য থাকে না, তাহাকে জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা কহে।

প্র। সামান্যতঃ সুষুপ্তি বলিতে কাহাকে বুঝায় ?

উ। প্রগাঢ় নিদ্রা, অর্থাৎ Sound sleep কেই সুষুপ্তি বলে ; কারণ তৎকালে জীবের কোন বিষয়ে কোন জ্ঞানই থাকে না।

প্র। তূরীয় অবস্থা কাহাকে বলে ?

উ। উপরিউক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীত অবস্থার নাম তূরীয় অবস্থা।

প্র। তূরীয় অবস্থাস্থিত পুরুষ কে ?

উ। কেহ কেহ বলেন আত্মাই তূরীয় অবস্থাস্থিত ; কিন্তু বেদ বলেন "তূর্য্যাতীতং পরাৎপরমিতি শ্রুতিঃ"। অর্থাৎ সেই পরম পরাৎপর পুরুষ যে আত্মা (ব্রহ্ম) তিনি তূরীয় অবস্থারও অতীত।

প্র। তবে কাহাকে তূরীয় অবস্থাস্থিত বলা যায় ?

উ। সমাধিস্থ পুরুষ, যিনি যোগবলে সহস্রারে অবস্থিত হইতে পারেন তাঁহাকেই তূরীয় অবস্থাস্থিত বলা যায়।

প্র। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। বিষ্ণুপুরাণে ব্যক্ত আছে তূরীয় অবস্থায় সহস্রাক্ষ পদ্ম এবং শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে সত্ত্বগুণই বিষ্ণুর হস্তস্থিত পদ্ম। ফলতঃ তন্ত্রে জীব শরীরস্থ সুষুম্না নাড়ীর সর্ব্বোচ্চ স্থানকেই সহস্রার অর্থাৎ সহস্রদল

পদ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সেই সহস্রারে পরম শিব (ব্রহ্ম) অধিষ্ঠিত থাকেন। পুরুষ যখন যোগ-বলে মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক সহস্রার-স্থিত পরম শিবের সহিত মিলন পূর্ব্বক পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন তখনই তাঁহার সমাধি বলে। অতএব যে সমাধিস্থ পুরুষ যোগবলে সহস্রারে অবস্থিত হইতে পারেন, তিনিই যে তুরীয় অবস্থাস্থিত সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় পুরুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়ের অতীত থাকিয়াও জীবিত থাকেন; সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়ের অতীত অবস্থার নাম তুরীয় অবস্থা। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্ত্বগুণে অবস্থিত পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও সমাধিস্থ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইবার উপায় নাই। কোন কোন শাস্ত্রে বলেন তুরীয় অবস্থাতে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ পায়।

প্র। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ কাহাকে বলে ?

উ। জাগ্রদবস্থা-স্থিত স্থূল-শরীরাভিমানী পুরুষের নাম 'বিশ্ব', স্বপ্নাবস্থা-স্থিত সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী পুরুষের নাম 'তৈজস' এবং সুষুপ্তি অবস্থা-বিশিষ্ট কারণ-শরীরের নাম 'প্রাজ্ঞ' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ফলতঃ বিশ্ব আদি অবস্থা, তৈজস মধ্যাবস্থা এবং প্রাজ্ঞ শেষাবস্থা।

প্র। প্রথমাবস্থাকে বিশ্ব বলে কেন ?

উ। ঐ অবস্থায় শব্দ স্পর্শাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয় বলিয়া স্থূল-দেহাভিমানী পুরুষকে বিশ্ব বলা হইয়াছে।

প্র। শব্দ স্পর্শাদিকে স্থূল বিষয় বলিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতে যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে; বিশেষতঃ পঞ্চ মহাভূত সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর, এজন্য শব্দস্পর্শাদিকে স্থূল বিষয় বলা হইয়াছে।

প্র। মধ্যাবস্থার নাম তৈজস হইল কেন?

উ। সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী পুরুষ তেজোময় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট এজন্য উহার নাম তৈজস হইয়াছে।

প্র। ঐ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে কেন?

উ। জাগ্রদবস্থার সংস্কারগুলি ঐ অবস্থায় মানস-পটে বিকাশ পায় এজন্য উহার নাম স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে।

প্র। শেষাবস্থার নাম প্রাজ্ঞ হইল কেন?

উ। মলিন-সত্ত্ব প্রধান অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানই জীবের উপাধি, (১) এজন্য ঐ উপাধিভূত অজ্ঞানাভিমানী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ অবস্থাতে স্থূল বিষয়ের, অথবা স্থূল বিষয়ের উপরে যে

(১) অবিদ্যা যেমন কল্পিত, উপাধিও তদ্রূপ কল্পিত

সংস্কার জন্মে, তাহার উপলব্ধি হয় না বলিয়াই উহাকে সুষুপ্তি বলা হইয়াছে।

প্র। স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষকে জাগ্রদবস্থান্বিত বলিলেন কেন?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয়ের যে অনুভব তাহারই নাম জাগ্রদবস্থা, ফলতঃ সেই চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্থূলশরীরেরই অন্তর্গত, এজন্য স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষকে জাগ্রদবস্থান্বিত বলা হইয়াছে।

প্র। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী পুরুষকে স্বপ্নাবস্থান্বিত বলিলেন কেন?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জাগ্রদবস্থার সংস্কার জন্য তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান তাহারই নাম স্বপ্নাবস্থা, ফলতঃ সে জ্ঞান সূক্ষ্মশরীরস্থ মন দ্বারাই উপলব্ধি হয়, এজন্য সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী পুরুষকে স্বপ্নাবস্থান্বিত বলা হইয়াছে।

প্র। কারণশরীরকে সুষুপ্তি অবস্থাবিশিষ্ট বলিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাকেই কারণশরীর বলে এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট অবস্থার নাম সুষুপ্তি অবস্থা; অতএব কারণশরীরকে সুষুপ্তি অবস্থাবিশিষ্ট বলা অযৌক্তিক হয় নাই।

প্র। কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন্ গুলি ?

উ। চরক সংহিতা বলিয়াছেন ;—

"গুহ্যোপস্থং হস্তপাদং জিহ্বেন্দ্রিয়মথাপিবা।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈতে পাদৌগমনকর্ম্মণি।
পায়ূপস্থৌ বিসর্গার্থৌ হস্তৌ গ্রহণধারণে।
জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং বাক্‌চ সত্যংজ্যোতিস্তমোঽনৃতম্॥"

অর্থাৎ পায়ু (গুহ্যদেশ) উপস্থ (পুরুষাঙ্গ) হস্ত, পদ, এবং জিহ্বা এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মধ্যে হস্ত দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ, পদদ্বারা গমনাগমন, পায়ুদ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা শুক্র ও মূত্রত্যাগ এবং জিহ্বা দ্বারা বাক্য কথন, এই কয়েকটি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এজন্য উহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। বাক্য আবার দুই প্রকার যথা; সত্য এবং অনৃত। ইহার মধ্যে সত্য বাক্য জ্যোতিঃ স্বরূপ, অনৃত (মিথ্যা) বাক্য তমঃ স্বরূপ।

প্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন্ গুলি ? এবং তাহাদের কার্য্যই বা কি ?

উ। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক্ এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয় কহে। দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং স্পর্শন এই পাঁচটি যথাক্রমে উহাদের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

প্র। কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যের প্রধান সাধক কে ?

উ। মনই উহাদের কার্য্যের প্রধান সাধক ; যেহেতু মনের সংযোগ ব্যতীত ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।

প্র। মনের স্থান কোথায় ?

উ। এ সম্বন্ধে সকলের মত একরূপ নহে, বেদান্ত বলেন, মনের স্থান গলান্ত। অপর কেহ কেহ বলেন মন ও বুদ্ধির স্থান ললাটদেশ। ফলতঃ কোন বিষয় চিন্তা করিবার সময় ললাটদেশ যে কথঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; এজন্য ললাটই যে মনের স্থান ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

প্র। মন ললাটের কোথায় অবস্থিত ?

উ। তাঁহারা বলেন মন ললাটের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং তদুপরিস্থ স্থানে বুদ্ধি অবস্থিত।

প্র। জ্ঞানের স্থান কোথায় ?

উ। মস্তিষ্কই জ্ঞানের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্র। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে কোন্‌টি জ্ঞানের সন্নিহিত?

উ। মনের অপেক্ষা বুদ্ধিই জ্ঞানের সন্নিহিত ; কারণ বুদ্ধিই জ্ঞান-ভাণ্ডার।

প্র। কেহ কেহ যে মস্তিষ্ককে বুদ্ধির স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাঁহারা বলেন বুদ্ধি যখন জ্ঞান-ভাণ্ডার, তখন জ্ঞানের স্থানই বুদ্ধির স্থান। পরন্তু তাঁহারা আরও বলেন, আত্মা, জ্ঞান ও বুদ্ধি এ তিনেরই স্থান মস্তিষ্ক; কিন্তু উহারা পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থিত।

প্র। তাঁহাদের মতে ঐ তিনের মধ্যে কে কোথায় অবস্থিত ?

উ। সর্ব্বোপরি স্থানে আত্মা, তন্নিম্নে জ্ঞান এবং তন্নিম্নে বুদ্ধি অবস্থিত।

প্র। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য কি প্রণালীতে সম্পন্ন হয় ?

উ। ১। কোন বস্তু বা ব্যক্তি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাহার একটি প্রতিচ্ছায়া প্রথমতঃ চক্ষুর্গোলকে (তারাতে) নিপতিত হইয়া তথা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চারিত আছে, তদ্দারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়; পরে সেই প্রতিচ্ছায়া তথা হইতে জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা চালিত হইয়া মানস-পটে (মনে) প্রতিফলিত হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; অর্থাৎ মানুষ তখনই দেখিতে পায়।

২। কোন একটি শব্দ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ তন্মধ্যস্থ পটহে, অর্থাৎ এক খানি অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম-পরকলায় আঘাত করে। পরে ঐ শব্দ উক্ত পটহে আহত হইবামাত্র ঐ প্রতি-ধ্বনি তথা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

শিরা সঞ্চারিত আছে, তদ্দারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইলে উহা পুনর্ব্বার তথা হইতে জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা চালিত হইয়া মানস-পটে প্রতিঘাত হয় এবং তখনই জীব শুনিতে পায়।

প্র। ঐ প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিধ্বনি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা কিরূপে পরিচালিত হয়?

উ। যেমন বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ দ্বারা কোন একটি শব্দ চালিত হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা কোন দ্রব্যের প্রতিচ্ছায়া বা কোন শব্দের প্রতিধ্বনি যে মস্তিষ্ক হইতে মনে পরিচালিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ এ সকল প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে যে মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন তাহার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, জ্ঞানই সকলের মূল। জ্ঞান ব্যতীত উহাদের কার্য্য নাই; এ জন্য জ্ঞানের স্থানকেই তাঁহারা মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্র। মনের লক্ষণ কি?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন "লক্ষণং মনসো-জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব বা" অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব এবং ভাব এ উভয়ই মনের লক্ষণ।

প্র। মন চেতন কি অচেতন ?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন ;

"অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতাপরঃ।
যুক্তস্থমনসাতস্যনির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ মন অচেতন এবং ক্রিয়াবিশিষ্ট। আত্মাই মনের চৈতন্য জন্মাইয়া দেন। আত্মা মনের সহিত যুক্ত হইলেই মনের ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যথা মনের কোন ক্রিয়াই থাকে না।

প্র। মনের কোন্ অবস্থায় জ্ঞানের অভাব এবং কোন্ অবস্থায়ই বা জ্ঞানের ভাব ?

উ। সচেতন অবস্থায়ই জ্ঞানের অভাব এবং ভাব।

প্র। সচেতন অবস্থায় জ্ঞানের অভাব কিরূপ ?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং তৎকালে জ্ঞানের অভাব হয়। কিন্তু তৎকালে মন সচেতন, অর্থাৎ আত্মা সংযুক্ত। অতএব মনের সচেতন অবস্থায় জ্ঞানের অভাব নিশ্চয়। তবে বিশেষ এই যে, তৎকালে মনের কোন কার্য্য থাকে না।

প্র। মনের যে একটি লক্ষণ জ্ঞানের ভাব ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় এই গুলির একত্র সমাবেশ দ্বারাই জ্ঞানের ভাব এই লক্ষণ প্রকাশ

পায়। বস্তুতঃ জ্ঞানের ভাবেই কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এজন্য জীবের জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের ভাব জানিতে হয়, কারণ তৎকালেই মনের কার্য্য প্রকাশ পায়। ফলতঃ জীবের তিন অবস্থাতেই মন সচেতন।

প্র। মনের কয়টি গুণ আছে?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন; "অণুত্বমথচৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ।" অর্থাৎ অণুত্ব এবং একত্ব এই দুইটি মনের গুণ।

প্র। ইহার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, মন এত সূক্ষ্ম যে, এক সময়ে একটি কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে তাহাকে নিয়োজিত করা যায় না।

প্র। মনকে জড় বলে কেন?

উ। মন স্বভাবতঃই অচেতন; মনের নিজ শক্তি কিছুই নাই। এনিমিত্ত মনকে জড় বলে।

প্র। মনকে কেহ কেহ প্রকৃতি বলেন কেন?

উ। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি যেমন জড়, মনও তদ্রূপ জড়; এজন্য তাঁহারা মনকে প্রকৃতি বলেন।

প্র। যাঁহারা মনকে প্রকৃতি বলেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, মন কোন্ প্রকৃতি? অর্থাৎ মন কি নিত্যা-প্রকৃতি, না চতুর্বিংশতি-তত্ত্বোক্ত প্রকৃতি?

উ। মনকে কোন প্রকৃতিই বলা যায় না ; কারণ প্রথমতঃ নিত্যা-প্রকৃতির অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যার অবিদ্যাভাবে যখন মনের উৎপত্তি, তখন মনকে কখনই নিত্যা-প্রকৃতি বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ মনকে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বোক্ত প্রকৃতিও বলা যায় না, যেহেতু চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে মন ও প্রকৃতি উভয়েরই উল্লেখ আছে।

প্র। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, আত্মা মনের সহিত যুক্ত হইলে, মনের ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা যখন সর্ব্বথা নির্লিপ্ত, তখন মনের সহিত তাঁহার সংযোগ কিরূপে সম্ভবে ?

উ। আত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ 'জ্ঞান', যিনি আত্মা হইতে পৃথকভাবে মস্তিষ্ক মধ্যে অবস্থিত, সেই জ্ঞানেরই জ্যোতিঃ দ্বারা মনের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এনিমিত্ত চরক-সংহিতায় বলিয়াছেন, জ্ঞানের ভাব এবং অভাব উভয়ই মনের লক্ষণ। ফলতঃ যতক্ষণ মনের ঐ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মন সচেতন।

প্র। 'জ্ঞান' 'আত্মা' হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত ইহা বলিবার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, জ্ঞানের ক্রিয়া আছে, কিন্তু আত্মার কোন ক্রিয়া নাই, যেহেতু আত্মা সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়। তিনি কেবল সাক্ষি-স্বরূপে জীবে বিদ্যমান আছেন মাত্র।

প্র। মনের অর্থ অর্থাৎ বিষয় কি ?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন ;

"চিন্ত্যং বিচার্য্য মূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সংকল্প্যমেবচ।
যৎকিঞ্চিৎ মনসোজ্ঞেয়ং তৎসর্ব্বং হ্যর্থসংজ্ঞকম্॥

অর্থাৎ যাহা কিছু চিন্তার বিষয়, বিচারের বিষয়, তর্কের বিষয়, ধ্যানের বিষয়, এবং সংকল্পের বিষয়, সে সমস্তই মনের গ্রাহ্য এবং তাহারাই মনের অর্থ বলিয়া কথিত।

প্র। মনের কর্ম্ম কি ?

উ। নিজের ও ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা, বিচার এবং তর্ক এই কয়টী মনের কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

প্র। বুদ্ধির সহিত মনের সম্বন্ধ কি ?

উ। মনের সংশয়াত্মক বিষয়গুলি বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হয়।

প্র। বুদ্ধি একরূপ না হইয়া প্রকারভেদ হয় কেন ?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন ;

ভেদাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বহ্ব্যোবৈ বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোর্থানামেকৈকা সন্নিকর্ষজা॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ তলজস্তন্ত্রী বীণানখোদ্ভবা।
দৃষ্টিঃ শব্দো যথা বুদ্ধি র্দৃষ্টা সংযোগজা তথা॥

অর্থাৎ কার্য্য, ইন্দ্রিয় এবং অর্থের প্রকারভেদ

আছে বলিয়া বুদ্ধিরও প্রকারভেদ হয়। বস্তুতঃ আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং অর্থ ইহাদের এক একটির সন্নিকর্ষে এক একটি বুদ্ধি জন্মে। যথা—ধর্ম্ম-বুদ্ধি, বৈষয়িক-বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ইত্যাদি। যেমন বীণা ও নখের সংযোগে একমাত্র শব্দ বহুধা বিভক্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেও বুদ্ধি বহু প্রকার হয়।

প্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ?

উ। যে ইন্দ্রিয় গুলির কার্য্য জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে।

প্র। বুদ্ধীন্দ্রিয় কাহাকে বলে ?

উ। জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকেই বুদ্ধীন্দ্রিয় বলে।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। বুদ্ধিই জ্ঞানভাণ্ডার. এজন্য জ্ঞনেন্দ্রিয়কে বুদ্ধীন্দ্রিয় বলে।

প্র। বুদ্ধি জ্ঞানভাণ্ডার কিরূপ ?

উ। বিদ্যাস্বরূপ শাণিতাস্ত্রে বুদ্ধি-বৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইলে উহা হইতে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকশিত হয়, এজন্য বুদ্ধিকে জ্ঞানভাণ্ডার বলা যায়। ফলতঃ বুদ্ধির অভাবে যে মানুষের জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকশিত হয় না ইহাও সর্ব্ববাদীসম্মত।

প্র। অন্তঃকরণ কাহাকে বলে ? এবং তাহাদের বিষয়ই বা কি ?

উ। বেদান্ত বলেন, "অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধি-চিত্তমহংকারশ্চেতি"।

অর্থাৎ অন্তঃকরণ বলিতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং-কার এই ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়কে বুঝায়। মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, চিত্তের বিষয় ধারণা এবং অহং-কারের বিষয় অভিমান।

প্র। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে চিত্ত ও অহংকারের উল্লেখ নাই কেন?

উ। মনোবুদ্ধির উল্লেখ থাকার জন্য উহাদের উল্লেখ অনাবশ্যক।

প্র। 'পুরুষ' কাহাকে বলে?

উ। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন; "খাদয়শ্চেতনা ষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষাঃ স্মৃতাঃ"। অর্থাৎ খ (আকাশ) আদি পঞ্চ মহাভূত এবং চেতনা এই সমবেত ছয়টী ধাতু 'পুরুষ' বলিয়া কথিত।

প্র। পঞ্চ-বায়ু কাহাকে বলে? এবং তাহাদের স্থানই বা কোথায়?

হৃদি প্রাণোগুহ্যেঽপানঃ সমানোনাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

অর্থাৎ প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্য দেশে, সমান বায়ু নাভি দেশে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে অবস্থিত।

প্র। 'জীবাত্মা' কাহাকে বলে ?

উ। বেদান্তমতে 'জীবাত্মা' বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তবে যে অক্ষয়, অব্যয়, অচিন্ত্য পুরুষ জীবোৎপত্তির মূলে জরায়ু মধ্যস্থ শুক্র-শোণিত মধ্যে অণুপ্রবেশ করেন তাঁহাকেই লোকে 'জীবাত্মা' বলে ; ফলতঃ তিনিই আত্মা।

প্র। 'জীবাত্মা' কি 'আত্মা' হইতে বিভিন্ন নহেন ?

উ। না ; কারণ যিনি 'আত্মা' তিনিই 'জীবাত্মা'। ইহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। তবে এস্থলে এটুকু জানা আবশ্যক যে, আকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধ যেরূপ 'আত্মা' ও 'জীবাত্মার' সম্বন্ধও তদ্রূপ। ফলতঃ ঘটাকাশ (১) যেমন অনন্ত আকাশ হইতে বিভিন্ন নহে, তদ্রূপ 'জীবাত্মাও' 'আত্মা' হইতে পৃথক বস্তু নহে।

প্র। শরীর নাশে জীবাত্মার পরিণাম কি ?

উ। 'ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশে তদ্বজ্জীব পরাত্মনি ॥
উত্তর গীতা ॥

অর্থাৎ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, জীব শরীর ধ্বংস হইলে 'জীবাত্মাও' তদ্রূপ অনন্ত 'আত্মায়' লীন হন।

---

(১) ঘটের মধ্যে যে আকাশ অর্থাৎ শূন্য আছে তাহাকেই ঘটাকাশ বলে।

প্র। জীব-পরিণাম কি?

উ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে গীতায় বলিয়াছেন, "যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভি-মুখা দ্রবন্তি।" অর্থাৎ নদী সকলের বিপুল জলবেগ যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ জীবসমূহও সেই অনন্ত ব্রহ্মে বিলীন হইবে।

প্র। জীব-পরকাল কাহাকে বলে?

উ। সূক্ষ্ম-শরীরের অসম্পূর্ণ বাসনার জন্য দেহান্তর আশ্রয়ের নামই জীব-পরকাল।

প্র। স্থূল-শরীর নাশে জীব কোথায় যায়?

উ। উহা যে পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন, বিনাশ প্রাপ্তিতে তাহাতেই মিশিয়া যায়।

প্র। স্থূল-শরীরের বিনাশ আছে কিনা?

উ। না; কেবলমাত্র বিকার অথবা রূপান্তর আছে। তবে কেহ কেহ বলেন, যে বস্তু বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত হয়, তাহাকেই তাহার বিনাশ বলে। ফলতঃ জগতে কোন বস্তুরই বিনাশ নাই।

প্র। সূক্ষ্ম-শরীরের পরিণাম কি?

উ। সূক্ষ্ম-শরীর স্বীয় ভোগাবসানে, যাহা হইতে উৎপন্ন তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

প্র। সে কেমন?

উ। যেমন জলবুদ্বুদ জল হইতে উৎপন্ন হইয়া

জলেই লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরও যে কারণ-শরীর হইতে উৎপন্ন, সেই কারণ শরীরেই বিলীন হইয়া যায়।

প্র। সূক্ষ্ম-শরীরের ভোগাবসান কখন হয়?

উ। বাসনা নিবৃত্তি হইলেই ভোগাবসান হয়।

প্র। বাসনা কি?

উ। মনের একটী প্রধানতম বৃত্তি।

প্র। জীবের ভোগ কি জন্য?

উ। কর্ম্ম জন্য।

প্র। ইহজন্মে যদি বাসনা-নিবৃত্তি না হয়?

উ। তাহা হইলে পুনর্জন্ম অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ যত জন্ম বাসনা অসম্পূর্ণ থাকিবে, জীবকে পুনর্ব্বার জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে।

প্র। সে কেমন?

উ। ''ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

গীতা॥

অর্থাৎ মানুষ যেমন চলিবার সময় এক পদ দ্বারা মৃত্তিকাখণ্ড আশ্রয় করিয়া অপর পদ উত্তোলন করিয়া লয়, জলৌকা (জোঁক) যেমন এক তৃণ আশ্রয় করিয়া অপর তৃণ ছাড়িয়া দেয় এবং মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, জীবের সম্বন্ধেও তদ্রূপ গতি জানিবে ; অর্থাৎ জীবের সূক্ষ্ম-শরীরকেও তদ্রূপ অসম্পূর্ণ বাসনার জন্য এক স্থূল-দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিতে হয়।

প্র। সে কখন ?

উ। যখন জীবের স্থূল-শরীর এককালে অকর্ম্মণ্য হয়, তখনই তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্ম-শরীর অপর একটী স্থূল-শরীর আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করে।

প্র। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কোন জীব নাড়ীত্যাগ হইয়া, আহারত্যাগ হইয়া এবং বাক্‌রোধ হইয়াও ৫।৭ দিন মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে ; ইহারই বা কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, হয় ত তাহার স্থূল-শরীরস্থ যন্ত্রাদি এককালে বিকৃত ভাব ধারণ করায় ইন্দ্রিয়গণেরও কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, এজন্য সে ব্যক্তি ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

প্র। তাহাই যদ্যপি প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না কেন ?

উ। সম্ভবতঃ তাহার সূক্ষ্ম-শরীর তখন পর্য্যন্তও অপর দেহ আশ্রয় করিতে পারে নাই, এজন্য তাহাকে তদবস্থায় থাকিতে হয়। ফলতঃ যখন তাহার সূক্ষ্ম-দেহ অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদেহ ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হয় এবং তাহার দেহও নিস্পন্দ-ভাব ধারণ করে।

প্র। জীব নূতন দেহ আশ্রয় করিলে কি তাহার পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃতির পথে বিলীন হয়?

উ। না; কারণ জীবের পূর্ব্ব সংস্কার যে মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে মনের তখন পর্য্যন্তও লয় হয় না; যেহেতু, মন যে সূক্ষ্ম-দেহের অন্তর্ভূত, সেই সূক্ষ্ম-দেহই যখন দেহান্তর আশ্রয় করিয়াছে তখন আর মনের লয় কোথায়? ফলতঃ মনের লয় না হইলে জীবের পূর্ব্ব-সংস্কার কখন বিস্মৃতির পথে বিলীন হইতে পারে না।

প্র। ইহাই যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবের উদ্ধারের উপায় কি? অর্থাৎ প্রতিজন্মেই জীব যদি পূর্ব্ব-সংস্কারাধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়; অতএব তাহার সম্বন্ধে কর্ম্মের অবসান কখন হয়?

উ। উপায় এই যে, জীব যখন যে স্থূল-দেহ আশ্রয় করে, সেই সেই স্থূল-দেহের মূলে যগুপি গ্রহ নক্ষত্রাদির সুসংযোগ থাকে, তাহা হইলে ঐ কারণে জীবের পূর্ব্ব-

সংস্কারাধীন কার্য্যগুলি ক্রমশঃ হ্রাসের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ হয়; ফলতঃ এইরূপে দুই চারি বা ততোধিক বার দেহপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের পূর্ব্বতন যে সমস্ত কুসংস্কার থাকে, সে গুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির পথে বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এবং সুসংস্কার থাকিলে সে গুলি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং তখন তাহার উদ্ধারের পথও সহজ হইয়া পড়ে।

প্র। সূক্ষ্ম-শরীরই যে ভোগের সাধন ইহা কিরূপে বোধগম্য হয়?

উ। জীবের সুখ দুঃখাদি অনুভব যে মনেরই কার্য্য ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফলতঃ সেই মন সূক্ষ্ম-শরীরের একটী প্রধানতম ইন্দ্রিয়। অতএব সূক্ষ্ম শরীরই যে ভোগের সাধন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্র। শরীর এবং দেহ এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

উ। "শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্যা-দিভিশ্চ।" অর্থাৎ বাল্য যৌবনাদি বয়স কর্ত্তৃক শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর এবং দহৌ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যাচ দেহোভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অর্থাৎ দহন করিলে ভস্ম হয়, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেহ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব শুভাশুভ কর্ম্মাধীন জাত অথচ সুখ

দুঃখ ভোগের যে আধার তাহাকেই শরীর অথবা দেহ বলা যায়।

প্র। শরীরত্রয়ের মধ্যে কোন্ শরীর বয়স কর্ত্তৃক শীর্ণ হয়?

উ। জীবের স্থূল-শরীরই বয়স কর্ত্তৃক শীর্ণ হয়।

প্র। আত্মা কি ভাবে জীবে বিদ্যমান আছেন?

উ। চৈতন্যস্বরূপে বিদ্যমান আছেন।

প্র। শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত আত্মানাত্ম-বিবেকে আত্মার সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন?

উ। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়াছেন।

প্র। "তত্র আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং;" অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে দুঃখ কি নিমিত্ত?

উ। "শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং" অর্থাৎ শরীর পরিগ্রহ জন্যই আত্মার সম্বন্ধে দুঃখ। নচেৎ তাঁহার সম্বন্ধে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

প্র। "শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি"; অর্থাৎ আত্মাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় কেন?

উ। "কর্ম্মণা"; অর্থাৎ কর্ম্ম জন্যই আত্মাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়।

প্র। "কর্ম্ম বা কেন ভবতি"; অর্থাৎ কর্ম্মই বা কেন হয়?

উ। "রাগাদিভ্যঃ"; অর্থাৎ বিষয়ানুরক্তি জন্যই কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

প্র। "রাগাদয়ঃ কেন ভবতি"; অর্থাৎ বিষয়ানুরক্তি কেন হয়?

উ। "অভিমানাৎ"; অর্থাৎ অভিমান হইতেই বিষয়ানুরক্তি জন্মে।

প্র। "অভিমানঃ কেন ভবতি"; অর্থাৎ অভিমান হয় কেন?

উ। "অবিবেকাৎ"; অর্থাৎ অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে।

প্র। "অবিবেকঃ কেন ভবতি"; অর্থাৎ অবিবেক কেন হয়?

উ। "অজ্ঞানাৎ"; অর্থাৎ অজ্ঞান হইতেই অবিবেকের উৎপত্তি হয়।

প্র। "অজ্ঞানং কেন ভবতি"; অর্থাৎ অজ্ঞান কেন হয়?

উ। "ন কেনাপি ভবতি"; অর্থাৎ অজ্ঞান অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না। কারণ "অজ্ঞানমনাদ্যমনির্ব্বচনীয়ম্"; অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়।

প্র। অজ্ঞান হইতে কি প্রণালীতে দুঃখ জন্মে?

উ। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "অজ্ঞানাদবিবেকো

জায়তে। অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অভিমানাদ্রাগা-দয়ো জায়ন্তে রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহঃ জায়তে। শরীরপরিগ্রহাৎ দুঃখং জায়তে. অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে পরম্পরাক্রমে অবিবেক, অভিমান, রাগ, কর্ম্ম, শরীরপরিগ্রহ এবং দুঃখের উৎপত্তি হয়।

প্র। "দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ" অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয় ?

উ। "সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি"; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে শরীরপরিগ্রহ নষ্ট (নিবৃত্তি) হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয়।

প্র। "শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি"; অর্থাৎ শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তি কখন হয় ?

উ। "সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মনিবৃত্তে সতি"; অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকারে কর্ম্মনিবৃত্তি হইলেই শরীরপরিগ্রহ নিবৃত্তি হয়।

প্র। "কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি"; অর্থাৎ কর্ম্ম-নিবৃত্তি কখন হয় ?

উ। "সর্ব্বাত্মনা রাগাদৌ নিবৃত্তে সতি"; অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে রাগনিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মনিবৃত্তি হয়।

প্র। "রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি'; অর্থাৎ রাগ-নিবৃত্তি কখন হয় ?

উ। সর্ব্বাত্মনা অভিমানে নিবৃত্তে সতি"; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে অভিমান নিবৃত্তি হইলেই রাগ নিবৃত্তি হয়।

প্র। "অভিমাননিবৃত্তিঃ কদা ভবতি"; অর্থাৎ অভি-মাননিবৃত্তি কখন হয়?

উ। "সর্ব্বাত্মনা অবিবেকে নিবৃত্তে সতি"; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত হইলেই অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

প্র। "অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি"; অর্থাৎ অবিবেক নিবৃত্তি কখন হয়?

উ। 'সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞানে নিবৃত্তে সতি' অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকারে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই অবিবেক নিবৃত্তি হয়।

প্র। 'অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ কদা ভবতি' অর্থাৎ অজ্ঞান-নিবৃত্তি কখন হয়?

উ। "ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যা নিবৃত্তিঃ" অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে একত্ব জ্ঞান জন্মিলে সেই জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে অবিদ্যা (অজ্ঞান) নিবৃত্তি হয়।

প্র। জ্ঞান ভিন্ন কি অন্য কিছু দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না?

উ। কেহ কেহ বলেন কর্ম্ম দ্বারাও অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, প্রথমতঃ, অজ্ঞান হইতে পরম্পরাক্রমে যখন কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তখন আবার সেই কর্ম্ম দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি কদাচ সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রে উক্ত

আছে এক ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ স্বতঃসিদ্ধ; (যেমন অশ্বে অশ্বে গর্দ্দভে গর্দ্দভে বিরোধ হইয়া থাকে, কিন্তু অশ্বে ও গর্দ্দভে কদাপি বিরোধ হয় না) বস্তুতঃ যেখানে বিরোধ সেই খানেই নিবৃত্তি; কিন্তু অজ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ে পরস্পরে বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী; এজন্য তাহাদের বিরোধভাবও স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং বিরোধভাব জন্য কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে না।

প্র। জ্ঞান অজ্ঞান ইহারা উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী কিরূপ?

উ। জ্ঞানের অবিকাশ ভাবের নাম যখন অজ্ঞান তখন জ্ঞান ও অজ্ঞানকে একধর্ম্মাবলম্বী না বলিয়া বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী কে বলিবে? বিশেষতঃ উহাদের উভয়েরই উৎপত্তিসম্বন্ধে বেদান্ত এরূপ লিখিয়াছেন। যথা; জ্ঞান যেমন অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়, অজ্ঞানও তদ্রূপ অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়। অতএব জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ে একই ধর্ম্মাবলম্বী।

প্র। অজ্ঞান হইতে যেমন অবিবেকের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ জ্ঞান হইতে কিসের উৎপত্তি হয়?

উ। বিবেকের উৎপত্তি হয়।

প্র। অবিবেক হইতে যেমন অভিমান অর্থাৎ অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ বিবেক হইতে কোন্ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়?

উ। মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

প্র। অহংতত্ত্ব অর্থাৎ অভিমান হইতে যেমন বিষয়ানুরক্তি অর্থাৎ রাগ জন্মে তদ্রূপ মহত্তত্ত্ব হইতে কি জন্মে ?

উ। বিষয়বৈরাগ্য জন্মে।

প্র। রাগ হইতে যেমন কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ বিষয়বৈরাগ্য হইতে কি হয় ?

উ। কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়।

প্র। অতএব এতদ্দারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে ?

উ। এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অজ্ঞান হইতে পরম্পরাক্রমে যেমন কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে পরম্পরাক্রমে কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। অতএব জ্ঞান দ্বারাই যে অজ্ঞানের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয় তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কর্ম্ম দ্বারা হয় না। নিম্নলিখিত চিত্র দৃষ্টে উহার সম্বন্ধে সুন্দর জ্ঞান উপলব্ধি হইবে।

যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি।
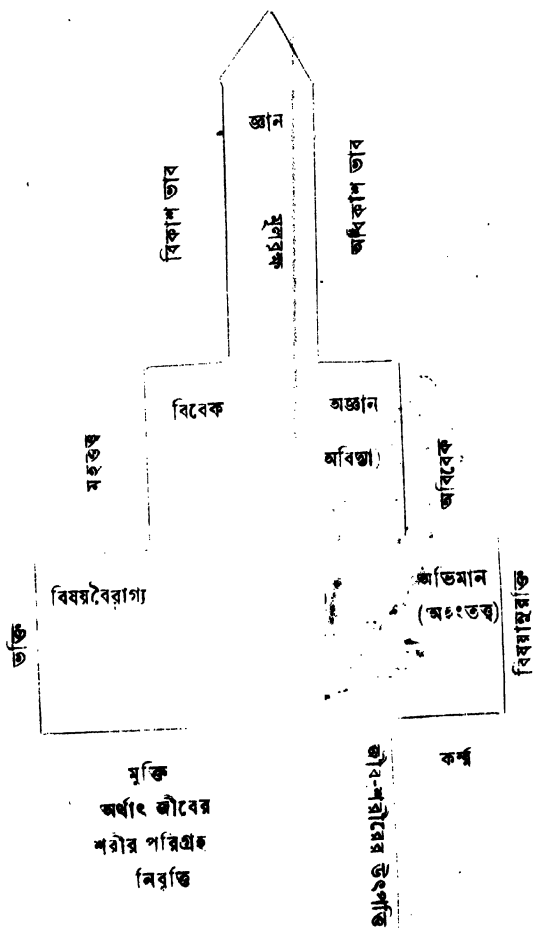
উপরিউক্ত চিত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, 'জ্ঞান'ই সকলের মূল। এক পক্ষে যেমন জ্ঞানের অবিকাশ (অজ্ঞান) হইতে পরম্পরাক্রমে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া, সেই কর্ম্ম জন্যই জীব শরীরের উৎপত্তি হইতেছে, অপর পক্ষেও তদ্রূপ জ্ঞানের বিকাশ হইতে পরম্পরা-ক্রমে কর্ম্ম-নিবৃত্তি হইয়া, জীবের শরীর পরিগ্রহের নিবৃত্তি হইতেছে। অতএব যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই যে নিবৃত্তি হয়, ইহা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন?

প্র। অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে আত্মার পক্ষে শরীর-পরিগ্রহের নিবৃত্তি হয় কিরূপে?

উ। অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে পরম্পরাক্রমে কর্ম্ম-নিবৃত্তি হয় এবং কর্ম্ম-নিবৃত্তি হইলেই আত্মার পক্ষে শরীর-পরিগ্রহেরও নিবৃত্তি হয়।

প্র। সে কেমন?

উ। যেমন সমুদ্র শুষ্ক হইলে তাহার শাখা প্রশাখা নদীসমূহও শুষ্ক হয় এবং তরুণ বৃক্ষের মূলোচ্ছেদে যেমন তাহার শাখা প্রশাখাও নিপতিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মের মূল-স্বরূপ অবিদ্যার (অজ্ঞানের) নিবৃত্তি হইলে যে, তাহার প্রশাখাস্বরূপ কর্ম্ম-নিবৃত্তি হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

প্র। আত্মা যদ্যপি নিষ্ক্রিয়ই হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আবার কর্ম্ম জন্য শরীর পরিগ্রহ করিতে, অর্থাৎ জীবে অণু-প্রবেশ করিতে হয় কেন?

উ। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের যিনি কারণ তাঁহাকেই কারণ-শরীর কহে। বস্তুতঃ তিনিই আত্মার চিৎশক্তি। তিনি স্বভাবতঃই সৃষ্টিতৎপরা। ইহ জগতের যাহা কিছু, সে সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ তাঁহারই কর্ম্ম। সৃষ্টি অতীত হইলে, তিনি আত্মার সহিত একভাবাপন্ন, অর্থাৎ আত্মারই অন্তর্নিহিত শক্তি; কিন্তু সৃষ্টি-তত্ত্বে তিনি আত্মার সহিত পৃথগ্‌ভাবাপন্ন; যেহেতু তৎকালে তাঁহাতে অবিদ্যাভাব বিদ্যমান। তিনি যখন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে জীব সৃষ্টি করেন, তৎকালে সান্নিধ্যপ্রযুক্ত চুম্বকে যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনিও আত্মাকে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় বিরচিত জীবে সংযুক্ত করিয়া দেন। ফলতঃ আত্মা ক্রিয়াযুক্ত হইলেও কোন বিষয়ে লিপ্ত হন না; কেবল সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন।

প্র। 'চিৎশক্তির' কি জীবে চৈতন্য দিবার ক্ষমতা নাই?

উ। না; তিনি কেবল জীবের সৃষ্টি করেন মাত্র। এজন্য কেহ কেহ বলেন শক্তি জড়।

প্র। জীব কাহার নিয়ামক?

উ। চৈতন্য পুরুষ যে 'আত্মা', তাঁহারই নিয়ামক। যেহেতু আত্মাই জীবোপাধি ধারণপূর্ব্বক 'আমি' এই বাক্যে কথিত হন।

প্র। জীবের সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নীতি কি ?

উ। নিত্যা-প্রকৃতি (চিৎশক্তি) স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে জীব সৃষ্টি করেন এবং আত্মা কেবল জীব-শরীরের চৈতন্য রক্ষা করেন মাত্র। তৎপরে মন স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম সমাধা করিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধি মনের সংশয়াত্মক বিষয়গুলির নিশ্চয় করিয়া না দিলে মন কোন কার্য্যই করিতে পারে না; যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মনের বিষয় সংশয়, অর্থাৎ মন প্রতিকার্য্যেই সংশয় দোলায় ঢুলিতে থাকে (অর্থাৎ করি কি না করি, যাই কি না যাই ইত্যাদি)। পরিশেষে বুদ্ধি যখন মনের কার্য্যের নিশ্চয় করিয়া দেয়, মন তখনই ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে। অতএব সৃষ্ট জীবের সম্বন্ধে, সর্ব্বোপরি আত্মা, তন্নিম্নে জ্ঞান, তন্নিম্নে বুদ্ধি, তন্নিম্নে মন এবং সকলের নিম্নে ইন্দ্রিয়বর্গ। ফলতঃ এইরূপ রীত্যনুসারে নিত্যা-প্রকৃতির কর্ম্মক্ষেত্র-রূপ সৃষ্টি-তত্ত্বের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্র। জীবসম্বন্ধে চৈতন্য ও চিৎশক্তির ঘনিষ্ঠতা কি ?

উ। শক্তি জীব-শরীর ত্যাগ করিলেই চৈতন্যকে তৎসঙ্গেই বাহির হইতে হয়; কিন্তু জীব-শরীরে শক্তির বিদ্যমানতা-সত্ত্বে চৈতন্য উহা ত্যাগ করিতে পারেন না; যেহেতু তিনি নিজে জীব-শরীরের স্রষ্টা

নহেন ; শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই জীবে প্রবেশপূর্ব্বক সাক্ষি-স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন।

প্র। দুঃখ কাহাকে বলে ?

উ। বেদান্ত বলেন, প্রীতিশূন্য পদার্থের নাম দুঃখ।

প্র। দুঃখ কয় প্রকার ?

উ। ত্রিবিধ। যথা, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক।

প্র। আধ্যাত্মিক দুঃখ কাহাকে বলে ?

উ। দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যে শিরোরোগাদি তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ।

প্র। আধিভৌতিক দুঃখ কাহাকে বলে ?

উ। ব্যাঘ্রতস্করাদি ভয়ঙ্কর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে।

প্র। আধিদৈবিক দুঃখ কাহাকে বলে ?

উ। বজ্রপাতাদি, অর্থাৎ দেবতাকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ।

প্র। জীবনের প্রয়োজনীয় ধন-রত্নাদির অভাব-জনিত যে দুঃখ, তাহা উপরোক্ত ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে কোন্‌টির অন্তর্ভূত ?

উ। এক পক্ষে সে দুঃখ কোনটিরই অন্তর্ভূত নহে ; কারণ, সে দুঃখকে আনুমানিক মনোবিকার অর্থাৎ কাল্পনিক দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। অপর

পক্ষে ঐ দুঃখ যদ্যপি ভাগ্যাধীন অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদিবে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে আধি· দৈবিক দুঃখের অন্তর্ভূতও বলা যায়। ফলতঃ ঐ দুঃখ প্রকৃতই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু ধন-রত্নাদির অভাবকে কেহ হয়ত দুঃখ স্বরূপে কল্পনা করে, অনে: হয়ত তাহাকে প্রকৃত সুখ বলিয়াই মনে করে; অতএব যে বস্তুকে দুই জনে দুই ভাবে জ্ঞান করে; তাহার যে কোন মূল নাই, ইহাই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদিগের স্থিরসিদ্ধান্তী· ভূত।

প্র। জড় কাহাকে বলে?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলেন "জড়ং নাম স্ববিষয়-পর· বিষয়-জ্ঞানরহিতং বস্তু।" অর্থাৎ যে বস্তুর আপন অথব পর বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, তাহাকেই জড় বলে।

প্র। পরমাণু কি?

উ। জড়ের অতি সূক্ষ্মাংশ যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, (অর্থাৎ যাহা চক্ষে দেখা যায় না) তাহাকেই পর- মাণু বলে।

প্র। পরমাণু নশ্বর কি না?

উ। কেহ কেহ বলেন পরমাণুর ধ্বংস নাই; অর্থাৎ উহা নিত্য বস্তু।

প্র। পরমাণুর যদ্যপি ধ্বংস না থাকে, তাহা হইলে তাহার সমষ্টির ধ্বংস কিরূপে সম্ভবে?

উ। তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, জগতে কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই, কেবল মাত্র বিকার আছে; অর্থাৎ কখন সমষ্টিতে কখন বা ব্যষ্টিতে পরিণত হওয়াই উহার স্বতঃ-সিদ্ধ ধর্ম্ম। তাঁহারা আরও বলেন, 'ব্রহ্ম' যেমন নিত্য, এ সৃষ্টিও তদ্রূপ নিত্য। জগদীশ্বর একবারই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ এক এক কল্পান্তে সমষ্টি-ব্যষ্টি-ভাবে ইহার রূপান্তর হয় মাত্র।

প্র। সৃষ্টি যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে বেদান্তের উহাকে মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য কি?

উ। বেদান্ত সৃষ্টিকে যে কেন মিথ্যা বলিয়াছেন, সৃষ্টি-তত্ত্বে যথাস্থানে তাহা প্রকাশিত হইবে; তবে এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থূল বলা যায় যে সৃষ্টি অতীত হইল পরমাণুর ব্যষ্টি-ভাব এবং সৃষ্টি-তত্ত্বে পরমাণুর সমষ্টি-ভাব প্রকৃতিসিদ্ধ। ফলতঃ সেই সমষ্টি-ভাব পরমা-বিদ্যার অবিদ্যাভাবে সমুৎপন্ন, এজন্য বেদান্ত, পরমাণু-সমষ্টি যে জগৎ, তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছেন।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্মের সত্তা কিসের দ্বারা অনুভব হয়?

উ। জ্ঞান দ্বারা অনুভব হয়।

প্র। জ্ঞান কিরূপ পদার্থ?

উ। জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। ফলতঃ জ্ঞানকেও শাস্ত্রে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, জ্ঞানই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ।

প্র। 'ব্রহ্ম' কি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন ?

উ। না; কারণ, তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর।

প্র। তবে কি তিনি অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর ?

উ। মনু বলেন, তিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য; কিন্তু বেদান্ত তাহা স্বীকার করেন না।

প্র। তাঁহার কি কোন আকার নাই ?

উ। না; কারণ তিনি নিরাকার।

প্র। তাঁহার কি আদি অন্ত নাই ?

উ। না; কারণ, তিনি অনাদি এবং অনন্ত।

প্র। তাঁহার কি কোন বিকার নাই ?

উ। না; কারণ, তিনি নির্ব্বিকার, অর্থাৎ তাঁহার জরা, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি কোন বিকারই নাই, চিরকালই একরূপ।

প্র। তিনি কি এতই সূক্ষ্ম যে, দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর ?

উ। "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমিতি শ্রুতিঃ"। অর্থাৎ বেদ বলেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; অতএব তিনি যে কত সূক্ষ্ম, কে তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম ?

প্র। তাঁহাকে কি স্থূলরূপে নির্ণয় করা যায় না ?

উ। না; কারণ, তিনি যখন স্বর্গাদি ত্রিলোকের

সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তখন তিনি যে, কত স্থূল, কে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ ?

প্র। তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে ?

উ। তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, তিনি স্বয়ংই উৎপন্ন।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ" ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ যিনি সকল লোকে এবং বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, অথচ অবয়ব বিহীন, যিনি নিত্য, যিনি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ এবং যাঁহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তিনি স্বয়ংই মহদহংকারাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

প্র। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক-সম্বন্ধে বেদান্ত হইতে কি জ্ঞান লাভ হয় ?

উ। 'আত্মা'ই নিত্য বস্তু এবং 'অনাত্মা' বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই অনিত্য, এই জ্ঞান উপলব্ধি হয়। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য বেদান্ত বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম'ই সত্য, জগৎ মিথ্যা, যেহেতু 'ব্রহ্ম'ই নিত্য বস্তু এবং জগৎ অনিত্য।

প্র। চরক-সংহিতা যে বলিয়াছেন, 'সত্য বাক্য

জ্যোতিঃ-স্বরূপ এবং অনৃত বাক্য তমঃ-স্বরূপ,’ ইহারই বা তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, ইহ জগতে জ্যোতিঃই সত্য, অর্থাৎ নিত্য এবং তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারই মিথ্যা।

প্র। জগতে জ্যোতিঃ-স্বরূপ পদার্থ কি ?

উ। ‘ব্রহ্মই’ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পদার্থ।

প্র। ‘আত্মাই’ যদ্যপি একমাত্র নিত্য বস্তু হন, তাহা হইলে ‘পরমাত্মা’ ‘পরব্রহ্ম’ ‘ঈশ্বর’ ‘জগদীশ্বর’ ইত্যাদি সংজ্ঞা গুলির লক্ষ্যার্থ কে ?

উ। ‘সচ্চিদানন্দ আত্মা’ই প্রথমোক্ত সংজ্ঞা দুইটীর লক্ষ্যার্থ এবং ‘আত্মার’ ‘চিৎশক্তি’ই শেষোক্ত সংজ্ঞা দুইটীর লক্ষ্যার্থ।

প্র। বেদান্ত যাঁহাকে জীবের কারণ-শরীর বলিয়াছেন তিনি কে ?

উ। তিনি ‘আত্মার’ই একটি বস্তুধর্ম্ম। ফলতঃ সেই বস্তুধর্ম্মই ‘চিৎ’ এই আভাসযুক্ত। অন্যান্য শাস্ত্র কর্ত্তারা তাহাকেই ‘আত্মার’ই অন্তর্নিহিত শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

প্র। ‘ব্রহ্মবিদ্যা’, ‘বিদ্যা’, ‘পরমাবিদ্যা’ এই তিনটি পদের লক্ষ্যার্থ কে ?

উ। সেই ‘চিৎশক্তি’ অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তিই উহাদের লক্ষ্যার্থ।

প্র। 'পরম পুরুষ' এবং 'পরমা প্রকৃতি' বলিতে কাহাকে বুঝায় ?

উ। 'পরম পুরুষ' বলিতে 'সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম'কে এবং 'পরমাপ্রকৃতি' বলিতে সেই 'চিৎশক্তি' অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তিকেই বুঝায়।

প্র। 'চিৎশক্তি'কে 'নিত্যা-প্রকৃতি' বলে কেন ?

উ। 'আত্মা' যখন নিত্য, তখন তাঁহার বস্তুধর্ম্ম, অর্থাৎ 'চিৎশক্তি' যে নিত্যা হইবেন ইহার আর বিচিত্র কি ? এজন্য 'চিৎশক্তি' অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তিকে শাস্ত্রকর্ত্তারা 'নিত্যা-প্রকৃতি' অথবা স্বতঃ নিত্যা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

প্র। 'চিৎশক্তি' কি 'আত্মা' হইতে পৃথক্ ?

উ। না; কারণ, যিনি সচ্চিদানন্দ আত্মার একটি রূপ, অর্থাৎ বস্তুধর্ম্ম এবং যিনি তাঁহারই অন্তর্নিহিত শক্তি, তিনি কি 'আত্মা' হইতে পৃথক্ হইতে পারেন ?

প্র। বিদ্যাই যদ্যপি প্রকৃত কারণ-শরীর হন, তাহা হইলে বেদান্ত অবিদ্যাকে কারণ-শরীর বলিলেন কেন ?

উ। বিদ্যার অবিদ্যাভাবে স্থূল সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয় উৎপন্ন, এজন্য বেদান্ত অবিদ্যাকে কারণোপাধি বলিয়াছেন ; ফলতঃ বিদ্যায় অবিদ্যাভাব ব্যতীত সৃষ্টি নাই।

প্র। বিদ্যা অবিদ্যা কি দুইটি বিভিন্ন পদার্থ ?

উ। না, কারণ, বিদ্যার অবিকাশ ভাবের নামই

অবিদ্যা। ফলতঃ যিনি বিদ্যা তিনিই অবিদ্যা; যেহেতু 'বিদ্যা'ও যেমন অনাদ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়া 'অবিদ্যাও' তদ্রূপ অনাদ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়া; অতএব বিদ্যা এবং অবিদ্যা একই পদার্থ।

প্র। 'বিদ্যা'য় অবিদ্যাভাব কখন হয়?

উ। 'বিদ্যা'য় তমোগুণ আরোপিত হইলেই অবিদ্যা-ভাব হয়।

প্র। 'জ্ঞান' এবং 'বিদ্যা' এতদুভয়ের সম্বন্ধ কি?

উ। 'ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্ম-শক্তি'তে যেরূপ সম্বন্ধ, 'জ্ঞান' এবং 'বিদ্যাতে'ও তদ্রূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে।

প্র। শাস্ত্রানুশীলনকে বিদ্যা বলে কেন?

উ। শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অবিদ্যা দূর হইয়া জীব-হৃদয়ে পরমা-বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকশিত হয়, এজন্য উহাকে বিদ্যা বলে।

প্র। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে মনকে আত্মার পুত্র বলিয়া বর্ণন করিবার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, আত্মারই বস্তুধর্ম্ম যে চিৎশক্তি, তাঁহারই অবিদ্যাভাবে মনের উৎপত্তি; এজন্য মনকে আত্মার পুত্রস্বরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

প্র। বিবেক এবং মহামোহের সম্বন্ধ কি?

উ। উহাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, মনের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি নামে দুই পত্নী আছে; তন্মধ্যে প্রবৃত্তি পক্ষের পুত্র মহামোহ এবং নিবৃত্তি পক্ষের পুত্র বিবেক; এজন্য উহারা পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্র। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে কাশীক্ষেত্রকে বিবেক ও মহামোহের যুদ্ধস্থল-রূপে বর্ণন করিবার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, মানব-শরীরই প্রকৃত কাশী। ফলতঃ বিবেক ও মহামোহ উহারা উভয়েই এই শরীরে বৈরিভাবে অবস্থিত, এজন্য কাল্পনিক কাশীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্র। বিবেক ও মহামোহের মধ্যে বৈরিভাবের কারণ কি ?

উ। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে সামান্যতঃ যে স্বতঃ-সিদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যমান, বিবেক ও মহামোহের মধ্যেও সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান, এজন্য উহারা পরস্পরে বৈরিভাবাপন্ন। বিশেষতঃ উহাদের উভয়ের জননীরাও পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিনী; এনিমিত্ত উহাদের মধ্যেও বৈরিভাব অখণ্ডনীয়। মহামোহ শুদ্ধ বিষয় সন্দর্শন করে, বিবেক শুদ্ধ পরমার্থ-পথ অন্বেষণ করে।

প্র। বিবেক-মহামোহ সংগ্রামে বিবেক স্বীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কাশীর যে স্থানে আদি কেশব অব-

-স্থিত সেই স্থানেই স্বীয় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন; ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, আদি কেশবই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য পুরুষ। অতএব যেখানে জ্ঞান সেই খানেই বিবেক। বস্তুতঃ এই উপদেশ প্রদানের জন্যই প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণ গ্রন্থেও ইহার একটী দৃষ্টান্ত আছে।

প্র। সে দৃষ্টান্ত কি?

উ। বিবেকস্বরূপ বিভীষণ, মহামোহস্বরূপ রাবণ কর্ত্তৃক অনুক্ষণ উৎপীড়িত হইয়া পরিশেষে জ্ঞানস্বরূপ শ্রীরাম চন্দ্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্র। শ্রদ্ধা কয় প্রকার?

উ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

প্র। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?

উ। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনের নামই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা।

প্র। কোন্ পুরুষে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বলবতী?

উ। বিবেক-শীল পুরুষের শরীরেই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বলবতী।

প্র। জীব ও ঈশ্বরে পৃথক্ জ্ঞান কিরূপ?

উ। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, দেহাদি জীবের উপাধি

এবং ঈশ্বরের উপাধি মায়া। অতএব যিনি শরীরাদি উপাধি-বিশিষ্ট তিনিই জীব এবং যিনি মায়াদি উপাধি-বিশিষ্ট তিনিই ঈশ্বর।

প্র। উপাধির কি কোন অস্তিত্ব আছে?

উ। না, যেহেতু উহা কেবল কল্পনা-মাত্র।

প্র। জীব এবং মায়া কাহার নিয়ামক?

উ। জীব চৈতন্যের নিয়ামক এবং মায়া ঈশ্বরের নিয়ামক।

প্র। মায়া, যে ঈশ্বরের নিয়ামক সে ঈশ্বর কে?

উ। ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তিই সে ঈশ্বর।

প্র। জীব চৈতন্যের নিয়ামক, এবং মায়া ঈশ্বরের নিয়ামক কেন?

উ। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যে আত্মস্বরূপে সকল জীবে বিদ্যমান থাকেন, ইহা মন্বাদি সমগ্র শাস্ত্রেই এক-বাক্যে স্বীকার করেন। ফলতঃ সেই আত্মাই জীবোপাধি ধারণপূর্ব্বক 'অহং' এই পদের লক্ষ্যার্থ হন। এবং ঈশ্বরই যে, মায়াশক্তি দ্বারা এই জগদ্রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। ফলতঃ, তিনিও ঐ জন্য মহামায়া এই সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। অতএব জীব চৈতন্যের নিয়ামক এবং মায়া ঈশ্বরের নিয়ামক।

প্র। চৈতন্য এবং ঈশ্বরের একত্ব কখন উপলব্ধি হয়?

উ। কল্পিত উপাধি গেলেই উভয়েরই একত্ব উপ-

লব্ধি হয়। ফলতঃ, সৃষ্টি-তত্ত্বে উহাদের পার্থক্য-ভাব দেখানই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। তৃতীয় পুরুষ (তিনি) দ্বিতীয় পুরুষ (তুমি) এবং প্রথম পুরুষ (আমি) এ তিনে কোন পার্থক্য সম্বন্ধ আছে কি না?

উ। না; যেহেতু এক বস্তুই কখন 'তিনি', কখন 'তুমি' এবং কখন বা 'আমি' এই সংজ্ঞায় কথিত হয়। অর্থাৎ এক বস্তুই ঐ তিন বাক্যেরই প্রতিপাদ্য হয়। অতএব 'তিনি', 'তুমি' এবং 'আমি' এ তিনের পৃথক সম্বন্ধ কিরূপে স্বীকার করা যায়?

প্র। এক বস্তুই যে উপরিউক্ত বাক্যত্রয়ের প্রতি-পাদ্য সে কেমন?

উ। রাম ও শ্যাম নামক দুই ব্যক্তি উভয়েই জীবোপাধি বিশিষ্ট, সুতরাং তাহারা উভয়েই 'আমি' সংজ্ঞা-ধারী, অর্থাৎ রাম আপনাকে আমি বলে এবং শ্যামও আপনাকে 'আমি' বলে। রাম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্যামকে 'তুমি' বলে এবং শ্যামও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রামকে 'তুমি' বলে। রাম ও শ্যাম দুজনের মধ্যে পরস্পরের পরোক্ষ-ভাবে অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে, রাম শ্যামকে এবং শ্যামও রামকে 'তিনি' এই বাক্য দ্বারা লক্ষ্য করে। অত-এব রাম ও শ্যাম এই দুই জনের মধ্যে যখন দুইবার 'আমি', দুইবার 'তুমি' এবং দুইবার 'তিনি' এইরূপ প্রয়োগ

হয়, তখন একের মধ্যে যে 'আমি' 'তুমি' এবং 'তিনি' এই বাক্যত্রয় প্রয়োগ হইবে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফলতঃ, বাহ্য জগতে একটি পুরুষ যদ্যপি কখন 'আমি' কখন 'তুমি' কখন বা 'তিনি' এই বাক্যত্রয়ের প্রতিপাদ্য হইতে পারে, তাহা হইলে অন্তর্জগতে একমাত্র আত্মাই বা কেন 'তৎ' 'ত্বং' এবং 'অহং' পদের লক্ষ্যার্থ না হইবেন?

প্র। আত্মা কখন 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ হন?

উ। সৃষ্টি অতীত হইলে তিনি 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ হন।

প্র। আত্মা কখন 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ হন?

উ। যখন সাক্ষি-স্বরূপে জীবে বিদ্যমান থাকেন, তখনই তিনি 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ। যেহেতু, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতীত কোন বস্তুই 'তুমি' এই পদের প্রতিপাদ্য হয় না।

প্র। সাক্ষি-স্বরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বুঝায় কিরূপে?

উ। 'ক' এবং 'খ' এই দুই জনের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতীত কি 'ক', 'খ' এর সাক্ষী হইতে পারে? না 'খ', 'ক' এর সাক্ষী হইতে পারে?

প্র। আত্মা কখন 'অহং' পদের লক্ষ্যার্থ হন?

উ। তিনি যখন 'জীব' এই উপাধি বিশিষ্ট হন, তখনই 'অহং' পদের লক্ষ্যার্থ হইয়া থাকেন।

প্র। একমাত্র ব্রহ্মই যে উপরিউক্ত বাক্যত্রয়ের লক্ষ্যার্থ তাহার প্রমাণ কি?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

১। "বেদান্তবাক্য-সংবেদ্যং বিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ম্।
বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্যং লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সঃ"॥

অর্থাৎ যিনি বেদান্ত-বাক্য-প্রতিপাদ্য, এই অনন্ত বিশ্বের অতীত, নিশ্চল, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ, অর্থাৎ সকল প্রকার বিকার-রহিত এবং যিনি স্বয়ং পরিজ্ঞেয় নহেন, তিনিই 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ।

২। "দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষী যস্তেভ্যোভাতি বিলক্ষণঃ।
স্বয়ং বোধ-স্বরূপত্বাল্লক্ষ্যার্থ স্ত্বংপদস্য সঃ" ॥

অর্থাৎ যিনি স্বয়ং বোধ-স্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী, অথচ সেই দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভিন্ন, তাঁহাকেই 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ নির্ণয় করা যায়। যেমন প্রদীপের প্রয়োজন হইলে অগ্নি-শিখাকেই লোকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, দীপাধার-বর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষিত হয় না; সেইরূপ 'ত্বং' পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে হয়।

৩। "নানৈতান্যেকরূপস্ত্বং ভিন্নস্তেভ্যঃ কুতঃ শৃণু।
নচৈকেন্দ্রিয়রূপ স্ত্বং সর্ব্বত্রাহং প্রতীতিতঃ" ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল নানারূপ, কিন্তু তুমি একরূপ। অতএব ইন্দ্রিয় হইতে তোমার পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পরন্তু একটি ইন্দ্রিয়ও 'ত্বং' পদের প্রতিপাদ্য

নহে। তুমিই সর্ব্বত্র 'অহং' এইরূপ বাক্যে প্রতীত হও।

প্র। একমাত্র আত্মাই যদ্যপি 'তৎ', 'ত্বং' এবং 'অহং' এই বাক্যত্রয়ের লক্ষ্যার্থ হন, তাহা হইলে ঐ তিনটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য-ভাব বোধ হয় কেন?

উ। উহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ফলতঃ, আত্মা যখন 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ, তখন তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তৎকালে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। অতএব জগতের যখন অস্তিত্ব থাকে না, তখন 'ত্বং' এবং 'অহং' ইত্যাদি বাক্যের অস্তিত্ব কোথায়? সুতরাং 'তৎ' এই বাক্যটি যে 'অহং' এবং 'ত্বং' হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? আত্মা যখন 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ, তখন তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষি-স্বরূপ, অথচ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভিন্ন। আত্মা যখন 'অহং' পদের লক্ষ্যার্থ, তখন তিনি জীবোপাধি-বিশিষ্ট; সুতরাং জীবে যে শরীরত্রয়, অবস্থাত্রয় এবং পঞ্চকোষ নিহিত আছে, 'অহং' এই বাক্যটির মধ্যেও সেই সেই ভাবের বিদ্যমানতা আছে। অতএব সৃষ্টি-তত্ত্বে আত্মা, 'ত্বং' এবং 'অহং' এই দুইটি বাক্যের লক্ষ্যার্থ হইলেও, তিনি যখন 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ, তখন তাঁহাকে 'অহং' এই বাক্য হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন বলা যায়। কারণ, এই তত্ত্বের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আত্মার যে সংজ্ঞা, (definition) দেওয়া হইয়াছে তদ্দারা

স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শরীরত্রয় ও পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষি-স্বরূপ যে আত্মা, তিনি যে সংজ্ঞার লক্ষ্যার্থ হন, সে সংজ্ঞা, অবশ্যই 'অহং' এই সংজ্ঞা হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন। এই দৃষ্টান্তানুযায়ী একটি পুরুষ, 'তিনি', 'তুমি' এবং 'আমি' এই বাক্যত্রয়ের প্রতিপাদ্য হইলেও, লৌকিক জগতে যেন, উহাদিগকে পৃথক্ ভাবাপন্ন বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ উহাদেরও পার্থক্য ভাব কেবল কল্পনামাত্র।

প্র। লৌকিক জগতে 'তুমি' এই কথাটিকে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, অন্তর্জগতে 'ত্বং' এই বাক্যটিকে পরোক্ষ বলিয়া বর্ণন করিবার উদ্দেশ্য কি?

উ। বেদান্ত বলিয়াছেন, 'ত্বং' এই বাক্যের লক্ষ্যার্থ যে আত্মা, তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন (১)। সুতরাং তাঁহাতে পরোক্ষ সম্বন্ধ ভিন্ন, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখা যায় না। অতএব 'ত্বং' এই বাক্যটিও যে পরোক্ষভাবাপন্ন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। ত্বং শব্দের অর্থ কি?

উ। তুমি।

(১) তাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, মনদ্বারা আকর্ষণ করা যায় না এবং বাক্যদ্বারাও প্রকাশ করা যায় না।

প্র। 'তুমি' কে?

উ। তুমিই 'আত্মা'।

প্র। জীবের স্থূল-শরীরকে 'তুমি' বলা যায় কি না?

উ। না; কারণ স্থূল-শরীর দৃশ্য, কিন্তু 'তুমি' দৃশ্য নহ।' দেহ জাত্যভিমানী, যেহেতু মানব-দেহ, পশু-দেহ ইত্যাদিরূপে দেহের জাতি অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবহার হয়। বিশেষতঃ, দেহ পাঞ্চভৌতিক, অশুদ্ধ এবং অনিত্য। 'তুমি' কিন্তু পাঞ্চভৌতিক নহ, অশুদ্ধ নহ এবং অনিত্যও নহ।

প্র। 'তুমি' কি দৃশ্য নহ?

উ। না; কারণ তোমার কোন রূপ নাই, এজন্য 'তুমি' অদৃশ্য। বস্তুতঃ, রূপাদি বিষয়ই দৃশ্য অর্থাৎ দর্শ-নেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। পরন্তু, যে পদার্থ দৃশ্য, তাহাকে কখন দ্রস্টা বলা যায় না এবং যিনি দ্রষ্টা, তিনি কখন দৃশ্য হইতে পারেন না। যেমন ঘটাদি পদার্থ দৃশ্য, অর্থাৎ তাহাকে সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু ঘটাদি পদার্থ কখন কিছু দেখিতে পায় না; তদ্রূপ 'তুমি' দ্রষ্টা কিন্তু 'তুমি' দৃশ্য নহ। অতএব জীবের স্থূল-শরীরকে 'তুমি' বলা যায় না।

প্র। জীবের সূক্ষ্ম-শরীরকে 'তুমি' বলা যায় কি না?

উ। না, কারণ, সপ্তদশ ইন্দ্রিয়সমন্বিত যে সূক্ষ্ম-শরীর তাহাকে বেদে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন;

কিন্তু 'তুমি' কার্য্য নহ, 'তুমি' কর্ত্তা। বস্তুতঃ, যিনি কর্ত্তা, তিনি কখন কার্য্য হইতে পারেন না। 'তুমি' ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য হইতে পৃথক্ এবং 'তুমি' সেই ইন্দ্রিয়াদি—প্রেরক, বিশেষতঃ. ইন্দ্রিয় অনেক, 'তুমি' কিন্তু এক ; অতএব জীবের সূক্ষ্মদেহকে 'তুমি' বলা যায় না।

প্র। মন বা প্রাণকে তুমি বলা যায় কি না ?

উ। না, কারণ, উহারা উভয়েই জড়। চলিত ভাষায় সকলেই বলে 'আমার মন অন্যত্র গমন করিতেছে,' 'আমার প্রাণ ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হইয়াছে', অর্থাৎ বড়ই কাতর হইয়াছে। জীবের সচেতন অবস্থায় 'আত্মা' কখন দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারেন না। বস্তুতঃ, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই, তিনি কখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হন না। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন অচেতন, 'আত্মাই' মনের চেতনা জন্মাইয়া দেন। অতএব মন বা প্রাণকে 'আত্মা' (তুমি) বলা যায় না। মন ও প্রাণ উভয়ের যে এক জন দ্রষ্টা আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ফলতঃ 'আত্মাই' সেই দ্রষ্টা। যেমন ঘটের দ্রষ্টা এবং ঘট উভয়ে এক নহে, তদ্রূপ মন ও প্রাণের দ্রষ্টা এবং মন ও প্রাণ এক হইতে পারে না।

প্র। বুদ্ধিকে 'তুমি' বলা যায় কি না ?

উ। না, কারণ, বুদ্ধি সুষুপ্তি কালে লীন থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় সর্ব্ব-দেহ-ব্যাপী থাকে। এই বুদ্ধি,

চিচ্ছায়া যে জীব, তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। অতএব বুদ্ধি 'আত্মা' নহে। বুদ্ধি যদ্যপি 'আত্মা' হইত, তাহা হইলে তাহার কখন অবস্থান্তর হইত না। জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধি চঞ্চল এবং নানারূপ হয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালে তোমাতেই বিলীন থাকে। 'তুমি' কিন্তু একরূপই থাক। 'তুমি' বুদ্ধিকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া তাহার প্রকারভেদ করিয়া থাক। বুদ্ধির চাঞ্চল্য, প্রকারভেদ এবং বিলীনতা কেবল 'তুমিই' দেখিয়া থাক, সুতরাং 'তুমিই' বুদ্ধির দ্রষ্টা, বুদ্ধি তোমার দ্রষ্টা নহে; অতএব 'তুমি' বুদ্ধি হইতে পৃথক্।

প্র। কারণ-শরীর অর্থাৎ 'অবিদ্যাকে' 'আত্মা' বলা যায় কি না ?

উ। না, কারণ, পূর্ব্বেই কারণ-শরীরকে সুষুপ্তি-অবস্থাবিশিষ্ট সপ্রমাণ করা হইয়াছে। সুষুপ্তি অর্থাৎ প্রগাঢ় নিদ্রায় যখন অবিদ্যার কোন কার্য্য থাকে না, তখনও 'তুমি' তাহার সাক্ষি-স্বরূপে বিদ্যমান থাক; অর্থাৎ তখনও জগতের সমস্ত কার্য্যই তোমাকর্ত্তৃক অনুভূত হয়, অবিদ্যাকর্ত্তৃক অনুভূত হয় না। সুতরাং 'তুমিই' উহাদের অবভাসক, 'তুমি' ভিন্ন উহাদের প্রকাশক আর কেহ নাই। অতএব 'তুমি' কারণ-শরীর হইতে পৃথক্।

প্র। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ আছে কি না ?

উ। আছে।

প্র। কি প্রমাণ ?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"বিশ্বমাত্মানুভবতি তেনাসৌ নানুভূয়তে।
বিশ্বংপ্রকাশয়ত্যাত্মা তেনাসৌ ন প্রকাশ্যতে" ॥

অর্থাৎ আত্মাই এই বিশ্ব অনুভব করিতেছেন ; এজন্য বিশ্ব কখন আত্মাকে অনুভব করিতে পারে না। 'আত্মা' এই অনন্ত বিশ্ব প্রকাশ করিতেছেন, এজন্য সেই অনন্ত বিশ্ব কখন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই 'আত্মা' এবং সেই আত্মাই তুমি। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য শঙ্করাচার্য্য স্থানান্তরে বলিয়াছেন ;—

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গে" ॥

অর্থাৎ, হে নাথ ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে, (ব্রহ্ম ও জীবে একত্ব জ্ঞান জন্মিলে) যদিচ সৃষ্টিতে ও তোমাতে কোন প্রভেদ থাকে না, তথাপি আমি তোমারই রচিত ; কিন্তু তুমি আমার রচিত নহ। যেমন সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, কিন্তু তরঙ্গের সমুদ্র কদাপি হয় না।

প্র। ব্রহ্মাত্মা পরিজ্ঞানে প্রমাণ কি ?

উ। বেদ-বাক্যই তাহার একমাত্র প্রমাণ ; যেহেতু,

শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, "বেদ-বাক্যং প্রমাণং তৎ ব্রহ্মাত্মা-বগতৌ মতং।" লৌকিক বস্তু সকল নয়নাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু 'ব্রহ্ম' কখন নয়নাদি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হন না, সুতরাং তাঁহার পরিজ্ঞান বিষয়ে একমাত্র বেদ-বাক্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বেদ-বাক্যাদি দ্বারা যে ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হয়, তিনিই 'ত্বং' শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ 'তুমি'।

প্র। মনুষ্য-শরীরকে 'ত্বং' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় কি না?

উ। না; যেহেতু উপরে তাহার যথাযথ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মনুষ্যেরা আত্মাতে দেহাদি ধর্ম্মের মিথ্যা আরোপ করিয়া কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানী হয়, এজন্য অজ্ঞানীরা 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদিরূপে শরীরাদি উপাধি স্বীকার করিয়া অভিমান প্রকাশ করে এবং তাহারাই মনুষ্য-শরীরকে 'ত্বং' শব্দে নির্দ্দেশ করে; অর্থাৎ মানুষ মানুষকেই তুমি বলে।

প্র। বেদোক্ত 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির ব্যুৎপত্তি এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

উ। তৎ+ত্বম্+অসি=তত্ত্বমসি। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। 'তৎ' পদ বলিতে কাহাকে বুঝায় ?

উ। শুদ্ধ কূটস্থ (১) অদ্বৈত পরম বস্তুকেই বুঝায়।

প্র। 'তৎ' ও 'ত্বং' এই উভয় পদের ঐক্য হইলে কি বোধ হয় ?

উ। তুমিই সেই শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরব্রহ্ম এবং শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরব্রহ্মই তুমি, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের প্রকৃতার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমিই 'ব্রহ্ম' এইরূপ অভেদ জ্ঞান হয়।

প্র। জীব কখন শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় ?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং যস্য শোকং তরত্যসৌ"। অর্থাৎ যিনি, আমিই ব্রহ্ম এই-রূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনিই শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ; শ্রুতি প্রমাণেও জানা যায় যে, আত্ম-জ্ঞানী ব্যক্তি কোনরূপ শোকে অভিভূত হন না। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন, আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেও "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য দ্বারা পূর্ব্বাপরক্রমে 'তৎ' ও 'ত্বং' এই উভয়ের একত্ব-জ্ঞান করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ, জীবের পরিজ্ঞান হইয়া সেই জীবই ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রকাশ পায়। যেহেতু, জীবের মায়াদি পরিত্যাগ হইলেই, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে।

---

(১) কূটস্থ = অনন্তকাল যিনি একরূপই থাকেন।

প্র। সে কখন ?

উ। যখন এই অসার সংসারের অলীকত্ব জ্ঞান হইয়া, আত্মব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান হয়, তখনই "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্র। এই জগৎ সৎ কি অসৎ ?

উ। ইহা নির্ব্বাচন করা বড়ই সুকঠিন ; কারণ, অহরহঃ যাহার বিনাশ দেখিতেছি, তাহাকে কিরূপে সৎ বলিয়া স্বীকার করি ? আর যাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, নিরন্তর চক্ষের উপর দেখিতেছি, তাহাকে অসৎ বলিয়াই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করি ? অতএব জগতের সত্যত্ব নিরূপণ করা বড়ই সুকঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত স্থূল বলা যায় যে, নিত্য-স্থায়ী বস্তুই সৎ, অন্যথা অসৎ (ন+সৎ)।

প্র। এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত কি ?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ; "যঃ পূর্ব্বমেক এবাসীৎ——————ত্বং কিংস্বরূপানি বস্তুতঃ"। অর্থাৎ, যিনি পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ছিলেন, এবং যিনি ইহ জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীব-স্বরূপে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই 'আত্মা' এবং সেই আত্মাই তুমি। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি একমাত্র সৎ-স্বরূপে বিদ্যমান ছিলে। তুমিই সচ্চিদানন্দময় আত্মা। তুমিই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। এই মোহ অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি নিবৃত্তি হইয়া, তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই, পুনর্ব্বার তুমি

অদ্বয়ানন্দ, শুদ্ধ, চিন্মাত্ররূপে প্রকাশ পাইবে ; জীব-ভাব পরিত্যক্ত হইলেই, আত্ম-স্বভাবরূপ সাম্রাজ্য লাভ হয়, অর্থাৎ, যাবৎ জীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসার মায়ায় অভিভূত থাকে, তাবৎ আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না ; পরে আত্মবিস্মৃতি অপনীত হইলে “আমিই ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। তুমিই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তোমাতেই কর্তৃত্বাদি আরোপিত হইয়াছিল, এখন তুমি বিচার করিয়া দেখ, বাস্তবিক তুমি কিরূপ ? যাবৎ তোমার অজ্ঞান (জ্ঞানের অবিকাশ ভাব) ছিল, তাবৎ তোমার “আমি কর্ত্তা” “আমি ভোক্তা” ইত্যাকার বোধ ছিল। এক্ষণে সে ভ্রান্তি দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং সে কর্তৃত্বাদিও অন্তরিত হইয়াছে ; সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে এখন সহজেই আপন স্বরূপ জানিতে পারিবে।

প্র। এ সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না ?

উ। শ্রুতিতে, এ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপে সেই ইতিবৃত্তটি এস্থলে বর্ণিত হইল। যথা ;—একদা গান্ধার দেশবাসী কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রজনীযোগে স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে নিদ্রা যাইতেছিল ; ইতিমধ্যে কতকগুলি ধনলোভী দস্যু, তথায় উপস্থিত হইয়া, উহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দেশান্তরে লইয়া যাইয়া তাহার অঙ্গ-স্থিত যাব-

তীয় রত্নালঙ্কার অপহরণপূর্ব্বক তাহাকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া ঘোরতর-বিপদ-সঙ্কুল কোন নিবিড় অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ যথেচ্ছা প্রস্থান করে। তৎকালে তথায় জন মানবের সমাগম না থাকায় তাহার উদ্ধারের কোন আশাও ছিল না। ঐ ব্যক্তি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত, তথায়, তদবস্থায় পতিত থাকায়, তাহার শরীর শীর্ণ বিশীর্ণ হইল; তখন সে ব্যক্তি শক্তিবিহীন হইয়া, ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া, দেশ প্রাপ্তির অভিলাষে অতি কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে, ঐ ব্যক্তি দৈবযোগে কোন একজন দয়ালু পথিকের সাহায্যে, বন্ধন-মুক্ত ও উদ্ধার হইয়া, অতি কষ্টে, বহুতর গ্রাম নগর উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার গান্ধারদেশে উপস্থিতহইল। অবশেষে, আপন গৃহে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ স্বীয় আত্মীয় বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া, সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

প্র। এই বৃত্তান্ত দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। ধনী ব্যক্তি, দস্যু-হস্তে পতিত হইয়া, যেমন অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, সেইরূপ তোমার শরীরেও অশেষ দুঃখদায়ক শত্রুগণ বাস করিতেছে। দেহাভিমানরূপ তস্কর, আত্মানন্দরূপ ধন অপহরণ করিয়া, তোমাকে নির্ধন করতঃ, অপ্রীতিরূপ দুঃখ প্রদান করিবে এবং রাগাদিরূপ শত্রু, নানাপ্রকার দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান করিবে। তুমি ব্রহ্মানন্দ লোভে উন্মত্ত হইলেও, উক্ত

শত্রুগণ তোমাকে অজ্ঞানরূপ নিদ্রার বশীভূত করিয়া, ভোগ-তৃষ্ণা-স্বরূপ রজ্জুতে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। এই সকল শত্রুরা, তস্করাদির ন্যায় সামান্য শত্রু নহে; যেহেতু তস্করাদিরা কেবল বাহ্য ধন অপহরণ করিয়া, অত্যল্প কালের জন্য ক্লেশ দেয়, কিন্তু দেহান্তর্গত শত্রুরা, আত্মানন্দরূপ অমূল্য-ধন হরণ করিয়া চিরকাল ক্লেশ প্রদান করে। তস্করেরা যেমন, গন্ধারদেশবাসীকে দূরদেশে কোন নিবিড় জঙ্গলে লইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ দেহগত ধূর্ত্ত তস্করগণও তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ হইতে বহুদূরবর্ত্তী এই সংসারারণ্যে আনয়ন করিয়াছে। তুমি, যে কিরূপ বিষম শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছ, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না; অতঃপর ইহারা তোমাকে আরও কত প্রকার ক্লেশ প্রদান করিবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই শরীরত্রয় সংমিলিত জীব-শরীরই সর্ব্ব দুঃখের নিদান এবং ইহা বাসনা-নির্ম্মিত। কর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা এই শরীরের অনুরোধেই নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। তুমিও যখন কর্ম্ম জন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ইহাতে আবদ্ধ হইয়াছ, তখন তোমাকে যে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহার কিছু ইয়ত্তা নাই। তুমি এক এক বার ঐ সকল শত্রুগণ কর্ত্তৃক এই শরীরে প্রবেশিত হইতেছ এবং এক এক বার নির্গত হইতেছ। তোমার জ্ঞান-চক্ষু আবদ্ধ রহিয়াছে, একবারও সেই ব্রহ্মানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করি-

পারিতেছ না। এইরূপে তুমি অনন্তকাল দুঃখভোগ করিবে, কোনরূপে এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। তুমি ক্রমাগত জরা, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বিকার এবং নিরন্তর দুঃখস্বরূপ নরকাদি ভোগ করিয়া বিমগ্ন ও শোকাভিভূত হইতেছ, এই অনিত্য শরীরের জন্যই, সর্ব্বদা জন্মমৃত্যু-জনিত অসহ্য ক্লেশভোগ করিতেছ, তুমি অবিদ্যা-জনিত সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানা-প্রকার দুঃখভোগ করিতেছ; কিন্তু সেই দুঃখ নিবৃত্তির কোন উপায় চিন্তা করিতেছ না এবং যাহাতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পার, তাহারও কোন উপায় লাভ করিতে পারিতেছ না। অতএব বলি, গান্ধার-দেশ-বাসী যেমন বহুকাল পরে কোন দয়ালু পথিকের সাহায্যে স্বস্থান লাভ করিয়া সুখে অবস্থিতি করিয়াছিল, তুমিও তদ্রূপ সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে বহু জন্ম ব্যাপিয়া, অনন্ত যোনিতে পরিভ্রমণ জন্য, যে সমস্ত কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, তাহার অবসান হইবে এবং সেই গুরুর কৃপায় ব্রহ্মধামে যাইতে পারিবে।

প্র। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহজগতে সদ্‌গুরু কে?

উ। বিদ্যাই সদ্‌গুরু; কারণ, যথাবিধি বিদ্যার পরিচর্য্যা করিলে, তদ্দ্বারা, অবিদ্যা দূর হইয়া বিবেক উপ-স্থিত হইবে এবং সেই বিবেকের সাহায্যে বিষয়-বৈরাগ্য করিবে,

ন্মিবে ; সুতরাং তখন তুমি ব্রহ্মপদ লাভের যথার্থ অধিকারী হইবে। ঐ সদ্‌গুরুর কৃপায় তুমি যুক্তিদ্বারা সংসারের সদসৎ বস্তু নিরূপণ করিয়া, অসদ্বস্তু পরিহারপূর্ব্বক সৎ অর্থাৎ, নিত্য বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিলেই ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে।

প্র। লৌকিক জগতে মানুষ সদ্‌গুরু হইতে পারে কি না?

উ। যাঁহাতে সেই বিদ্যার সুন্দর জ্যোতিঃ বিকাশ পায়, তিনিই সদ্‌গুরু হইতে পারেন ; অন্যথা পারে না।

প্র। বিদ্যাস্বরূপ সদ্‌গুরুর পরিচর্য্যা দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় কিরূপে?

উ। ঐ সদ্‌গুরু হইতেই জ্ঞানলাভ হয়। সুতরাং সেই জ্ঞান দ্বারাই যে অজ্ঞান দূর হইয়া ব্রহ্মলাভ হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ, ব্রহ্ম জ্ঞান-গম্য।

প্র। 'তুমি' কিরূপ? এরূপ প্রশ্নে শঙ্করাচার্য্য কি মীমাংসা করিয়াছেন?

উ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"বস্তুতো নিষ্প্রপঞ্চোঽসি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ।
নতে বন্ধবিমোক্ষৌস্তঃ কল্পিতৌ তৌ যতস্ত্বয়ি॥
ন নিরোধো নচোৎপত্তি র্ন বদ্ধো নচ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

বাস্তবিক তুমি নিস্প্রপঞ্চ, অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় তোমার কোন পরিদৃশ্যমান্ আকার নাই। তুমি স্বভাবতই নিত্য-মুক্ত, অতএব তোমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই, তোমার বন্ধন বা মুক্তি কেবল কল্পনা-মাত্র; কারণ, অলীক কল্পনা দ্বারাই আমি বদ্ধ ও আমি মুক্ত এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রুতি প্রমাণে যেরূপ জানা যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার নিরোধ, অর্থাৎ কোনরূপ বন্ধন নাই, তোমার উৎপত্তি নাই, সুতরাং তুমি বদ্ধ বা কোন কার্য্যের সাধক নহ। তুমি মুক্তি ইচ্ছুক বা মুক্ত নহ, ইহাই পরমার্থতা। বস্তুতঃ, তুমি সর্ব্ব বিষয়েই নির্লিপ্ত। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য জ্ঞানীরা বলেন ;—

"অহং দেব নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য-মুক্তঃ স্বভাবতঃ ॥"

অর্থাৎ হে দেব! আমি অন্য কেহ নহি; ব্রহ্মই আমি, আমি শোক দুঃখের ভাগী নহি, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ এবং আমি স্বভাবতঃই নিত্য-মুক্ত।

প্র। ক্রিয়াকে অদ্বৈত জ্ঞান করিবে কি না?

উ। না, কারণ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়া দ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।" অর্থাৎ সর্ব্বদা অদ্বৈত ভাবে ঈশ্বরকেই ভাবনা করিবে, কিন্তু ক্রিয়াকে

কখন অদ্বৈত জ্ঞান করিবে না। বস্তুতঃ, সদসৎ ক্রিয়াকে একরূপ জ্ঞান না করিয়া বিভিন্ন জ্ঞানই করিবে।

প্র। জীবোপাধিবিশিষ্ট আত্মাই যদ্যপি 'অহং' পদের প্রতিপাদ্য হন, তাহা হইলে সে 'অহং' এর মধ্যে প্রকার ভেদ আছে কি না ?

উ। আছে।

প্র। কিরূপ ?

উ। সত্ত্বাদি গুণ ভেদে 'অহং' এরও প্রকার ভেদ আছে।

প্র। সাত্ত্বিক 'অহং' কে ?

উ। 'অহং ব্রহ্ম,' এই জ্ঞান যাঁহাতে আছে, তিনিই সাত্ত্বিক 'অহং' পদের বাচ্য। ফলতঃ সাত্ত্বিকী 'অহং' এর নিকট এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রের যাহা কিছু কর্ম্ম, সে সমস্ত ব্রহ্মেরই কর্ম্ম, এইরূপ জ্ঞান থাকে।

প্র। জীব অপরকে চিনিতে পারে কখন ?

উ। সে যখন আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, তখনই সে অপরকে চিনিতে পারে। অন্যথা যে আপনাকে আপনি চিনিতে না পারে, সে অপরকে চিনিবে কিরূপে ? ফলতঃ যাঁহার 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে, তিনিই আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন।

প্র। বেদোক্ত "তূর্য্যাতীতং পরাৎপরমিতি শ্রুতিঃ"। এ বাক্যটির তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, পরম পরাৎপর পুরুষ যে 'ব্রহ্ম,' তিনি তূরীয় অবস্থারও অতীত।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট, কিন্তু আত্মা যখন সেই জীব-সংযুক্ত, অর্থাৎ, তিনি যখন সাক্ষি-স্বরূপে জীবে বিদ্যমান, তখন তিনি সহস্রারে অবস্থিত, এজন্য তিনিই তূরীয় অবস্থাপন্ন। ফলতঃ, 'আত্মা' যখন সৃষ্টির অতীত, তখন তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ; সুতরাং তিনি তূরীয় অবস্থারও অতীত। এজন্য বেদ বলিয়াছেন "তূর্য্যাতীতং পরাৎপরমিতি শ্রুতিঃ।" ফলতঃ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং তূরীয় এই অবস্থা চতুষ্টয় সৃষ্টি তত্ত্বেরই বিষয় ; সৃষ্টির অতীতের অর্থাৎ, নির্ব্বিকার-কল্পে, উহাদের কিছুই থাকে না।

প্র। জীব কখনও তূরীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে ?

উ। পারে।

প্র। কখন ?

উ। যখন বিদ্যাবলে অবিদ্যা, অর্থাৎ 'অহং-জ্ঞান' দূর হইয়া পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখনই পুরুষ (জীব) যোগা-বলম্বন দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া সহস্রারে উত্তীর্ণ হন। বস্তুতঃ, সেই সময়ই জীবের তূরীয় অবস্থা জানিতে হইবে।

প্র। ইহার কারণ কি ?

উ। কারণ, তৎকালে 'আত্মা' আর 'অহং' পদের প্রতিপাদ্য থাকেন না ; অর্থাৎ, সেই সময়ে তাঁহার জীবোপাধির শেষ হইয়া যায়।

প্র। জীব (জীবোপাধিবিশিষ্ট আত্মা) কখন স্বীয় পূর্ব্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন ?

উ। 'অহং জ্ঞান' তিরোহিত হইলেই পূর্ব্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তখনই তিনি 'ত্বং' এই পদের প্রতিপাদ্য হন।

প্র। তন্ত্রে যাহাকে 'পরম শিব বলেন,' তিনি কে ?

উ। তিনিই 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ আত্মা। যেহেতু, তৎকালে তিনি সাক্ষি-স্বরূপে জীবে বিদ্যমান, অথচ সহস্রারে অবস্থিত।

প্র। ইহ জগতে কে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে সমর্থ ?

উ। যে পুরুষ,সদ্‌গুরুর কৃপায় আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে আনয়ন করিয়াছে, সেই ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে সমর্থ। এজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না, সে অপরকে (ব্রহ্মকে) চিনিবে কিরূপে ?

প্র। বর্ত্তমান সময়ে, সেরূপ লোক আছে কি না ?

উ। অতি বিরল ; এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ, এখন যে জগৎ প্রলয়ের প্রমুখীন; বিশেষতঃ, অবিদ্যাতে প্রায় সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে।

প্র। 'আমি মরিব' একথাটি কি ?

উ। এটি অপলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। 'আমি' কে ? যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া 'আমি' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সে যে জীবোপাধিবিশিষ্ট 'আত্মা' বাস্তবিক আত্মার কি মরণ আছে ? 'আত্মা' অবিনাশী।

প্র। তবে মরে কে ?

উ। আমার স্থূল-শরীর।

প্র। সর্ব্ব প্রাণীতে একত্ব-জ্ঞান কিরূপে উপলব্ধি হয় ?

উ। প্রথমতঃ, পুরুষার্থ বিচার দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ, 'আমি' এই কথাটির লক্ষ্যার্থ নির্ণয় দ্বারা, সর্ব্ব প্রাণীতে একত্ব-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ।

প্র। পুরুষার্থ-বিচার কি ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'খ' আদি পঞ্চ মহাভূত এবং চেতনা, এই ছয়টি ধাতুর একত্র সমবেতকেই পুরুষ বলে। অতএব, যে যে বস্তু, প্রত্যেকে, কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, এই স্বতঃসিদ্ধ বিধি অনুযায়ী

সকল পুরুষই যে এক, ইহা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন ? কারণ সকল পুরুষই ঐ ছয়টি ধাতুর সমবেত হইতে উৎপন্ন ?

প্র। 'আমি' এ কথাটির লক্ষ্যার্থ দ্বারা কিরূপে সর্ব্ব প্রাণীতে একত্ব-জ্ঞান জন্মে ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মা যখন জীবোপাধিবিশিষ্ট তখনই তিনি 'আমি' পদের প্রতিপাদ্য হন, অতএব, জগতে 'আমি' সংজ্ঞাধারী যত পুরুষ দেখা যায়, সকলেরই মূলে সেই একমাত্র আত্মা বিদ্যমান আছেন। অতএব, উপরিউক্ত স্বতঃসিদ্ধ বিধি অনুযায়ী সকল পুরুষই যে এক, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। মন আমার বাধ্য, কি আমি মনের বাধ্য ?

উ। মন আমারই বাধ্য, আমি কিন্তু মনের বাধ্য নহি।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মাই 'অহং' অর্থাৎ আমি এই পদের প্রতিপাদ্য এবং সেই আত্মাই মনের সহিত যুক্ত হইলে, তাহার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্যথা মনের কোন ক্রিয়াই থাকে না। যেহেতু মন নিজে অচেতন, আত্মাই মনের চেতনা জন্মাইয়া দেন। অতএব মন যে, আমারই বাধ্য, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এস্থলে, 'আমার' বলিতে 'আত্মার' বুঝিতে

হইবে ; কারণ, আমি বলিতে যদ্যপি আত্মা হয়, তাহা-হইলে‘আমার’ বলিলেও, আত্মার ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। অতএব মন আত্মার অর্থাৎ আমারই বাধ্য।

প্র। সত্ত্বাদিগুণ ত্রয় এবং ইন্দ্রিয়াদিবর্গ চেতন কি অচেতন ?

উ। অচেতন।

প্র। তবে উহারা কর্ম্ম করে কিরূপে ?

উ। আত্মা উহাদের সকলেরই অধিষ্ঠাতা ; এজন্য উহারা ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়।

প্র। সে কেমন ?

উ। লৌহ অচেতন পদার্থ হইয়াও, চুম্বকের নিকটস্থ হইলে যেমন, উহার কার্য্য প্রকাশ পায়, তদ্রূপ, জীব-শরীরে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অবস্থিতি নিবন্ধন, ইন্দ্রিয়াদি অচেতন হইলেও, উহারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সূর্য্যো-দয়ে লোকসমূহ যেমন, তাঁহার কিরণে প্রকাশমান হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, কিন্তু সূর্য্য কোন কার্য্যই করেন না, তদ্রূপ, ইন্দ্রিয়সমূহও আত্মার অধিষ্ঠানহেতু, আপনারা প্রকাশিত হইয়া, চেতনাভাবে কার্য্যতৎপর হয়, কিন্তু আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, সেই নিষ্ক্রিয়ই থাকেন।

প্র। আত্মা কি কখন চঞ্চল ভাব ধারণ করেন ?

উ। কখনই না। তবে জল চঞ্চল হইলে, তন্মধ্যস্থ সূর্য্য যেমন চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ চঞ্চল

হইলে, আত্মাও চঞ্চলবৎ প্রতীত হন। বস্তুতঃ, তিনি চঞ্চল নহেন; তাঁহার কোন অবস্থান্তর নাই; তিনি চিরকালই একরূপ।

প্র। আত্মার উপলব্ধি কখন হয়?

উ। চন্দ্রকে আবরণ করিলে যেমন রাহুর প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত হইলেই তাঁহার উপলব্ধি হয়, নচেৎ, শুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিশূন্য আত্মাকে, কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। মানুষ স্বচ্ছ দর্পণে যেমন স্বীয় রূপ দর্শন করে, তদ্রূপ তাহাদের বুদ্ধি বিমল হইলে, সেই বুদ্ধি-দর্পণেও তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায়।

প্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি?

উ। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির লয় প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ, সৃষ্টির অতীতে, আত্মার যেরূপ প্রকাশিত থাকে, তাহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া কথিত।

প্র। একমাত্র 'আত্মা,' রামের আত্মা, হরির আত্মা, শ্যামের আত্মা ইত্যাদিরূপে পৃথক সংজ্ঞায় কথিত হন কেন?

উ। একমাত্র সূর্য্য, যেমন, পৃথক পৃথক জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যরূপে প্রতীত হন, তদ্রূপ, একমাত্র আত্মা, দেহাদি উপাধিতে প্রকাশিত হইলে,

দেহের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত, ঐরূপ বিভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যাখ্যাত হন।

প্র। আত্মাতে, দ্বৈত বিকল্প-জ্ঞান হয় কেন?

উ। রজ্জু, নিজে ভুজঙ্গ না হইলেও, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন, উহাতে যেমন ভুজঙ্গ-ভ্রান্তি জন্মে, তদ্রূপ আত্মাতেও অবিদ্যা-জনিত দ্বৈত-বিকল্প-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ফলতঃ, উহা ভ্রমমাত্র।

প্র। লোকে যে বলে, মনের শান্তিতে আত্মার শান্তি হয় এবং মন মুগ্ধ হইলে আত্মা বিমুগ্ধ হন, ইহার অর্থ কি?

উ। ওগুলি ব্যবহারিক কথামাত্র। কারণ, যিনি নিত্য চিদানন্দে পরিপূর্ণ, তাঁহার আবার শান্তি বা মোহ কিসের? শান্তি হর্ষাদি চিত্তেরই ধর্ম্ম।

প্র। আত্মাতে কি মলিন ভাব আছে?

উ। না; কারণ, ধূমের উর্দ্ধগতি দ্বারা আকাশকে মলিন বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ মলিনত্ব যেমন আকাশের নহে, আত্মার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই জানিতে হইবে। ফলতঃ, লোকে আত্মাতে যে বিকার কল্পনা করে, উহা আত্মার নহে, প্রকৃতিরই জানিতে হইবে। 'আত্মা', সর্ব্বথা নির্ব্বিকার এবং নির্লিপ্ত।

প্র। এক আত্মাই যখন সকল জীবে বিরাজমান, তখন, একটি জীব মলিনের ন্যায় অনুমিত হইলে, অপর জীব ঐরূপ অনুমিত হয় কি না?

উ। না; কারণ, ধূমাদি দ্বারা একটি ঘট মলিন হইলে, যেমন, অপরাপর ঘটের মালিন্য সম্ভবে না, তদ্রূপ, একটি জীব স্বীয় কর্ম্মাদি দোষে মলিনের ন্যায় বোধ হইলেও, অপর জীব সেরূপ হয় না; যেহেতু, স্ব স্ব উপাধিভূত কর্ম্মাদিই জীবকে মলিন করে।

প্র। কর্ম্মফল ভোগ করে কে?

উ। ইন্দ্রিয়াদিবর্গ। ফলতঃ, জীব উহার সাক্ষি-স্বরূপে বদ্ধ।

প্র। কারণ কি?

উ। কারণ, 'জীব' কথাটি কেবল উপাধিমাত্র।

প্র। জীব, যদি উপাধিমাত্র হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করে কে?

উ। পণ্ডিতেরা বলেন, বাক্য, শরীর, ও মন ইহারই সমস্ত কর্ম্ম করে; 'আমি' বাক্য, দেহ ও মনের অতীত পদার্থ, সুতরাং 'আমি' কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহি।

প্র। 'আত্মা' একবার প্রাকৃতিক গুণ, অর্থাৎ, মহ-তত্ত্বাদি হইতে পৃথক হইলে, কি পুনরায় তাহাতে লিপ্ত হন?

উ। না; কারণ শরের অগ্রভাগস্থ তূলারাশি বায়ু যোগে একবার উড়িয়া যাইলে, পুনরায় যেমন শরে সংলিপ্ত হয় না, এবং দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইলে, সে ঘৃত যেমন পুনরায় দুগ্ধে মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞান-যোগে

আত্মাকেও একবার মহত্তত্ত্বাদি হইতে পৃথক করিতে পারিলে, আর সে আত্মা পুনরায় তাহাতে লিপ্ত হন না।

প্র। জীবের সম্বন্ধে বন্ধের হেতু কি?

উ। বাসনা-মূলক কর্ম্মই বন্ধের হেতু।

প্র। 'আত্মা' বদ্ধ কিনা?

উ। না; আত্মার উপাধিভূত শরীরাদিই, শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য, সুখ দুঃখ দ্বারা বদ্ধ। ফলত; আত্মা বদ্ধ না হইলেও তস্করসঙ্গ নিবন্ধন, সাধু যেমন, তস্কর বলিয়া গণনীয় হন, আত্মাও তদ্রূপ শরীরাদি সঙ্গ নিবন্ধন, অর্থাৎ, শরীর-পরিগ্রহ জন্য, বন্ধের ন্যায় প্রতীত হন। ফলতঃ, যতদিন দেহ, গুণ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়ের সহিত, আত্মার সংসর্গ থাকে, ততদিন আত্মা, ভব-মায়াজালে বদ্ধবৎ প্রতীত হন।

প্র। 'জীব' নষ্ট হয় কিরূপ?

উ। যেমন, পুষ্পোদ্গমান্তে, কদলী এবং বংশাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ জীবের সম্বন্ধেও আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারিলে, নষ্ট হওয়াই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। আত্মাকে পাওয়া যায় কখন?

উ। সংস্কার-গ্রন্থি ভিন্ন হইলে, সংস্কাররাশি ছিন্ন হইলে, কর্ম্মাশয় ক্ষীণ হইলে এবং জন্মবীজ-স্বরূপ অবিদ্যা দগ্ধ-ভাবাপন্ন হইলে, পরমানন্দময় আত্মাকে পাওয়া যায়।

প্র। ইহ সংসারে, কখন শান্তভাবে অবস্থিতি করা যায় ?

"বুদ্ধ্যৈবমসত্যমিদং বিষ্ণোর্ম্মায়াত্মকং জগদ্রূপম্।
বিগতদ্বন্দ্বোপাধিক-ভোগাসঙ্গো ভবেচ্ছান্তঃ" ॥

অর্থাৎ, ইহ জগৎ মিথ্যা, ইহা বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মায়া-কল্পিত, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই দ্বৈতোপাধি এবং ভোগা-সক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত ভাবে অবস্থিতি করা যায়।

প্র। পুরুষ সংসারে থাকিয়াও, সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত নহেন কিরূপ ?

উ। যেমন, পদ্মপত্রস্থিত বারি পদ্মপত্রে সংশ্লিস্ট থাকিয়াও উহাতে পরিলিপ্ত নহে, তদ্রূপ, পুরুষ (আত্মা) সংসারে আবদ্ধ থাকিলেও, সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

প্র। সে কখন ?

উ। যখন, প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-জ্ঞান জন্মে তখন।

প্র। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম, প্রকৃতি-সম্ভব এবং পুরুষ সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়, এজন্য, পুরুষ কোন কর্ম্মেই লিপ্ত নহেন।

প্র। পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কি পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হন?

উ। কখনই না; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"হয়মেধ-শতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষাণি।
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্নচপাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ॥"

অর্থাৎ, পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও, পুণ্যভাগী হয় না এবং লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ করিলেও সে পাপে লিপ্ত হন না; যেহেতু, পাপ পুণ্য তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

প্র। তীর্থ সেবা কিসের জন্য?

উ। "পুণ্যায় তীর্থসেবা-ভাবে তু কিং কেন॥"

অর্থাৎ, পুণ্যার্জ্জনার্থ তীর্থসেবা শাস্ত্রে কথিত আছে। কিন্তু, পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তীর্থসেবা দ্বারা কি লাভ হয়? অর্থাৎ কিছুই লাভ হয় না। অতএব, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করাই, মানুষের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

প্র। এই পরিদৃশ্যমান সংসারটি কি ?

উ। এটি, কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

প্র। এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রটি কাহা কর্ত্তৃক রচিত ?

উ। স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। আত্মতত্ত্বে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের চিদ্রূপের যে সংজ্ঞা, (definition) দেওয়া হইয়াছে, স্থির বুদ্ধিতে তাহার প্রকৃতার্থ নিষ্কাশন করিলে, স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মারই চিৎশক্তি, যাহাকে শাস্ত্রান্তরে নিত্যা-প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনিই, স্বভাবতঃ সৃষ্টি-তৎপরা এবং তাঁহারই স্ব-ইচ্ছায় এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রটি রচিত হইয়াছে।

প্র। তিনি কিরূপে ইহার রচনা করিয়াছেন ?

উ। অবিদ্যাভাবে, স্বীয় মায়া-শক্তি দ্বারা রচনা করিয়াছেন।

প্র। অবিদ্যাভাবে বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

প্র। অবিদ্যা যেমন কল্পনা-প্রসূত এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রটিও তদ্রূপ কল্পনা-প্রসূত। বিশেষতঃ, স্বতঃ নিত্যা প্রকৃতির বিদ্যাভাবে তিনি আত্মারই বস্তুধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার সহিত একভাবাপন্ন। সৃষ্টি-লীলা বিস্তার জন্য, তমোগুণ দ্বারা

আপনাতে অবিদ্যা আরোপ করাই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। বস্তুতঃ, তাঁহাতে অবিদ্যাভাব ব্যতীত এ জড় জগতের উৎপত্তি নাই। তাঁহার অবিদ্যাভাবেই মায়া-শক্তি পরিচালিত। অতি পুরাকালে, মায়াবী রাক্ষস বা দানবেরা যেমন, মায়া-শক্তি দ্বারা অস্বরূপে স্বরূপ দেখাইত এবং এখন পর্য্যন্ত বাজীকরেরা যেমন মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক অস্বরূপে স্বরূপ দেখাইয়া থাকে, এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রটিও তদ্রূপ নিত্যা-প্রকৃতির মায়াজাল ভিন্ন আর কিছু নহে। ফলতঃ, রাক্ষসাদির প্রদর্শিত স্বরূপ পদার্থ (মায়ামৃগ) যেমন অনিত্য, এ বিশ্ব সংসারও তদ্রূপ অনিত্য।

প্র। কি প্রণালীতে সৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে ?

উ। প্রথমতঃ, আপনাতে তমোগুণের আরোপ দ্বারা অবিদ্যাভাব কল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, সেই অবিদ্যাভাবে সৃষ্টি-কল্পনা করিয়া, পরে মায়া-শক্তি দ্বারা সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার করা হইয়াছে। ফলতঃ, অগ্রে মনে মনে একটি কল্পনা না করিলে, কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না।

প্র। অস্বরূপে স্বরূপ দেখান কাহাকে বলে ?

উ। যেখানে আদৌ কোন বস্তুর সত্তা নাই, তথায় রকম রকম বস্তুর সত্তা দেখানকে, অস্বরূপে স্বরূপ দেখান কহে।

প্র। এই চরাচর বিশ্ব যখন প্রত্যক্ষীভূত, তখন ইহাকে মায়া-সম্ভূত অর্থাৎ অনিত্য বলা যায় কিরূপে ?

উ। এ বিশ্ব এখন যদিচ প্রত্যক্ষীভূত বটে, কিন্তু, মহাপ্রলয়ে ইহার সত্তা কোথায় ? স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতির মায়া-শক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়াইত, ইহা এখন প্রত্যক্ষীভূত ; পরন্তু বাজীকরের প্রদর্শিত, স্বরূপ পদার্থ কি প্রত্যক্ষীভূত নহে ? না, মায়ামৃগ প্রত্যক্ষীভূত ছিল না ? বস্তুতঃ, তাহারা যদ্যপি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া মায়াসম্ভূত হইতে পারে, তাহা হইলে অনন্ত নটবরের নাট্যস্বরূপ এই চরাচর বিশ্ব যে মায়া-সম্ভূত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ? তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বাজীকরের প্রদর্শিত বস্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী, কিন্তু নিত্যা-প্রকৃতি বিরচিত বিশ্ব অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী। ফলতঃ, শেষ পরিণাম উভয়েরই সমান।

প্র। সত্ত্বাদি গুণত্রয় কাহা হইতে উৎপন্ন ?

উ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবা।" অর্থাৎ, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এজন্য, স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা কহে।

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্য কি ?

উ। যথাক্রমে স্থিতি, সৃষ্টি এবং লয় করাই উহাদের

কার্য্য, অর্থাৎ, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে লয় হইয়া থাকে।

প্র। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কাহাকে বলে?

উ। পরমাণু সকলের সমষ্টির নাম সৃষ্টি; সৃষ্টির স্থায়িত্ব কালের নাম স্থিতি এবং পরমাণু সমষ্টির ব্যষ্টি-ভাবের নাম লয়।

প্র। 'সত্ত্ব' এ কথাটির ব্যুৎপত্তি কি?

উ। সৎ পদের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাঁহার যে ভাব তাহারই নাম সত্ত্ব।

প্র। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে?

উ। যে গুণদ্বারা মহত্তত্ত্ববোধক জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে।

প্র। রজোগুণ কাহাকে বলে?

উ। সামান্যতঃ, যে গুণ দ্বারা অহং-তত্ত্ববোধক জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তাহাকেই রজোগুণ বলে। বিশেষতঃ, মনু দ্বাদশাধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, যাহা দুঃখ-সমাযুক্ত, অর্থাৎ আত্মার অপ্রীতিকর এবং যাহা শরীরি-পুরুষের-বিষয়-স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে রজোগুণ বলে।

প্র। তমোগুণ কাহাকে বলে?

উ। যে গুণের মূলে অবিদ্যা বিদ্যমান তাহাকেই তমোগুণ বলে।

প্র। সত্ত্বগুণের লক্ষণ কি?

উ। সত্ত্বগুণ দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকশিত হয় এবং হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ করে।

প্র। রজোগুণের লক্ষণ কি?

উ। রজোগুণ দ্বারা অভিমান ও বিষয়ানুরক্তি জন্মে এবং পুরুষ সুখাভিলাষে ব্যগ্র হইয়া বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

প্র। তমোগুণের লক্ষণ কি?

উ। লয় হইবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকলই তমোগুণের লক্ষণ; অর্থাৎ তমোগুণ দ্বারা ভ্রান্ত-বুদ্ধি, মোহ এবং চিত্তের জড়তা জন্মে। মানুষ সকল কার্য্যেই অমনোযোগী এবং উদ্যমরহিত হয়।

প্র। সত্ত্বগুণের কার্য্য কি?

উ। মনু দ্বাদশাধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে বলিয়াছেন, বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানু-ষ্ঠান এবং আত্মচিন্তা এই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য।

প্র। রজোগুণের কার্য্য কি?

উ। মনু ঐ অধ্যায়ে ৩২শ শ্লোকে বলিয়াছেন, ফলের জন্য কর্ম্মে আসক্তি, অধৈর্য্য, নিষিদ্ধ-কর্ম্মানুষ্ঠান এবং অজস্র-বিষয়োপভোগ, এই সকল রজোগুণের কার্য্য।

প্র। তমোগুণের কার্য্য কি?

উ। লয় ভিন্ন তমোগুণের অপর কোন কার্য্য নাই।

প্র। ব্রহ্ম-বিদ্যায় অর্থাৎ নিত্যা-প্রকৃতিতে কোন্ গুণ স্বতঃসিদ্ধ ?

উ। সত্ত্বগুণই স্বতঃসিদ্ধ; যেহেতু ব্রহ্মের যে ভাব তাহাকেই যখন সত্ত্ব বলে, তখন ব্রহ্ম-বিদ্যায় ব্রহ্ম-ভাবের বিদ্যমানতাই স্বভাবসিদ্ধ।

প্র। ব্রহ্ম-বিদ্যায় অপর দুইটি গুণের বিদ্যমানতা কিরূপ ?

উ। সে দুইটি গুণ সৃষ্টি-তত্ত্বের জন্য আরোপিত, অর্থাৎ কল্পিত গুণ। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম-বিদ্যায় তিন গুণই কল্পিত। বস্তুতঃ তাহা নহে। যেহেতু, মনু বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণ জ্ঞানস্বরূপ।

প্র। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে কোন্ গুণ শ্রেষ্ঠ ?

উ। মনু দ্বাদশাধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে বলিয়াছেন, "সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্"। অর্থাৎ, সত্ত্বগুণ জ্ঞানস্বরূপ, তমোগুণ অজ্ঞানস্বরূপ এবং রাগ-দ্বেষই রজোগুণ বলিয়া কথিত।

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্বে কোন্ গুণের কার্য্য হয় ?

উ। সত্ত্ব এবং রজোগুণের কার্য্য হয়।

প্র। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত কাহার তুলনা হয় ?

উ। অন্ধকারের তুলনা হয়; এজন্য 'অজ্ঞানরূপ অন্ধকার' এইরূপ প্রয়োগ প্রায় সর্ব্বত্র শুনা যায়।

প্র। অন্ধকারের সহিত অবিদ্যার তুলনা হয় কেন?

উ। তমঃ শব্দে যেমন অন্ধকারকে বুঝায়, তমাত্মিকা বিদ্যা বলিতেও তদ্রূপ, অবিদ্যাকে বুঝায়; এজন্য অন্ধকারের সহিত অবিদ্যার তুলনা হয়।

প্র। অন্ধকার কাহাকে বলে?

উ। আলোকের অবিকাশ-ভাবের নামই অন্ধকার।

প্র। সে কিরূপ?

উ। (১) ইহ জগতে যে দিবামানে, অন্ধকার নাই, ইহা বোধ করি সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং ঐ দিবামানে যে গৃহের মধ্যে আদৌ আলোক প্রবেশ করে না, তাহাকে যে অন্ধকারময় গৃহ বলে, ইহাও সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব, আলোকের অবিকাশ ভাবের নাম যে অন্ধকার, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

২। ঐ অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে দিবামানে একটি দীপশিখা প্রজ্বলিত হইলে, যখন ঐ ঘর আলোকিত হয় এবং দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইলে, যখন ঘরটি পুনরায় অন্ধকারময় হয়, তখন আলোকের অবিকাশ ভাবই যে প্রকৃত অন্ধকার ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। ইহ জগতে অন্ধকার বলিয়া কোন বস্তু আছে কি না?

উ। না।

প্র। সূর্য্যাস্তের পরে যে অন্ধকার আইসে, সেটি কি ?

উ। উপরে যাহাকে অন্ধকার বলা হইল, এটিও সেই অন্ধকার।

প্র। তবে কি সূর্য্য অস্ত যায় না ?

উ। না; কারণ সূর্য্য ইহ জগতে নিত্য বস্তু। সূর্য্য সৃষ্টিকাল যাবৎ ঠিক্ একস্থানে একভাবে থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে কিরণ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাতে আদৌ উদয়াস্ত ভাব নাই। যদ্যপি কোন ব্যক্তি পৃথিবীর গতির ন্যায় গমনশীল হইয়া,পৃথিবী হইতে বিশ্লিস্ট-ভাবে, পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে গমন করিতে করিতে পূর্ব্ব পশ্চিমে একবার পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পৃথিবীর কুত্রাপি, সূর্য্যের সমান ভাব ভিন্ন উদয়াস্ত ভাব দেখিতে পায় না এবং কুত্রাপি অন্ধকারকেও দেখিতে পায় না। বস্তুতঃ, অন্ধকার বলিয়া যদ্যপি কোন বস্তু থাকিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে উহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত।

প্র। এতদ্দেশীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়মাত্রেই অবগত আছেন যে, বৃটিশ রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না; এ কথাটির তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীতে আদৌ সূর্য্যের অস্তভাব নাই ; পৃথিবীতে সর্ব্বত্র যখন ইংরাজের রাজত্ব বিদ্যমান আছে, তখন ব্রিটিশ রাজ্যে সূর্য্যের অস্তভাবও সম্পূর্ণ অসম্ভব ; অতএব জগতে অন্ধকার বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই।

প্র। তবে অন্ধকার এই কথাটির উৎপত্তি স্থান কোথায় ?

উ। কল্পনাই উহার উৎপত্তি স্থান ; যেহেতু মূলহীন বস্তু কল্পনা দ্বারাই উদ্ভূত হয়।

প্র। অন্ধকার যেমন কল্পনা-প্রসূত, তদ্রূপ আর কি কল্পনা-প্রসূত ?

উ। অবিদ্যা কথাটিও কল্পনা-প্রসূত।

প্র। জগৎ কল্পনা-প্রসূত কেন ?

উ। বিদ্যার অবিদ্যা ভাবে যখন ইহার উৎপত্তি, তখন ইহ জগৎ যে কল্পনা-প্রসূত হইবে তাহার বিচিত্র কি ? অতএব মানুষের কোন কল্পিত বস্তু যেমন অনিত্য, ঈশ্বরের কল্পিত জগৎও তদ্রূপ অনিত্য।

প্র। কল্পনা-প্রসূত জগৎ প্রত্যক্ষীভূত কেন ?

উ। ভ্রান্তিবুদ্ধির জন্যই প্রত্যক্ষীভূত।

প্র। তমোগুণে যে লয় ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই তাহার প্রমাণ কি ?

উ। প্রথমতঃ, তমঃস্বরূপ অন্ধকারে, অর্থাৎ রাত্রিকালে,

জীব কর্ম্মশূন্য হইয়া যে নিদ্রা যায়, অর্থাৎ মৃতকল্প পতিত থাকে, ইহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষতঃ, মৃত্যুর অবস্থাকে যে লয় বলে, ইহাও বোধ করি সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তমোগুণে কেবল লয় ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, কাল-পুরুষ শিবই তমোগুণে কল্পিত-পুরুষ। ফলতঃ, সেই শিব-স্বরূপে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংযোজনা করা হইয়াছে, তাহার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-ঘটিত অর্থ নিষ্কাশন করিলে, প্রতীয়মান হয় যে, তমোগুণে লয় ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই নাই।

প্র। মায়া কাহাকে বলে ?

উ। ভ্রান্তিবুদ্ধির নামই মায়া।

প্র। মায়ার কার্য্য কি ?

উ। অস্বরূপে স্বরূপ দেখানই মায়ার কার্য্য।

প্র। দৃষ্টান্ত কি ?

উ। মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থোক্ত রাবণের প্রদর্শিত মায়ামৃগই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বস্তুতঃ, সে মৃগ কিছুই নহে। শ্রীরামচন্দ্র কেবল ভ্রান্তিবুদ্ধিরই বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-বস্তু জ্ঞানে, ঐ অসত্য মৃগের অনুগমন করিয়াছিলেন।

প্র। মায়ার নাশ কখন হয় ?

উ। ভ্রান্তিবুদ্ধি তিরোহিত হইলেই মায়া বিনষ্ট হয়।

প্র। বেদান্ত বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা'। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদ্যপি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতির এ মিথ্যা জগৎ রচনা করিবার আবশ্যকতা কি ?

উ। সেই একমাত্র নিত্য বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহার সত্তা এবং তাঁহার অনন্ত শক্তির প্রচার করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই।

প্র। এই সৃষ্টিলীলা না থাকিলে, কি তাঁহার সত্তা প্রকাশ পাইত না ?

উ। না; কারণ সগুণের সত্তা প্রচার না হইলে, নির্গুণের সত্তা প্রকাশ পায় না; এজন্য সেই নিত্যা-প্রকৃতি স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্বের আবির্ভাব দ্বারা তাঁহার নির্গুণ-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন।

প্র। সগুণ ও নির্গুণ এই দুইটী কথার তাৎপর্য্য কি ?

উ। যাঁহাতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিদ্যমান্ তিনিই সগুণ, অন্যথা নির্গুণ।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপ ?

উ। তিনি নিত্য জ্ঞানময় বস্তু।

প্র। তাঁহাকে কিরূপে দেখা যায় ?

উ। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়; ফলতঃ যাবৎ মনু-

যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ তাঁহাকে দেখা যায় না।

প্র। তাঁহাকে নির্গুণ বলে কেন ?

উ। তিনি সত্ত্বাদি ত্রিগুণাতীত, এজন্য তাঁহাকে নির্গুণ বলে।

প্র। এ বিশ্বের স্রষ্টা কে ?

উ। সগুণ ব্রহ্মই এ বিশ্বের স্রষ্টা।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্ম ইহার স্রষ্টা নন কেন ?

উ। কারণ, সমগ্র শাস্ত্রেই তাঁহাকে নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ, এবং নির্লিপ্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছে, এজন্য তাঁহাকে ইহা স্রষ্টা বলা যায় না। বস্তুতঃ, এ বিশ্ব সগুণেরই কার্য্য নির্গুণের কার্য্য নহে, এজন্য তিনি ইহার স্রষ্টাও নহেন।

প্র। এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি ?

উ। "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্" ॥

অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের জীব আমারই সৃষ্ট ; কিন্তু আমাকে যখন সগুণ অবস্থায় জানিবে, তখনই আমি উহার কর্ত্তা। অন্যত্র, আমাকে যখন অব্যয়-স্বরূপে অর্থাৎ নির্গুণ অবস্থায় জানিবে, তখন আমি কিছুরই কর্ত্তা নহি, ইহাও জানিবে।

প্র। এতদ্দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে ?

উ। ১। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক ভিন্ন দুই 'ব্রহ্ম' নাই।

২। সেই একমাত্র ব্রহ্মাই সৃষ্টি-তত্ত্বে সগুণ এবং সৃষ্টি অতীত হইলে নির্গুণ। ফলতঃ, অবস্থাবিশেষে সত্ত্বাদি গুণত্রয় তাঁহাতেই প্রকাশ পায়।

৩। এক ব্রহ্মাই যখন সৃষ্টি-তত্ত্বে সগুণ এবং সৃষ্টি অতীত হইলে নির্গুণ, তখন সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই রূপত্রয়ের অনুকল্প, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্মে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ যে তিনটি রূপ বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের কোন সৌসাদৃশ্য আছে কি না ?

উ। আছে।

প্র। সে কিরূপ ?

উ। প্রথমতঃ, সৎ শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিলে সত্ত্ব পদ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের যে ভাব, তাহাকে সত্ত্ব বলা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নহে; যেহেতু ব্রহ্মাই সৎ পদের প্রতিপাদ্য। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের 'সদ্রূপ' হইতে যে,সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ কল্পিত হইবে,ইহার

আর বিচিত্র কি ? দ্বিতীয়তঃ, নির্গুণ ব্রহ্মের 'চিদ্রূপ' যে স্বভাবতঃই সৃষ্টি-তৎপরা, ইহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, সেই চিদ্রূপকেই শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি (চিৎশক্তি) বলিয়া বর্ণন করিয়া, তাঁহা-কেই সগুণ ব্রহ্ম সপ্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সগুণ ব্রহ্মাই রজোগুণ কল্পনা দ্বারা, সৃষ্টির জন্য ব্রহ্ম-স্বরূপে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের 'চিদ্রূপ' হইতে যে, সগুণ ব্রহ্মের রজোগুণ কল্পিত হইবে, ইহারই বা বিচিত্র কি ? তৃতীয়তঃ, নির্গুণ ব্রহ্মের 'সৎ' এবং 'চিৎ' এই দুইটি রূপ হইতে যদ্যপি সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্ব এবং রজোগুণের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট 'আনন্দ' রূপ হইতে তমোগুণ কল্পনা করা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ, সগুণ ব্রহ্মের তমোগুণ হইতে যে শিব-স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে, তাঁহাকে সকল শাস্ত্রেই সদানন্দ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের 'আনন্দ' রূপ হইতে সগুণ ব্রহ্মের তমোগুণ কল্পনা অবশ্যই যুক্তি-সঙ্গত বলিতে হইবে। ফলতঃ, নির্গুণ ব্রহ্মের রূপত্রয়ের সহিত সগুণ ব্রহ্মের গুণত্রয়ের যেরূপ সৌসা-দৃশ্য দেখা যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, একমাত্র 'ব্রহ্মাই' সৃষ্টি-তত্ত্বে সগুণ এবং সৃষ্টির অতীতে নির্গুণ।

প্র। 'ব্রহ্মের' স্বরূপ কে ?

উ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদিই ব্রহ্মের স্বরূপ।

প্র। ইঁহারা কোন্ ব্রহ্মের স্বরূপ ?

উ। যে ব্রহ্মে গুণত্রয় বিদ্যমান, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ফলতঃ, যিনি সগুণ তিনিই স্বরূপ।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। দেবীভাগবত বলিয়াছেন ;—

"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা" ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি যাঁহার নিজ ইচ্ছায় সমুৎপন্ন এবং পুনরপি যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন, তিনিই নিত্যাপ্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত।

প্র। এ সত্য আর কিসের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ?

উ। দেবীগোষ্ঠ নামক শাস্ত্রোক্ত চিত্রপট দৃষ্টে এ সত্য প্রতিপন্ন হয়।

প্র। সে কেমন ?

উ। ঐ চিত্রপটে দেখা যায় যে, আদ্যাশক্তি ভগবতী অর্থাৎ স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতেছেন। বস্তুতঃ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি তাঁহা হইতে উৎপন্ন না হইলে, তিনি মাতৃস্বরূপে বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইবেন কেন ?

প্র। 'ওঁ' এই কথাটীর ব্যুৎপত্তি কি ?

উ। "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ ॥"

অর্থাৎ, অকারের অর্থ বিষ্ণু, উকারের অর্থ শিব এবং মকারের অর্থ ব্রহ্মা। অতএব 'ওঁ' এই প্রণব দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকেই বুঝায়।

প্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীর কি প্রাকৃতিক শরীরের ন্যায় গঠিত শরীর ?

উ। না; কারণ তাঁহাদের শরীর কল্পিত, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কল্পে গঠিত। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

প্র। পৌরাণিক শাস্ত্রে যে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অতি বাহুল্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি কে ?

উ। শ্রীকৃষ্ণ সগুণ ব্রহ্মের স্বত্ত্বগুণ হইতে কল্পিত, বিষ্ণু-মূর্ত্তির স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছেন।

প্র। কেহ কেহ তাঁহাকে আদর্শ-পুরুষ বলেন কেন ?

উ। কারণ, তাঁহারা বলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীর যেরূপ আধ্যাত্মিক কল্পে গঠিত, শ্রীকৃষ্ণের শরীর সেরূপ নহে; তাঁহার শরীর (খ) আদি পঞ্চ মহাভূত এবং চেতনা, এই সমবেত ছয়টি ধাতু দ্বারা উৎপন্ন; এজন্য তিনিও পুরুষ-সংজ্ঞা বাচ্য। তবে বিশেষ এই যে, তিনি পুরুষের মধ্যে উত্তম, এজন্য তাঁহাকে পুরুষোত্তম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার শরীর প্রাকৃতিক শরীরের ন্যায় বিনাশী; কিন্তু বিষ্ণুর কল্পিত-শরীরের বিনাশ নাই। তিনি

পুরুষের মধ্যে আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন; কারণ সাধারণ শরীর অপেক্ষা তাঁহার শরীরে বিশেষ শক্তির বিদ্যমানতা ছিল।

প্র। প্রাকৃতিক শরীর কাহাকে বলে?

উ। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন শরীরের নাম প্রাকৃতিক শরীর।

প্র। প্রাকৃতিক শরীরে কয় প্রকার শক্তির বিদ্যমানতা আছে?

উ। সাধারণ শক্তি, আপেক্ষিক শক্তি এবং বিশেষ শক্তি এই ত্রিবিধ শক্তির বিদ্যমানতা আছে। বস্তুতঃ, সৃষ্টিরাজ্য সম্বন্ধে সগুণ ব্রহ্মের যে সমস্ত কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার নির্ব্বাহ জন্য ঐ ত্রিবিধ শক্তিরই আবশ্যকতা দেখা যায়।

প্র। এই ত্রিবিধ শক্তির উপরে কোন্ শক্তি?

উ। পূর্ণ শক্তি।

প্র। কোন্ কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়।

উ। সৃষ্টি-লীলা বিস্তারের জন্য, অর্থাৎ ইহ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সমাধার জন্য ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়।

প্র। সৃষ্টিরাজ্যে কোন্ পুরুষের শরীরে কোন্ শক্তির বিদ্যমানতা আছে?

উ। সাধারণ জীবের শরীরে সাধারণ-শক্তি, শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসাদি ঋষি লোকের শরীরে আপেক্ষিক-শক্তি এবং রামকৃষ্ণাদি অবতারগণের শরীরে বিশেষ-শক্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ যদি আদর্শ পুরুষই হন, তাহা হইলে, গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে সৃ -তত্ত্বের উপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিধাতৃত্ব দেখান হইয়াছে কেন ?

উ। কারণ, শাস্ত্রকর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণকে, সগুণ ব্রহ্মের সত্বগুণ হইতে কল্পিত রূপ যে বিষ্ণু, তাঁহারই স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; এজন্য সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর তাঁহারই সম্পূর্ণ বিধাতৃত্ব দেখাইয়াছেন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে, গীতার সর্ব্বত্র যে 'অহং' বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন, সে 'অহং' কোন্ 'অহং'?

উ। সাত্বিক অহং। অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্ম,' এইরূপই বুঝিতে হইবে। ফলতঃ, তাঁহার উক্ত 'অহং' বাক্যটির লক্ষ্যার্থ, 'ব্রহ্ম' ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ যদি আদর্শ পুরুষই হন, তাহা হইলে ইহ জগতে কখন্ তাঁর মত পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়?

উ। ইহ জগতে, যখন সাধারণ-শক্তি এবং আপেক্ষিক-শক্তির উপরে কোন কার্য্য করিবার আবশ্যক হয়, তখনই

তাঁহাদের ন্যায় বিশেষ-শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

প্র। এ সত্য কিসের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়?

উ। শ্রীকৃষ্ণই নিজে, গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সাধুদিগের রক্ষার্থে, দুষ্কৃতকারীদিগের বধার্থে এবং অধর্ম্ম-স্রোত নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে, আমাকে যুগে যুগে অবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। ফলতঃ, এই সকল কার্য্যের জন্য যে, ভগবানের পূর্ণশক্তি পরিচালনের প্রয়োজন হয় না, ইহা বুদ্ধিজীবিমাত্রেই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা অনুভব করিতে পারেন।

প্র। ব্রহ্ম-শক্তি কি ব্রহ্ম হইতে পৃথক?

উ। না; কারণ, সূর্য্য-তেজ বলিলে, তেজঃপদার্থ যেমন সূর্য্য হইতে বিভিন্ন হয় না এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তি বলিলে, দহিকা-শক্তি, যেমন অগ্নি হইতে পৃথক বস্তু হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি বলিলেও উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু বুঝায় না, একই বুঝায়।

প্র। জগদীশ্বর যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, তখন তাঁহার সত্তা জীবের পক্ষে কিরূপে স্বীকার্য্য?

উ। কার্য্য কারণ নির্দ্দেশে, আনুমানিক স্বীকার্য্য।

প্র। সে কেমন?

উ। ১। যেমন, কুমারসম্ভব ইত্যাদি গ্রন্থাবলী

দৃষ্টে কালিদাসের সত্তা স্বীকার্য্য, তদ্রূপ এই চরাচর বিশ্ব দৃষ্টেও জগদীশ্বরের সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

২। যেমন, কোন একটী মৃন্ময় পুত্তলিকা দৃষ্টি করিলে, অনুমান দ্বারা কুম্ভকারকে উহার নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং কোন দগ্ধ বস্তু দৃষ্টি করিলে, অগ্নিকে উহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তদ্রূপ এই চরাচর বিশ্ব দৃষ্টি করিলেও, ইহার যে একজন স্রষ্টা অথবা কারণ আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্র। সে স্রষ্টা কে ?

উ। ব্রহ্ম-শক্তি ; কারণ, অগ্নির বস্তুধর্ম্ম যেমন দহিকা-শক্তি, ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্মও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শক্তি। অগ্নির দাহিকা-শক্তির কার্য্য যেমন বস্তু দগ্ধ করা, ব্রহ্মের ব্রহ্ম-শক্তির কার্য্যও তদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করা। অতএব, ব্রহ্ম-শক্তিই যে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট জগতের কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি ?

উ। (ক) বেদ বলিতেছেন ;—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি,
তদ্বিজিজ্ঞাস স্ব তদ্ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ ॥"

অর্থাৎ, যাঁহা হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং পরিণামে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হও।

ফলতঃ, বেদোক্ত এই শ্লোকটি সগুণ'ব্রহ্মের উপরেই বুঝিতে হইবে; যেহেতু নিগুর্ণ ব্রহ্মে কোন ক্রিয়া নাই।

(খ) যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন;—

'চিদণোঃ পরমস্যান্তঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদঃ।
উদ্ভূয় স্থিতিমভ্যস্য লীয়ন্তে শক্তিপর্য্যয়াৎ'॥

অর্থাৎ, সেই সূক্ষ্ম চিদ্রূপ অণুর মধ্যে জল-বুদ্বুদের ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়া-শক্তি দ্বারা উদ্ভূত হইয়া কিছুকাল অবস্থিতিপূর্ব্বক শক্তি-বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ প্রলয়ান্তে তাঁহাতেই লয়-প্রাপ্ত হয়।

প্র। নিত্যা-প্রকৃতির মায়া-শক্তি দ্বারা এ বিশ্ব রচনা করিবার উদ্দেশ্য কি?

উ। কিয়ৎকাল যাবৎ, স্বীয় সৃষ্টি-লীলা বর্ত্তমান রাখাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, জীবমায়া অর্থাৎ ভ্রান্তি-বুদ্ধির জন্যই এই অনিত্য জগৎকে নিত্য জ্ঞান করিয়া ঘোরতর অভিমান প্রকাশ করে। অন্যথা, মায়া না থাকিলে সকলেই বৈরাগ্যের পথে ধাবমান হয়।

প্র। জগদীশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া যদ্যপি কাহারও নিকট স্বীকার্য্য না হন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে বাহ্য জগতে যে বালক গর্ভাবস্থায় অবস্থিতি কালে

পিতৃ-বিয়োগ হওয়া প্রযুক্ত, স্বীয় পিতাকে দেখে নাই, সে কি কখন তাহার পিতার সত্তা স্বীকার করিতে পারে ?

উ। কখনই স্বীকার করিতে পারে না। ফলতঃ, তাহাকে যদ্যপি স্বীয় পিতার সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই শ্রুত-জ্ঞানের উপরে আনুমানিক স্বীকার করিতে হইবে।

প্র। পরন্তু 'ক' নামক কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে থাকিতে যদ্যপি 'খ' নামক তাহার একটি পুত্র জন্মে, তাহা হইলে সে 'খ' কি সত্যপাঠ করিয়া বলিতে পারে যে, 'ক' আমার জন্মদাতা ?

উ। কখনই না; কারণ, 'ক' যে তাহাকে জন্ম দিয়াছে, সে ত তাহা চক্ষে দেখে নাই। প্রকৃতপক্ষে 'ক' যে 'খ' এর জন্মদাতা, একথা সত্যপাঠ করিয়া বলিতে হইলে 'খ' এর গর্ভধারিণী ভিন্ন অপর কেহই বলিতে পারে না; এজন্য আবহমান কাল, কেবল শ্রুত-জ্ঞানে অনুমানের উপর পিতা-নির্ণয় হইয়া আসিতেছে। অতএব, জন্মদাতা পিতাকে চক্ষে না দেখিলেও যদ্যপি তাহার সত্তা আনুমানিক স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে জগৎ-পিতার সত্তাই বা আনুমানিক স্বীকার্য্য বিষয় না হইবে কেন ?

প্র। যদি কেহ বলেন যে, জীবের স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই জন্মদাতা পিতার সত্তা নির্ণয় হয়; তাহা হইলে

জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই জ্ঞান দ্বারা কি জগদীশ্বরের সত্তা নির্ণীত হইতে পারে না ?

উ। অবশ্যই হইতে পারে, যেহেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম' জ্ঞান-গম্য।

প্র। লোকের মুখে শুনিয়া, অর্থাৎ, শ্রুত-জ্ঞানের উপরে যদ্যপি স্বীয় জন্মদাতা পিতার সত্তা নির্ণীত হয়, তাহা হইলে বেদ, যাহা আবহমানকাল-শ্রুতি নামে গুরু-পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, সেই বেদ দ্বারা কি ব্রহ্ম নির্ণয়-হয় না ?

উ। অবশ্যই হয় ; যেহেতু, আত্ম-তত্ত্বের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা দ্বারা যেমন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদ দ্বারাও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব, বাহ্য চক্ষে না দেখিলেও, জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা যে, ব্রহ্মের সত্তা নির্ণীত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্র। ঈশ্বর-নির্ণয় সম্বন্ধে যদি কেহ এমনও বলেন যে, জগৎ, স্বভাবের শক্তি দ্বারাই আপনাপনি উৎপন্ন হইয়া আপনা হইতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অথবা যে কালপ্রভাবে ইহার উৎপত্তি হয়, সেই কালেই আবার লয় হওয়া, স্বতঃ-সিদ্ধ নিয়ম ; অতএব, ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার্য্য নহে। ইহারই বা উত্তর কি ?

উ। ইহাই যদ্যপি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, স্বভাবের যে শক্তি দ্বারা জগৎ আপনাপনি উৎপন্ন

হইতেছে, সেই 'শক্তি'ই ব্রহ্ম। অথবা যে কাল প্রভাবে আপনা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, সেই কালই অখণ্ড অনন্ত 'ব্রহ্ম'। ফলতঃ, যিনি যাহাই বলুন না কেন, সকলে-রই মূলে শক্তি নিহিত আছে; শক্তি ভিন্ন জগতে কাহারও কোন কার্য্য নাই; এমন কি, শক্তি ভিন্ন কি মানুষ, কি পশুপক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট জীব কাহারও অস্তিত্ব নাই। অতএব, শক্তিই যে সৃষ্ট জগতের মূল, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

প্র। জীবে শক্তি ও চৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ?

উ। শক্তি জীব সৃষ্টি করিলে, চৈতন্যকে সঙ্গে সঙ্গেই জীবে প্রবেশ করিতে হয় এবং শক্তি জীব-দেহ পরিত্যাগ করিলে চৈতন্যও সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে প্রস্থান করেন।

প্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি কোন্ রূপ?

উ। সকলেই প্রকৃতি-রূপ, যেহেতু, তাঁহারা যখন সগুণ ব্রহ্মেরই কল্পিত-রূপ, তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃতি-রূপ ভিন্ন আর কি বলা যায়?

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্বে সর্ব্বাগ্রে কোন্ ব্রহ্মের পূজনীয়তা স্বীকার্য্য?

উ। সর্ব্বাগ্রে সগুণ ব্রহ্মেরই পূজনীয়তা স্বীকার্য্য।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। যে কারণে মানুষ কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির জড়া-ত্মক শরীরের প্রশংসা না করিয়া কেবল তচ্ছরীরস্থ

বিদ্যারই প্রশংসা করে, যে কারণে কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রশংসা না করিয়া কেবল তদ্দেহস্থ শক্তিরই প্রশংসা করে, সেই কারণেই শাস্ত্রকর্ত্তারা জগদীশ্বরের শক্তি, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় সমাধা হইতেছে, তাঁহারই পূজনীয়তা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করেন। কারণ, এই সৃষ্টি রাজ্যে তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই মাতা এবং তিনিই পিতা। তিনিই আপনাতে ব্রহ্ম-রূপ কল্পনা দ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু রূপ কল্পনা দ্বারা পালন করিতেছেন এবং শিব-রূপ কল্পনা দ্বারা ইহার সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহারই নিজ ইচ্ছায় পরমাণুপুঞ্জ কখন সমষ্টিতে পরিণত হইয়া অলীক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি দেখাই-তেছে, কখন বা ব্যষ্টিতে পরিণত হইয়া ইহার লয় ঘোষণা করিতেছে। ফলতঃ, তিনিই জীবসমূহকে মায়া, অর্থাৎ ভ্রান্তি-বুদ্ধি দ্বারা এরূপ জড়ীভূত করিয়া রাখিয়া-ছেন যে, জীব কোনক্রমেই এই ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের অলীকত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। ফলতঃ, এই সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের কোন সংস্রবই নাই।

প্র। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সেই শক্তি, অর্থাৎ স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতিকে কালীরূপে বর্ণন করিয়াছে কেন?

উ। অবচ্ছেদ-রহিত স্বতঃ-নিত্য কালই এ জগতের নিয়ন্তা। কালেই ইহার উৎপত্তি, কালেই ইহার স্থিতি এবং

সেই কালেই ইহার লয় সমাধা হইতেছে। জগতে, তৃণগুল্ম হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অখণ্ড অমোঘ-বীর্য্য কালেরই অধীন। জগতে কেহই সেই কালের অব্যর্থ নিয়মকে অতিক্রম করিয়া আত্মপরাক্রমে কার্য্য করিতে পারে না। এজন্য, শাস্ত্রকর্ত্তারা সেই কালকে প্রকৃতি পুরুষ ভেদে নানাবিধ কল্পিত-আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণন করিয়া থাকেন। ফলতঃ, সেই কালই অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম, শাস্ত্রে তাঁহাকেই পুরুষরূপাত্মক শিব এবং প্রকৃতি-রূপাত্মক কালীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কাল-রূপা কাল-কামিনী পরব্রহ্মেরই ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপা। তিনিই কালবশে এই জগদ্রূপের সৃষ্টিকারিণী এবং অখণ্ড-দণ্ডায়মানা। তিনিই অখিলার্থ সাধনাভিপ্রায়ে ক্রিয়া-শক্তিরূপে পালন-তৎপরা এবং অনন্ত কাল যাবৎ স্বীয় লীলাভাস বিনাশ জন্য সুপ্রখরা কালরূপিণী হইয়া থাকেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি তাঁহাতেই বিদ্য-মানা। বস্তুতঃ, সেই কালস্বরূপা স্বতঃ-নিত্যা প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্ব আপনা হইতেই উৎপন্ন এবং আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয়। ইহাতে অন্য সাধনার আবশ্যকতা থাকে না।

প্র। যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি এ কথাটির তাৎপর্য্য কি?

উ। এক পক্ষে, জগৎ যে কালপ্রভাবে উৎপন্ন,

স্থিতিকাল পরে সেইকালেই আবার লয়প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে, যে তমোগুণ দ্বারা ব্রহ্ম-বিদ্যায় অবিদ্যাভাব কল্পিত হইয়া, তদ্দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্ররূপ জগতের উৎপত্তি হয়, সেই তমোগুণেই আবার কর্ম্মনাশ হইয়া জগতের লয় সমাধা হয়। ফলতঃ, আত্ম-তত্ত্বে ৩৬ পৃষ্ঠায় যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি, এ কথার যথার্থ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

প্র। শিব যে কাল পুরুষ তাহার প্রমাণ কি ?

উ। "মহাকালো জগৎকর্ত্তা পুরাণপুরুষঃ শিবঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথো ভগবান্ কালপুরুষঃ" ॥

অর্থাৎ, শিবই মহাকাল, জগৎকর্ত্তা এবং আদিপুরুষ। ভগবান্ বাসুদেব এবং জগন্নাথ ইঁহারাও কাল-পুরুষ বলিয়া উক্ত।

প্র। বেদের উৎপত্তি কোথায় হইতে ?

উ। মহানির্ব্বাণ প্রলয়কালে, 'শক্তি'ই মূল 'ব্রহ্ম' ছিলেন। সৃষ্টিকালে তিনি তেজ, জল, অন্ন সৃষ্টি করিয়া স্বয়ংই গায়ত্রী হইয়া নির্ব্বিকারাংশ পরম ব্যোমস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর হন। তদনন্তর, তাঁহারা দুই একত্র সংমিলিত হইয়া প্রথমতঃ, পরমা-বিদ্যা, অর্থাৎ পরম বিদ্যা-শ্রয় সদাশিব বেদান্ত-পুরুষ হন; তৎপরে অপরা-বিদ্যা ঋগ্-বিদ্যাদি চারি বেদ-বিদ্যাশ্রয় করেন। সেই চারি-

বিদ্যাশ্রয় চারি পুরুষ হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, উপরিউক্ত পঞ্চ-ব্রহ্মাই পুরুষরূপ ধারণপূর্ব্বক কালপুরুষ হরি, অর্থাৎ, মহাবিষ্ণু হয়েন।

প্র। এতদ্দারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। সৃষ্টি-তত্ত্বে 'শক্তি'ই মূল ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তিনিই বেদ মাতা গায়ত্রী, অর্থাৎ বেদ এবং বেদান্ত তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। ফলতঃ, তিনিই সৃষ্টি-তত্ত্বের ঈশ্বর।

প্র। শক্তির প্রাধান্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না?

উ। বহুতর আছে; তন্মধ্যে নিম্নে দুই চারিটীর বিষয় বর্ণিত হইল।

(ক) এতদ্দেশীয় প্রায় সকল লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু, তিনি সত্ত্বগুণ-সম্ভূত বিষ্ণুরই স্বরূপমূর্ত্তি। বিশেষতঃ, শাস্ত্রে বিষ্ণুকেই কাল-পুরুষ হরি বলিয়া বর্ণন করিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি কাল-পুরুষ হরিরই স্বরূপমূর্ত্তি হন, তাহাহইলে এক জন সামান্য ব্যাধের হস্তে তাঁহার মৃত্যু-সংঘটন হইবার কারণ কি? বস্তুতঃ, এতদ্দারা শক্তির প্রাধান্য দেখানই শাস্ত্র-কর্ত্তাদের অভিপ্রেত; যেহেতু, প্রভাস-যজ্ঞের পর শক্তি-স্বরূপা রাধা অগ্রেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে

গমন করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ শক্তিহীন হওয়াতেই ব্যাধ তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হয়।

(খ) অর্জ্জুনও পুরাণ পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় বীর, জগতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যেহেতু, তাঁহাতেও নারায়ণী-শক্তির বিদ্যমানতা ছিল। কিন্তু, রাধার বৈকুণ্ঠে যাওয়ার পর নারায়ণী-শক্তির অভাবে তিনিও শক্তিবিহীন হইয়াছিলেন, এজন্য তাহার হস্ত হইতে যদুকুল-ললনাগণও দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহার গাণ্ডীব উত্তোলন করিবারও শক্তি ছিল না।

(গ) কোন সময়ে অন্নদা ছলনা দ্বারা জগতের শক্তি হরণ করাতে অনাদি-নিধন শিবও জীব-নিকরের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া অন্নদারই শরণাপন্ন হন। বস্তুতঃ, তাঁহার নিজের কোন শক্তি থাকিলে তিনি অন্নদার শরণাপন্ন হইবেন কেন?

(ঘ) রাবণবধ-ব্যাপারে আদ্যাশক্তি ভগবতী যখন রাবণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীরামচন্দ্রকেও রাবণবধ-সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে বিভীষণের পরামর্শে অকাল-বোধন দ্বারা ভগবতীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি যখন রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন, তখনই শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফলতঃ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের যদ্যপি নিজের কোন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভগবতীর আরাধনা করিবেন কেন ?

(ঙ) প্রবাদ আছে, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যও প্রথমে শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। পরে আদি-শক্তি ভগবতী কোন সময়ে তাঁহার শক্তি আকর্ষণ করিয়া ছলনা দ্বারা কাশীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহাকে দর্শন দিলে, শঙ্করাচার্য্য বড়ই পিপাসার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট একটু জল প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে ভগবতী বলেন, "বৎস! তুমি জলের এত সন্নিকটে বসিয়া আছ যে, নিজেই অনায়াসে জল উত্তোলন করিয়া পান করিতে পার, আমার নিকট জল প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি ?" ইহাতে শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মা! আমার জল উত্তোলন করিবার শক্তি নাই।" তদুত্তরে ভগবতী বলেন, তবে বৎস "তুমি কি শক্তি মান" ? তখন শঙ্করাচার্য্য কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া শক্তির অস্তিত্ব এবং প্রাধান্য স্বীকার করিলে, ভগবতী তাঁহার শক্তি পুনঃ প্রদান করেন।

(চ) শাস্ত্রে গৌরী, কমলা, লক্ষ্মী, সীতা, দ্রৌপদী ইত্যাদি সকলকেই অযোনি-সম্ভবা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা সকলেই আদি প্রকৃতির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু রাম কৃষ্ণাদি

অবতারবর্গকে যোনি-সম্ভব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তিরই প্রাধান্য সপ্রমাণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, জগতে স্বরূপ পদার্থমাত্রেই যে শক্তি (নিত্যা-প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। ইহজগতে শরীরী পুরুষ কাহা হইতে উৎপন্ন এবং কাহার শক্তি দ্বারা পরিচালিত ?

উ। সগুণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন এবং তাঁহারই শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

প্র। পুরুষ কি আত্মপরাক্রমে কোন কার্য্য করিতে পারে ?

উ। না ; কারণ যে শক্তির বলে পুরুষের পরাক্রম, সেই শক্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য করিবার সাধ্য কি ?

প্র। প্রভাস যজ্ঞের পর রাধার অগ্রে বৈকুণ্ঠে যাইবার উদ্দেশ্য কি ?

উ। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উভয়েই দেহী হইয়া আত্মপরাক্রমের জন্য আত্মাভিমানী ছিলেন ; এজন্য তাঁহাদিগকে শক্তির প্রাধান্য শিক্ষা দিবার জন্যই রাধা (আদিশক্তি) পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

প্র। এ বিশ্ব-সৃষ্টির প্রধান উপাদান কি ?

উ। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতই প্রধান উপাদান।

প্র। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে সূক্ষ্মতম কোনটি ?

উ। আকাশই সূক্ষ্মতম।

প্র। ইহ জগতে প্রথম শরীরী পুরুষ কে ?

উ। "ব্রহ্মাই" প্রথম শরীরী পুরুষ।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥৮॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে ॥১১॥

অর্থাৎ, প্রথমতঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট জলে তাঁহার শক্তি-বীজ অর্পিত হইলে, সেই বীজ হইতে সুবর্ণ নির্ম্মিতের ন্যায় এবং সূর্য্যসন্নিভ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ডের উৎপত্তি হয়। তদনন্তর, ঐ অণ্ডমধ্যে সর্ব্বলোকের জনক ব্রহ্মাই স্বয়ং শরীর পরিগ্রহ করেন। যে পরমাত্মা সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই কারণ, যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, যাঁহার নাশোৎপত্তি নাই, যিনি সৎপদের প্রতিপাদ্য এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎ শব্দেও বাচ্য হন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষই, ইহলোকে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত আছেন।

প্র। ব্রহ্মা হইতে কিরূপে জগতে লোক-সৃষ্টি হইয়াছিল ?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্ যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্যাং স্বয়মাবিশৎ ॥২৯॥
দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাংস বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩২॥
তপস্তপ্ত্বা সৃজৎ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৩॥

অর্থাৎ, প্রথম শরীরী পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় শরীর হইতে মহদাদি তত্ত্ব (১) উঠাইয়া তাহাদিগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ পরস্পর সংযোগ করতঃ, অসংখ্য লিঙ্গ-শরীরের সৃষ্টি করেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে ক্রূরত্ব অক্রূরত্ব, মৃদুত্ব, তীক্ষ্ণত্ব, হিংস্রত্ব, অহিংস্রত্বাদি স্বভাব প্রদান করিয়া স্বেদ, উদ্ভিদ্, অণ্ড এবং জরায়ু এই চতুর্ব্বিধ যোনির সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে স্বেদ যোনি হইতে কীটবর্গ, উদ্ভিদ্ যোনি হইতে বৃক্ষলতাদি, অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদি এবং জরায়ু হইতে মনুষ্যাদি জীবগণের উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঐ চতুর্ব্বিধ যোনি আবার দেবযোনি নরযোনি এবং তির্য্যগ্‌যোনি এই ত্রিবিধ যোনিতে

(১) মহত্তত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব।

বিভক্ত হইলে, ব্রহ্মা স্বয়ং দুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। যথা,—অর্দ্ধদেহ পুরুষ এবং অর্দ্ধদেহ প্রকৃতি। তদনন্তর তাঁহা হইতে সর্ব্বাগ্রে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়। বিরাট পুরুষের আবির্ভাবের পর স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। ঐ মনুই জগতীস্থ মানবকুলের আদি পুরুষ।

প্র। বিরাট পুরুষের রূপ কি প্রকার ?

উ। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু দেখা যায়, সে সকলের সমষ্টিই বিরাটরূপ ; যেহেতু এখানে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, পর্ব্বত. নদী, সমুদ্র, স্থাবর, জঙ্গমাত্মক যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই বিরাট শরীরের অন্তর্নিহিত।

প্র। বিরাটের পর মনুর উৎপত্তি দ্বারা কি জ্ঞান উপলব্ধ হয় ?

উ। এতদ্দ্বারা এই জ্ঞান উপলব্ধ হয় যে. ইহ-জগতে অগ্রে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির পর শেষ কালে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্র। বিরাট হইতে পরম্পরাক্রমে কিরূপে মনুষ্যের উৎপত্তি হয় ?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করেন, আমিই সেই মনু ; ৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, আমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়া পরে সৃষ্টি-

পারদর্শী মরীচ্যাদি দশ জন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম। ৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ এবং পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। এই রূপে জগতে লোক সৃষ্টি হইয়াছিল। .

প্র। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিজ শরীরে দুই মূর্ত্তি ধারণ দ্বারা কি জ্ঞান উপলব্ধ হয়?

উ। প্রথমতঃ, জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি যে একই বস্তু, ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিই যে জগদ্রূপের সৃষ্টিকারিণী, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কর্ম্মকাণ্ডে স্ত্রী পুরুষ দুই বিভিন্ন দেহ হইলেও তাহারা উভয়েই যে এক, ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। ফলতঃ, লৌকিক জগতে এই সত্য প্রতিপাদন জন্য বৈদিক বিবাহ দ্বারা স্ত্রী পুরুষকে একাত্মীকৃত করিয়া দেয়।

প্র। লৌকিক জগতে যত বিভিন্নদেহী পুরুষ এবং বিভিন্নদেহী স্ত্রী দেখা যায়, তাহাদের পরস্পারের সম্বন্ধ কি?

উ। একত্ব-সম্বন্ধ; অর্থাৎ বিভিন্নদেহী পুরুষমাত্রেই এক পুরুষ এবং বিভিন্নদেহী স্ত্রীমাত্রেই এক প্রকৃতি; অথচ ঐ দুই পুরুষ প্রকৃতি উভয়েই এক; বিভিন্ন নহে।

প্র। লৌকিক জগতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে একত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার প্রমাণ কি?

উ। ব্যাসসংহিতা বলিয়াছেন ;—

"পাটিতোঽয়ং দ্বিজঃপূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভুবন্নিতি শ্রুতিঃ॥
যাবন্নবিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধং ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে পূর্ণঃ প্রজায়েতেত্যপিশ্রুতিরিতি॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণেরা ব্রহ্মার সহিত এক দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন। পরে ব্রহ্মা উহাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে বিভিন্ন করিয়া পুরুষ-প্রকৃতিরূপে (অর্থাৎ অর্দ্ধদেহ পুরুষভাব এবং অর্দ্ধদেহ প্রকৃতিভাব) সৃষ্টি করেন। ফলতঃ, যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষ দারপরিগ্রহ না করে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা অর্দ্ধদেহই থাকে; পরে দারপরিগ্রহ করিলে, দুইটি অর্দ্ধদেহ একত্র সংমিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ দেহ হয়। ফলতঃ, এই সত্য প্রতিপাদন জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে, হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। লৌকিক জগতেও পুরুষের পত্নী বিয়োগ হইলে তাহারা যে এক দুই বা ততোধিক দারপরিগ্রহ করে, তন্মধ্যেও ঐ উদ্দেশ্যই নিহিত থাকে।

প্র। সৃষ্টির মূলের বিষয় কি ?

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্বর্ণ একচ॥

অর্থাৎ, সৃষ্টির মূলের বিষয় যথা ; বেদই কেবল এক-মাত্র শাস্ত্র, সকল বাক্যের মূলস্বরূপ ওঁ এই একমাত্র প্রণব, দেবসমূহের মধ্যে কেবল একমাত্র নারায়ণ (ব্রহ্ম), চতুর্বিবধ অগ্নির মধ্যে কেবল একমাত্র অগ্নি এবং চতুর্বর্ব-র্ণের মধ্যে কেবল একমাত্র বর্ণ, এই সকলই মূল বিষয়।

প্র। চলিত ভাষায় যাহাকে বিদ্যা বলে, সে বিদ্যা কি ?

উ। সে বিদ্যা বলিতে শাস্ত্রানুশীলনকেই বুঝায়। বস্তুতঃ, শাস্ত্রানুশীলনরূপ বিদ্যাই পরমা-বিদ্যার অনুকল্প ; যেহেতু অনুকল্প বিদ্যার পরিচর্য্যা দ্বারাই অবিদ্যা দূর হইয়া পরমা-বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকাশ পায়।

প্র। শাস্ত্র কাহাদের প্রণীত ?

উ। তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী ঋষিদের প্রণীত।

প্র। শাস্ত্রের মূলে কি আছে ?

উ। জ্ঞান এবং যুক্তি নিহিত আছে।

প্র। যুক্তির আবশ্যকতা কি ?

উ। যুক্তি ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না। যেহেতু, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ;—

"যুক্তিমূলং মহাভাবং যুক্তিমূলং হি সাধনম্।
যুক্তিক্রমেণ কালেন সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ" ॥

রুদ্রযামল ॥

বিশেষতঃ, মনে করিলেই কোন কার্য্য হয় না ; উপায় অবলম্বন করা চাই ; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে, "উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ"। কিন্তু সে উপায়ও যুক্তি-সাপেক্ষ।

প্র। মনুষ্য জীবনের মুখ্য বিষয় কি ?

উ। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম এবং মুক্তি।

প্র। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি ?

উ। উহারা এক জননী-গর্ভজাত সহোদরের ন্যায় একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অর্থাৎ উহারা পরস্পরে কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না।

প্র। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কোন্‌টির আবশ্যকতা আছে ?

উ। জ্ঞানেরই আবশ্যকতা আছে। যেহেতু, জ্ঞানোপার্জ্জন হইলে, মানুষ তদ্দারা স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়া যাহার পর যেটি কর্ত্তব্য, সেটি সম্পন্ন করিয়া শেষ জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূল ; জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের সকল কার্য্যই বৃথা।

প্র। উপরি উক্ত কার্য্যচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টির জন্য কোন্ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে ?

উ। "বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে, ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ"।

অর্থাৎ, বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, যৌবনে ধনদারাদি উপার্জ্জন করিবে, প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া ভগবৎ প্রেম লাভ করিবে এবং চতুর্থে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে সংসার পরিহার-পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা মোক্ষপদ লাভ করিবে।

প্র। মানুষের সম্বন্ধে আশ্রম কয়টি ?

উ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্র। কোন্ আশ্রমের জন্য কোন্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে ?

উ। ব্রহ্মচর্য্যে বিদ্যোপার্জ্জন, গার্হস্থ্যে ধনদারাদি উপার্জ্জন, বানপ্রস্থে ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং সন্ন্যাস আশ্রমে মুক্তি।

প্র। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত কি অন্য কোন উপায়ে জ্ঞানোপার্জ্জন হয় না ?

উ। সদ্‌গুরুর স্বরূপ, কোন গুরুর নিকট নিরন্তর অবস্থানপূর্ব্বক ক্রমাগত উপদেশ লইতে লইতেই জ্ঞানোপার্জ্জন হয়। অতএব যে কোন উপায়েই হউক, জ্ঞান-লাভের জন্যই মনুষ্যের পক্ষে গুরুকরণের একান্ত আবশ্যকতা আছে, ফলতঃ গুরু, জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া না দিলে, আজীবন অবিদ্যাস্বরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে হয়।

প্র। তত্ত্ব-জ্ঞান কাহাকে বলে ?

উ। জীব ও ব্রহ্মে একত্ব-জ্ঞানের নামই তত্ত্ব-জ্ঞান।

প্র। কিরূপে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়?

উ। যথারীতি বিদ্যাস্বরূপ সদ্‌গুরুর পরিচর্য্যা দ্বারা অবিদ্যা দূর হইলেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়।

প্র। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম ও মুক্তি ইহাদের মধ্যে কোনটি ত্যাজ্য কি না?

উ। কোনটিই ত্যাজ্য নহে; যেহেতু মনু ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ব্রজত্যধঃ" ॥

অর্থাৎ, দ্বিজাতিরা বেদাধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদ্যপি মোক্ষ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উহাদিগকে নরকে গমন করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম এবং মুক্তি ইহাদের মধ্যে কোনটি ত্যাজ্য নহে।

প্র। সংসার-বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্মান্বেষণ করিতে পারে কি না?

উ। না, কারণ ব্রহ্মান্বেষণ সংসারীর ক্রিয়া নহে, অসংসারীর ক্রিয়া, সেজন্য মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অসংসারীর ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না; কারণ অনিত্যের সংসর্গদোষে নিত্যেরও স্বভাব নষ্ট হয়। প্রথমতঃ,

কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন (১) দ্বারা ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিলে, স্বভাবতই কর্ম্ম রহিত হইয়া যায় ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানও তখন অনায়াস-লভ্য হইয়া পড়ে।

আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের পূর্ব্বাচার্য্য স্বর্গীয় রামমোহন রায় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যথার্থ ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপলব্ধি হইলে কর্ম্মকাণ্ডের তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড সাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, উহা কোনমতে ত্যাজ্য নহে। যেহেতু, সকাম সাধনার নাম ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা এবং নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে। তদর্থে তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। ফলতঃ, বেদের মর্ম্ম এই যে, যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবে তাবৎ গার্হস্থ্য-

(১) ক। শম—ঈশ্বরের শ্রবণ মননাদি ব্যতিরেকে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ।
খ। দম—বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ।
গ। উপরতি—বিহিত কার্য্যের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ।
ঘ। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি সহ্য।
ঙ। সমাধান—ঐশ্বরিক বিষয়ে আকৃষ্ট মনের একাগ্রতা।
চ। শ্রদ্ধা—গুরূপদেশ এবং বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন।

ধর্ম্মে থাকিবে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে, অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য বোধ হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিহার করিয়া দণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। যেহেতু, ঋগবেদের অনুক্রমণিকাতে লিখিত আছে,— "ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংসস্যৈব ধর্ম্মঃ", অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনুষ্ঠান কেবল পরমহংসেরই ধর্ম্ম। অতএব অসংসারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান সংসার-দোষ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে।

প্র। বেদের উদ্দেশ্য কি ?

উ। বেদের উদ্দেশ্য, সৃষ্টির অতীতে "ব্রহ্ম" নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির সম্বন্ধে "ব্রহ্ম" সগুণ। সৃষ্টি-তত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম-স্বরূপেই জীবের অধিকার ; এজন্য, জীবের সম্বন্ধে কর্ম্মকাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, অর্থাৎ মানুষ যখন সৃষ্টির জীব, তখন তাহাদের সম্বন্ধে সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা আবশ্যক। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য শ্রুতিতে যেমন নির্গুণ-তত্ত্বের কথা আছে, তদ্রূপ সগুণ-তত্ত্বেরও কথা আছে।

প্র। সংসারীর পক্ষে ব্রহ্মান্বেষণ সম্বন্ধে অপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

উ। মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ॥ ৯৪ ॥

অর্থাৎ, সংসারী ব্যক্তির বিষয়-বাসনা বড়ই বলবতী, বিষয়োপভোগ দ্বারা কামনার কখনই শান্তি হয় না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতরই হয়, সুতরাং অসংসারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান সংসারীর প্রাপ্য নহে।

"সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা" ॥
যোগবাশিষ্ঠ ॥

অর্থাৎ, সংসার-বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি, আমি ব্রহ্মজ্ঞ, অর্থাৎ আমার ধর্ম্মকর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া যদ্যপি ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়ই নষ্ট হয় এবং জ্ঞানীরা তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

প্র। তবে কি কেহ কর্ম্মত্যাগী হইবে না?

উ। হইবে।

প্র। কে হইবে?

উ। যে ব্যক্তি সংসার-বিষয়ে আসক্ত নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য-ভাবাপন্ন, সেই ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে।

প্র। আশ্রমের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?

উ। গার্হস্থ্য আশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্র। কেন?

উ। যে কর্ম্মের জন্য বিদ্যাস্বরূপা পরমা-প্রকৃতিকে অবিদ্যা-ভাবাপন্ন হইতে হইয়াছে, যে কর্ম্মের জন্য নিষ্ক্রিয় আত্মাকে ক্রিয়াযুক্ত হইতে, অর্থাৎ শরীর-পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া মানুষ সেই সমস্ত কর্ম্ম রক্ষা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রম।

প্র। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন?

উ। রাজর্ষি জনক।

প্র। কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড কাহাকে বলে?

উ। বাহ্য জগতের কার্য্যকে কর্ম্মকাণ্ড এবং অন্তর্জগ-তের কার্য্যকে জ্ঞানকাণ্ড কহে।

প্র। মানুষ কি উপায়ে জ্ঞানকাণ্ড নির্ণয় করিতে পারে?

উ। কর্ম্মকাণ্ড দৃষ্টি করিয়া জ্ঞানকাণ্ড নির্ণয় করিতে পারে।

প্র। সে কেমন?

উ। কর্ম্মকাণ্ডে, যেমন কোন একটি অন্ধকারময় কৃত্রিম গৃহেব মধ্যে আলোক প্রজ্বলিত হইলে, সেই গৃহের অন্ধকার নষ্ট হইয়া তন্মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থই দৃষ্টি-পথে পতিত হয়, জ্ঞানকাণ্ডেও তদ্রূপ জীব-দেহরূপ প্রাকৃতিক গৃহে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকশিত হইলেও সেই

গুহাভ্যন্তরস্থ অবিদ্যাস্বরূপ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া তন্মধ্যস্থ নিত্য-বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

প্র। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের কারণ কি?

উ। বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময় বৈরাগ্য-ধর্ম্মের স্রোতঃ এতই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তৎকালে শঙ্করের আবির্ভাব না হইলে সনাতন ধর্ম্ম এত দিন এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইত. এজন্য সেই সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্র। বৈরাগ্য-ধর্ম্ম প্রবল হইলে কি হইত?

উ। কর্ম্মকাণ্ডের লোপ হওয়ার জন্য অকালে স্থষ্টির লয় হইয়া যাইত। কিন্তু, অকালে স্থষ্টির লয় হওয়া প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধ, এজন্য সগুণ ব্রহ্মের শিব-স্বরূপ, যিনি লয়ের কর্ত্তা, তিনিই নিজ অংশে শঙ্করাচার্য্যের উৎপত্তি করিয়া তাঁহাকে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই জগতে প্রেরণ করেন।

প্র। বিদ্বান্ কাহাকে বলে?

উ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদান্তাদি নিখিল-শাস্ত্রাধ্যায়ীকেই বিদ্বান্ বলে?

প্র। মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে ৯৬।৯৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বানেরাই শ্রেষ্ঠ।

প্র। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। শাস্ত্রানুশীলনরূপ বিদ্যা দ্বারা, যে মনুষ্যের অভ্যন্তরস্থ পরমা-বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকশিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই যে সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

প্র। কৃত্রিম গৃহ কাহাকে বলে ?

উ। জীব-বিরচিত কুটীর, অট্টালিকা প্রভৃতিকে কৃত্রিম গৃহ বলে।

প্র। প্রাকৃতিক গৃহ কাহাকে বলে ?

উ। প্রকৃতি-বিরচিত যে গৃহ তাহাকে, অর্থাৎ জীব-দেহকে প্রাকৃতিক গৃহ কহে।

প্র। কৃত্রিম গৃহে কে বাস করে ?

উ। জীব বাস করে।

প্র। প্রাকৃতিক গৃহে কে বাস করে ?

উ। চৈতন্যরূপিণী শক্তি সহ আত্মা বসতি করেন।

প্র। এই উভয় প্রকার গৃহের মধ্যে সৌসাদৃশ্যভাব কি ?

উ। মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, রজ্জু ইত্যাদি দ্বারা যেমন কৃত্রিম গৃহ প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত দ্বারা প্রাকৃতিক গৃহ রচিত হয়। কৃত্রিম গৃহ ভগ্ন বা নষ্টপ্রায় হইলে, যেমন তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহার সংস্কার সাধন হয়, তদ্রূপ প্রাকৃতিক গৃহও ভগ্নপ্রায় হইলে ঔষধাদি দ্বারা

তাহার পুনঃ সংস্কার হইয়া থাকে। কৃত্রিম গৃহ এককালে পতনোন্মুখ হইলে জীবকে যেমন সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ প্রাকৃতিক গৃহও ভগ্নপ্রায় হইলে, অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইলে আত্মাকে সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।

প্র। স্বর্গ নরক কাহাকে বলে?

উ। স্বর্গ নরক যথাক্রমে সুখ দুঃখেরই অনুকল্পমাত্র।

প্র। স্বর্গ নরক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থান আছে কি না?

উ। সম্ভবতঃ নহে। বস্তুতঃ, জীব শরীরেই স্বর্গ নরক বিদ্যমান আছে। মানুষ নিজ শরীরে অবস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলেই, কখন স্বর্গ কখন বা নরক ভোগ করে।

প্র। ইহ জগতে কে স্বর্গ-বাস করে?

উ। সত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিই সতত স্বর্গ-বাস করেন।

প্র। কেহ কেহ বলেন আত্ম-গ্লানিরূপ গতানুশোচনার নাম নরক, ইহার তাৎপর্য্য কি?

উ। আত্মা চিরকালই নির্ম্মল বস্তু, তিনি জীবশরীরে বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন, যেহেতু তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক। তিনি কেবল সাক্ষি স্বরূপে জীবে বিদ্যমান। অতএব তাহাতে কোন গ্লানি অনুভূত হওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কর্ম্মফল জন্য

জীবের যদি কখন কোন গ্লানি অনুভব হয়, সে গ্লানি আত্মার নহে. মনের।

প্র। পাপ পুণ্য কাহাকে বলে ?

উ। সৎ-সহবাসের নাম পুণ্য, অন্যথা পাপ।

প্র। স্বর্গের ন্যায় শরীর মধ্যে নন্দন কানন কি ?

উ। সন্তোষই শরীর মধ্যে নন্দন কানন।

প্র। মুক্তি কাহাকে বলে ?

উ। যদ্দ্বারা জীবের ভববন্ধন মোচন হয়, তাহাকেই মুক্তি বলে,

প্র। কখন সে ভববন্ধন মোচন হয় ?

উ। কর্ম্মশেষ হইলে।

প্র। কর্ম্মশেষে মুক্তি-ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ?

উ। মনু চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;

"একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি" ॥ ২৫৮

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান-পূর্ব্বক সর্ব্বদা আপনার হিত (জীবে ব্রহ্মভাব) অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের একত্ব চিন্তা করিবে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি লাভ করিবে।

প্র। ভক্তি কাহাকে বলে ?

উ। ভক্তি মুক্তিরই সোপানস্বরূপ; অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাও মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভক্তির মূলে বিষয়-বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে; কারণ বিষয়ানুরাগ থাকিতে ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি আসিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম শেষ না হইলে মুক্তির আশা আদৌ নাই। এজন্যই গৌরাঙ্গ দেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভক্তি প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্র। গৌরাঙ্গ দেব কি ছিলেন?

উ। ভগবানের এক জন ভক্ত ছিলেন।

প্র। বিষয়ানুরাগ থাকিতে ঈশ্বরে ভক্তি আসে না কেন?

উ। বিষয়ানুরাগ থাকিতে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ, বাসনা থাকিতে কর্ম্মও শেষ হয় না।

প্র। কর্ম্ম শেষ করিতে হইলে কিসের প্রয়োজন হয়?

উ। জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যেহেতু জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের মূলস্বরূপ অবিদ্যা নষ্ট না হইলে কখনই কর্ম্ম শেষ হয় না।

প্র। অদৃষ্ট কথাটির ব্যুৎপত্তি কি?

উ। ন+দৃষ্ট=অদৃষ্ট; অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না তাহাকেই অদৃস্ট বলে।

প্র। মানুষের অদৃষ্ট কি?

উ। মানুষের সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধীয় ভাবী ঘটনা যাহা দেখা যায় না, বা চিন্তা দ্বারাও অনুভব করা যায় না তাহাকেই অদৃষ্ট বা ভাগ্য কহে।

প্র। জীবের অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাহার ক্ষমতা পরিচালিত হয়?

উ। প্রত্যক্ষভাবে গ্রহ-নক্ষত্রাদির, কিন্তু পরোক্ষে বিধাতারই ক্ষমতা পরিচালিত হয়।

প্র। সে কেমন?

উ। বিধাতা সৃষ্টির মূলে ঐ সকল গ্রহ নক্ষত্রাদির মধ্যে যাহাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, সময় উপস্থিত হইলে সে নিশ্চয়ই জীবের ভাগ্যোপরি স্বীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিবে। বস্তুতঃ, ইহাই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। অদৃষ্ট-ফল কাহাদের ভোগ্য?

উ। শরীরিমাত্রেরই ভোগ্য এজন্য রাম-কৃষ্ণাদি, যাঁহাদিগকে শাস্ত্রে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিয়াছেন।

প্র। অদৃষ্ট খণ্ডনের শক্তি কাহার আছে?

উ। কাহারও নাই, যেহেতু অদৃষ্ট-নিয়মিত ঘটনা অবশ্যম্ভাবী এবং অখণ্ডনীয়।

প্র। অদৃষ্ট কখন নিয়মিত হয়?

উ। যে লগ্নে গর্ভকোষ মধ্যে প্রথম জীবোৎপত্তি

হয়, সেই লগ্নেই অদৃষ্ট নিয়মিত হয়। এই গ্রন্থের জীব-তত্ত্ব অধ্যায়ে অপত্যকামী স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই এ বিষয়ে সুন্দর জ্ঞান লাভ হইবে।

প্র। অদৃষ্ট-নিয়মিত ঘটনা যদি একান্তই অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে জীবের সম্বন্ধে চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা কি?

উ। পুরুষকারে চেষ্টার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, কারণ জীব নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে তাহাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সমন্বিত শরীররূপ যন্ত্রটি অকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং সে শরীর দ্বারা আর কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার আশা আদৌ থাকে না। বস্তুতঃ যে কর্ম্মের জন্য নিত্যা-প্রকৃতিকে অবিদ্যাভাবে মায়া-পুত্তলিকাপ্রায় জীব শরীর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, যে কর্ম্মের জন্য নিষ্ক্রিয় আত্মাকেও শরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, সে কর্ম্ম বন্ধ হইলে অকালে সৃষ্টিনাশ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধ, এজন্য জীবের সম্বন্ধে চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ফলতঃ, জীবের নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য নাই। জীব নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেও সেই ইচ্ছাময়ী 'মা' (নিত্যা-প্রকৃতি) জীবকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে দেন না।

প্র। সৃষ্টি-প্রকরণে নিশ্চিত কি?

উ। জন্ম হইলে যেমন মৃত্যু নিশ্চয়, সৃষ্টি হইলেও তদ্রূপ লয় নিশ্চয়।

প্র। জগৎ যে কালে লয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা কিরূপে বোধগম্য হয়।

উ। জীবের জন্ম মৃত্যু দেখিলেই সে জ্ঞান উপলব্ধ হয়।

প্র। লয় কাহাকে বলে ?

উ। পরমাণু-পুঞ্জের ব্যষ্টিভাবের নামই লয়। এজন্য কেহ কেহ বলেন, যে কোন বস্তুই হৌক না কেন, দর্শনে-ন্দ্রিয়ের অতীত হইলেই তাহাকে তাহার লয় বা বিনাশ বলে।

প্র। সৃষ্টির স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল আছে ?

উ। জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে, সৃষ্টির স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে যে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ, সেই কাল পূর্ণ হইলেই এই পরিদৃশ্যমান সংসার-ক্ষেত্রটি লয়ের অঙ্কশায়ী হয়। বিশেষতঃ, সকল জীবেরই স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে যখন এক একটি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন সৃষ্টি রাজ্যের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কাল নাই, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্র। সমগ্র সৃষ্টি-কাল কয় অংশে বিভক্ত—এবং সেই অংশকেই বা কি বলে ?

উ। সমগ্র সৃষ্টি-কাল চারি অংশে বিভক্ত? এবং উহাদের প্রত্যেককে এক এক যুগ বা কল্প কহে। যথা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি।

প্র। 'জগৎ' কথাটির ব্যুৎপত্তি কি?

উ। 'গচ্ছতীতি' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা জগৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

প্র। উহার অর্থ কি?

উ। কেহ কেহ বলেন, অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় পৃথিবী গতিবিশিষ্ট, এজন্য উহাকে জগৎ বলে; অপর কেহ কেহ বলেন, পৃথিবী নিত্যকাল থাকে না, অর্থাৎ উহার লয় হয় বলিয়া উহাকে জগৎ বলে।

প্র। ইহ জগতে তৃণগুল্ম হইতে নরলোক পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমস্ত প্রথমে যেরূপ থাকে শেষ পর্য্যন্ত সেরূপ থাকেনা কেন?

উ। কারণ, চিরকাল একরূপ থাকিলে কোন বস্তুরই লয় হয় না, এজন্য সকল বস্তুরই অবস্থান্তর হইয়া থাকে।

প্র। কে কেমন?

উ। যেমন কোন একটি বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রথমাবস্থায় যেরূপ সতেজ ফল, ফুল, পত্র ইত্যাদি দেখা যায়, সেরূপ যদি চিরদিন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, সে বৃক্ষ কি কখন প্রাচীন দশায় উত্তীর্ণ হয়—না কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়? ফলতঃ, বৃক্ষাদি

যেমন ক্রমশঃ অবস্থান্তরিত হইয়া লয়ে পরিণত হয়, জীব শরীর যেমন তরুণাবস্থা হইতে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই বিশ্ব সংসার-সম্বন্ধেও যুগে যুগে অবস্থান্তর না হইলে কদাপি ইহার লয় সমাধা হয় না। এজন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে, অর্থাৎ সত্যযুগে মানুষের যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, পরমায়ু, মনোবৃত্তি এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, কলির শেষ পর্য্যন্ত সেরূপ থাকে না। ক্রমশঃ উহাদের অবস্থান্তর হওয়াই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। ইহ জগতে মানুষ কর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম সমাধা হয়, তাহার কর্ত্তা কে ?

উ। যিনি সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রের কারণ, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মের মূলে অবিদ্যাভাবে বিদ্যমান, তিনিই উহার কর্ত্তা। কিন্তু, তিনি নিজে কোন কার্য্যই করেন না; যেহেতু তাঁহাতে কোন আকার নাই, এজন্য তিনি স্বীয় মায়া-শক্তি দ্বারা ছায়া-স্বরূপ আকার ধারণপূর্ব্বক এই কর্ম্মক্ষেত্রের সকল কার্য্যই সমাধা করেন।

প্র। সে আকার কি ?

উ। শরীরাদি উপাধিবিশিষ্ট জীবই তাঁহার আকার-স্বরূপ।

প্র। প্রত্যক্ষভাবে কর্ম্ম করে কে ?

উ। জীবের ইন্দ্রিয়বর্গই প্রত্যক্ষভাবে কর্ম্ম করে।

প্র। তাঁহার ছায়াস্বরূপ আকার ধারণ করিবার কারণ কি ?

উ। সাকারের প্রকাশ ব্যতীত, নিরাকারের কর্ম্ম প্রকাশ পায় না ; এজন্য তাঁহাকে আকার ধারণ করিতে অর্থাৎ জীব সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।

প্র। জীবের কোন কর্ম্ম নাই কেন ?

উ। জীব ত কেবল উপাধিমাত্র।

প্র। 'যাঁর কর্ম্ম তিনি করেন'—এ বাক্যটির তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম স্বভাবতঃই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ কর্ম্মের মূলে অবিদ্যা বিদ্যমান, এজন্য লোকে বলে 'যাঁর কর্ম্ম তিনি করেন'।

প্র। তবে লোকে 'আমার কর্ম্ম আমি করি' এ কথা বলে কেন ?

উ। অহং-জ্ঞানের বশীভূত হইয়া ঐরূপ বলে, অর্থাৎ আত্মাভিমান প্রকাশ করে। ফলতঃ, মানুষ যদি বুঝিত যে আমি কে—তাহা হইলে কখনই ঐরূপ আত্মাভিমান প্রকাশ করিত না।

প্র। আমার কর্ম্ম নাই কেন ?

উ। আত্ম-তত্ত্বে ৫৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, আত্মাই 'আমি' পদের লক্ষ্যার্থ। সুতরাং আমার (আত্মার) আবার কর্ম্ম কিসের ? আত্মা সর্ব্বথাই নিষ্ক্রিয়। বস্তুতঃ আমিই

যদি কর্ম্মের কর্ত্তা হই, তাহা হইলে আমি মধু-চক্র (মৌচাক) এবং বাবুই পক্ষীর বাসা প্রস্তুত করিতে পারি না কেন? অতএব, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, জীবের কোন কর্ম্ম নাই।

প্র। জীব যে কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহে, তাহার অন্য কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না?

উ। আছে।

প্র। সে কিরূপ?

উ। এই মুহূর্ত্তে যদ্যপি কেহ কোন যন্ত্রের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে কাহারও জীবনীশক্তি (vital power) বাহির করিয়া দেয় বা লয়, তাহা হইলে সে কি আর কথা কহিতে পারে—না চলিতে পারে—না খাইতে পারে—না অন্য কোন কার্য্য করিতে পারে? সে যে তখন জড়-পুত্তলিকাপ্রায় পড়িয়া থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সেই শক্তিই তাহার কৃত যাবতীয় কর্ম্মেরই কর্ত্তা। ফলতঃ, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বর্গে শক্তি সঞ্চারিত না হইলে, উহাদের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই সত্য প্রতিপাদনের জন্য জ্ঞানীরা বলেন;—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,

জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদি-স্থিতেন,

যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ॥

অর্থাৎ হে হৃষীকেশ! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্তি নাই; যেহেতু তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে যাহা করাইতেছ, আমি কেবল তাহাই করিতেছি।

প্র। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মূলে কে?

উ। উহাদের মূলে যথাক্রমে রজঃ এবং সত্বগুণ বিদ্যমান; ফলতঃ তিনি মানুষকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং অসৎ কার্য্যে নিবৃত্তি না দিলে, মানুষ কি করিতে পারে?

প্র। ইহাই যদ্যপি প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে কোন লোক সৎকার্য্যের এবং কোন লোক যে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম, যাঁহা হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্ম-শক্তি; তিনিই সত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা ইহ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় সমাধা করিতেছেন। তিনি যখন যে প্রাকৃতিক গৃহে (মনুষ্য-শরীরে) যে ভাবাপন্ন

থাকেন, অর্থাৎ তিনি যখন সত্ত্বভাবাপন্ন হন, মানুষ তখন সত্ত্বগুণের কার্য্য (সৎকার্য্য) করে ; তিনি যখন রজো-ভাবাপন্ন হন, মানুষ তখন রজোগুণের কার্য্য (অসৎকার্য্য) করে এবং তিনি যখন দ্বন্দ্বজ ভাবাপন্ন হন, মানুষ তখন সদ-সৎ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে ; ফলতঃ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার শরীরে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে, সে ব্যক্তি সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে এবং যাহার শরীরে রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, সে ব্যক্তি রাজসিক বুদ্ধিরই বশবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে। বস্তুতঃ কর্ম্ম কেবল গুণেরই অনুসরণ করে।

প্র। সৎকর্ম্মের মধ্যে রজোভাব থাকে কি না ?

উ। থাকে ; অর্থাৎ যে সৎকর্ম্মের মূলে কোনরূপ ফল কামনা থাকে, অথবা নিজের কর্তৃত্ব-জ্ঞান থাকে, সে সকল সৎকার্য্য রজোভাবাপন্ন।

প্র। সে কেমন ?

উ। দান যদিও সৎকর্ম্ম বটে, কিন্তু কেহ যদ্যপি নিজের যশঃপ্রার্থী হইয়া দান করে, কিংবা আমি অদ্য লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছি—এইরূপ অভিমান প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে দান সৎকর্ম্ম হইলেও তাহাতে রজোভাব নিহিত আছে, এরূপ বলা যায়।

প্র। সত্যযুগে সত্য ভিন্ন মিথ্যা ছিল না—একথাটির তাৎপর্য্য কি ?

উ। একথা যদ্যপি প্রকৃতই হয়, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত স্থূলতঃ বলা যায় যে, তিনি (নিত্যা-প্রকৃতি) তৎকালে সত্ত্বভাবাপন্ন থাকিয়া জীব পরিচালনা করিতেন বলিয়াই জীবও হয়ত তখন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সত্যবাক্য উচ্চারণ এবং সর্ব্বথা সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিত। ফলতঃ, তৎকালীন মনুষ্যদিগের শরীরে যে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য ছিল এবং সত্যকেই তাহারা যে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিত, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। ইহ জগতের লয় কখন সামাধা হয় ?

উ। যখন নিত্যা-প্রকৃতির কর্ম্ম শেষ হয়, তখনই লয় হয়।

প্র। কর্ম্ম শেষ হওয়ার লক্ষণ কি ?

উ। সমগ্র জীবে তমোগুণের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিত্যা-প্রকৃতির কর্ম্ম শেষ হইয়াছে জানা যায়। ফলতঃ, তৎকালে জীব-শরীরে সত্ত্ব বা রজোগুণের এক-কালে অপকর্ষতা জন্মিয়া তমোগুণেরই ঔৎকর্ষ্য জন্মে।

প্র। সে কেমন ?

উ। যেমন জীব-শরীরে বায়ু পিত্তের বল কমিয়া গেলেই কফের প্রাধান্য হয় এবং সেই কফ দ্বারা জীবের মৃত্যু-সংঘটন হয়, তদ্রূপ এই সৃষ্টি-তত্ত্বেও সত্ত্ব এবং রজো-

গুণের অপকর্ষতা এবং তমোগুণের ঔৎকর্ষ্য-ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব লয়ে পরিণত হয়। এজন্যই তমোগুণে লয় ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য দেখা যায় না। ফলতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতে যে পরিমাণে সত্য-জ্যোতিঃ বিকশিত থাকে, প্রতি কল্পান্তে হ্রাসের দিকে ক্রমশঃ তাহার অবস্থান্তর না হইলে, সৃষ্টি কখন লয়কে আলিঙ্গন করিতে পারে না।

প্র। কোন্ যুগে কি পরিমাণে সত্য-জ্যোতিঃ বিকশিত থাকে ?

উ। সত্যে পূর্ণবিকাশ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ জ্যোতিঃ বিকশিত থাকাই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। পরমায়ু কাহাকে বলে ?

উ। জীবনের যদ্যপি কোন পরিমিত কাল থাকে, তাহা হইলে তাহাকেই লোকে পরমায়ু বলে।

প্র। প্রতিকল্পান্তে পরমায়ুর হ্রাস আছে কি না ?

উ। প্রতিকল্পান্তে পরমায়ুর এক এক পাদ হ্রাস হওয়াই প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। কোন্ কল্পে কত পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে ?

উ। শাস্ত্রে উক্ত আছে, মানুষের পরমায়ু, সত্যে চারিশত বৎসর, ত্রেতায় তিন শত বৎসর, দ্বাপরে দুই শত বৎসর এবং কলিতে এক শত বৎসর নির্দ্দিষ্ট আছে।

ফলতঃ যে নিয়মে সত্য-জ্যোতিঃ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই নিয়মে পরমায়ুর হ্রাস হওয়াও প্রাকৃতিক নীতি।

প্র। পরমায়ু-সত্বে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় কি না?

উ। "বর্ত্ত্যাধার স্নেহ-যোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টেব অকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥"
যাজ্ঞ্যবল্ক॥

অর্থাৎ, প্রদীপে তৈলসত্ত্বে যেমন দীপ-নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ পরমায়ুসত্ত্বেও জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্র। পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি আছে কি না?

উ। আছে; অর্থাৎ যোগবলে মানুষ আপন আপন পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পরমায়ু হ্রাস করিতে পারে।

প্র। প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস কিরূপে হয়?

উ। ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অকালে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, মনোবৃত্তি নিস্তেজ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে; সুতরাং দেহ ভগ্ন হইয়া যায়। কৃত্রিম গৃহ ভগ্ন হইলে, মানুষ যেমন সে গৃহ ত্যাগ করে, প্রাকৃতিক গৃহ ভগ্ন হইলে, আত্মাও তদ্রূপ অকালে দেহ-

বাস পরিত্যাগ করেন। ফলতঃ যথারীতি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা মানুষ যতদিন নিজ দেহকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করে, ততদিন তাহার মৃত্যুভয়ও থাকে না।

প্র। যোগবলে পরমায়ু-বৃদ্ধি হয় কিরূপ ?

উ। সমাধিস্থ পুরুষ যে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের পরমায়ু নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে

প্র। যোগ এ কথাটির ব্যুৎপত্তি কি ?

উ। যুজ্ ধাতু সংযোগ করণ, এতদর্থে যোগ পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

প্র। কোন পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের সংযোগ করণের নাম যোগ ?

উ। যে কোন দুইটি পদার্থের পরস্পর সংযোগের নামই যোগ।

প্র। আধ্যাত্মিক-কল্পে যোগ কাহাকে বলে ?

উ। যোগ শব্দের অর্থে কেহ কেহ বলেন, আত্মায় পরমাত্মা-সংযোগ-করণের নাম যোগ ; অপর কেহ কেহ বলেন মনকে আত্মায় সংযোগ-করণের নাম যোগ। ফলতঃ, এ সম্বন্ধে যে যাহাই বলুক না কেন, এই পর্য্যন্ত স্থূলতঃ বলা যায় যে, চিন্ময়ী শক্তিকে আত্মায় সংযোগ-করণের নামই যোগ ; গীতায় চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই যোগ বলা হইয়াছে।

প্র। চিন্ময়ী শক্তিকে আত্মায় সংযোগ-করণ কিরূপ ?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "আত্মা" ইহ জগতের নিত্য-বস্তু। চিন্ময়ী শক্তি তাঁহারই অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ বস্তুধর্ম্ম। ইনি আপনা হইতেই সৃষ্টি-তৎপরা। ইঁহারই জন্য নিষ্ক্রিয় আত্মাকে ক্রিয়া-যুক্ত হইতে হয়। সৃষ্টি-তত্ত্বে ইনি অবিদ্যা-ভাবাপন্ন, এজন্য আত্মার সহিত এক হইয়াও পৃথক। সুতরাং জীব-শরীরে আত্মা এবং চিন্ময়ী শক্তি পৃথক স্থানে অবস্থিত। ইঁহার অবিদ্যা-ভাব দূর হইলেই আত্মার সহিত এক হইয়া যাওয়া স্বতঃ-সিদ্ধ নিয়ম। এ নিমিত্ত স্থির-চেতা যোগীরা বিদ্যা দ্বারা স্বীয় অবিদ্যা নষ্ট করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-লাভ-পূর্ব্বক যোগবলে স্বীয় দেহস্থ চিন্ময়ী শক্তিকে আত্মায় সংযোগ করিয়া তাঁহাতেই রমণ করেন, অর্থাৎ পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহারই নাম প্রকৃত যোগ। ফলতঃ যোগবলে জীব মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে।

প্র। যাঁহারা যোগ শব্দের অন্য অর্থ করেন, তাঁহাদের সে মতের খণ্ডন কি ?

উ। বেদান্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, আত্মাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ; তিনিই একমাত্র নিত্য-বস্তু। সেই আত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু, সে সমস্তই অনাত্মা। বেদান্তে জীবাত্মা বলিয়া অন্য কোন পদার্থের উল্লেখ নাই এবং পরমাত্মা বলিয়া কোন বিভিন্ন সংজ্ঞাও নাই। বস্তুতঃ আত্মা

পরমাত্মা বা আত্মা জীবাত্মা এই দুই শব্দযুগলের অর্থ সেই একমাত্র আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপিচ দুই বস্তু ভিন্ন যোগ একথাটির প্রয়োগ হয় না। অতএব যাঁহারা বলেন, আত্মা পরমাত্মায় সংযোগের নাম যোগ, তাঁহাদের সে যুক্তি সম্পূর্ণ অসঙ্গত; কারণ আত্মা ও পরমাত্মা দুইটি বিভিন্ন বস্তু নহে।

প্র। আত্মা ও পরমাত্মা যদ্যপি দুইটি বিভিন্ন বস্তু না হয়, তাহা হইলে আত্মা এবং চিন্ময়ী শক্তিই বা দুইটি বিভিন্ন বস্তু হন কিরূপে ?

উ। আত্মা এবং চিন্ময়ী শক্তি যদিও দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তথাপি চিন্ময়ী শক্তিকে সৃষ্টি-তত্ত্বে পৃথক ভাবাপন্ন স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু তিনি সৃষ্টিতত্ত্বে অবিদ্যাভাবাপন্ন। ফলতঃ, তাঁহার বিদ্যাভাবে কোন ক্রিয়া নাই। তৎকালে তিনি আত্মার সহিত এক, অর্থাৎ আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি (বস্তুধর্ম্ম)। এজন্য তিনি আত্মার সহিত এক হইলেও জীবে যখন বিদ্যমান, তৎকালে তিনি সহস্রারস্থিত আত্মা হইতে পৃথক স্থানে পৃথকভাবে অবস্থিত। অতএব আত্মা এবং চিন্ময়ী শক্তির পরস্পর সংযোগের নামই প্রকৃত যোগ।

প্র। যোগের প্রধান কার্য্য কি ?

উ। ষট্-চক্রভেদই যোগের প্রধান ক্রিয়া।

প্র। ষট্-চক্রভেদ কাহাকে বলে ?

উ। স্থিরচেতা যোগীরা পদ্মাসনোপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিরোধপূর্ব্বক মূলাধার হইতে যথাক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপুর চক্র ভেদ করতঃ, সহস্রারে উত্থিত হন, ইহারই নাম ষট্‌চক্র ভেদ। ফলতঃ তাঁহারা এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাই সমাধিস্থ হইয়া থাকেন।

প্র। জীব-শরীরে আত্মা এবং চিন্ময়ী শক্তি কোথায় অবস্থিত ?

উ। জীব-শরীরে ভ্রূমধ্যের ঠিক মধ্যস্থলে সুষুম্না নামে একটি নাড়ী উর্দ্ধাধোভাবে লম্বিত আছে। "আত্মা" ঐ সুষুম্নার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সহস্রারে এবং চিন্ময়ী শক্তি উহার সর্ব্ব নিম্ন স্থানে অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থিত।

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের সঙ্গে অপর কোন্ বস্তুর তুলনা হয় ?

উ। ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের সহিত দেহ-রাজ্যেরই তুলনা হয়।

প্র। সে কেমন ?

উ। ব্রহ্মাণ্ড যেমন লয়শীল, দেহও তদ্রূপ বিনাশশীল। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন সত্যাদি যুগচতুষ্টয়, দেহেও তদ্রূপ বাল্যাদি অবস্থাচতুষ্টয়। ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে যেমন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-শক্তি, দেহ-রাজ্যেও তদ্রূপ আত্মা এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং

শিব, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, দেহেও তদ্রূপ ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ। সৃষ্টি-তত্ত্বে যেমন রজোগুণে ব্রহ্মাই সৃজন কারণ, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুই পালন কারণ এবং তমোগুণে শিবই সংহার কারণ, দেহ-রাজ্যেও তদ্রূপ বায়ুই সৃজন কারণ, পিত্তই পোষণ কারণ এবং কফই সংহার-কারণ। সৃষ্টি-তত্ত্বে যেমন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে একের ঔৎকর্ষ্যে অপরের অপ-কর্ষতা জন্মে দেহ-রাজ্যেও তদ্রূপ কফের প্রাবল্যে বায়ু পিত্ত হীনবল হয়। ব্রহ্মাণ্ড যেমন তমোগুণের ঔৎকর্ষ্যে প্রলয়কে আলিঙ্গন করে, দেহও তদ্রূপ কফের প্রাধান্যে মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন স্বর্গ, দেহেও তদ্রূপ সন্তোষ। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন নরক, দেহেও তদ্রূপ আত্ম-গ্লানি। অতএব পঞ্চমহাভূত-জাত দেহ-রাজ্যের সহিত ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতময় ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের তুলনা অযৌক্তিক নহে।

প্র। কোন কোন শাস্ত্রে সূর্য্যকে নারায়ণ অর্থাৎ মহা-ব্রহ্ম বলে কেন?

উ। সৃষ্টি-তত্ত্বে সূর্য্যও ব্রহ্মের ন্যায় একটি জ্যোতি-র্ম্ময় পদার্থ। ব্রহ্মজ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা যেমন অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূর হয়, সূর্য্যকিরণ অর্থাৎ আলোক দ্বারাও তদ্রূপ রাত্রিস্বরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম যেমন নিত্যবস্তু, কর্ম্মকাণ্ডে সূর্য্যও তদ্রূপ নিত্যবস্তু। জ্ঞান-কাণ্ডে ব্রহ্মের যেমন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কর্ম্মকাণ্ডে সূর্য্যেরও

তদ্রূপ হ্রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ উদয়াস্ত ভাব নাই। এজন্য সূর্য্যকে মহা-ব্রহ্ম বলে। বস্তুতঃ সূর্য্য ব্রহ্ম নহেন; যেহেতু সূর্য্য ব্রহ্মেরই সৃষ্ট, কিন্তু ব্রহ্ম সূর্য্যের সৃষ্ট নহেন।

প্র। সৃষ্টি-রাজ্যে পুরুষের মধ্যে সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ কাহাকে বলে?

উ। যে পুরুষ কামাদি ষড় রিপুকে জয় করিতে অর্থাৎ তাহাদিগকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারেন, তাঁহাকেই সংযতেন্দ্রিয় অথবা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলে।

প্র। কামাদি ছয়টিকে রিপু বলে কেন?

উ। প্রকৃতই উহারা জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানের অপহরণ করে বলিয়া উহারা মনুষ্যের রিপু অর্থাৎ শত্রুমধ্যে গণ্য হয়।

প্র। সাধু বা স্বামী কাহাকে বলে?

উ। যে সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের জীব ও ব্রহ্মে একত্ব-জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব প্রাণীকে অভিন্ন-নেত্রে অবলোকন করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু বা স্বামী। ফলতঃ মানুষ যতক্ষণ আপনাকে আপনি চিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাঁহার সাধু বা স্বামী-স্থানীয় হইবার সাধ্য নাই।

প্র। জীবসমূহ পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ?

উ। পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। সমগ্র জীবই সেই একমাত্র জগজ্জননী হইতে উৎপন্ন, এজন্য তাহারা ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ।

প্র। জীবের মধ্যে কোঁন্ সম্বন্ধ গুরুতর ?

উ। নিত্যা-জননী লইয়া যে সম্বন্ধ, তাহাই গুরুতর।

প্র। বেদান্ত যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, এ বাক্যের সত্যতা সত্বেও জিজ্ঞাস্য এই যে, এ মিথ্যা জগতের স্থায়িত্বকাল যাবৎ এখানে সত্য কে ?

উ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে শক্তি মাতৃস্বরূপে এই মায়াময় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই মিথ্যা জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই 'মা'(ই) সত্য। সেই 'মা' (ই) ইহ জগতে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিরাজমান; অর্থাৎ তিনি কখন মা কখন বাপ সাজিয়া কর্ম্মকাণ্ড রক্ষা করিতেছেন। ফলতঃ জগতে যত পুরুষ দেখা যায় তাহারা সকলেই মাতৃরূপ, (প্রকৃতিরূপ) পিতৃরূপ (পুরুষরূপ) নহে। কারণ জ্ঞানকাণ্ডে পুরুষরূপে যে কোন কর্ম্ম নাই, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। বিশেষতঃ, চরক-সংহিতায় পুরুষের যে সংজ্ঞা (Definition) দিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু পুরুষের শরীর যে ছয়টি ধাতুর সমবায় হইতে উৎপন্ন, স্ত্রীলোকের শরীরও সেই বস্তু হইতে উৎপন্ন।

অতএব, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক নীতি অনুসারে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত সংজ্ঞান্তর হইলেও স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যে সেই একমাত্র মাতৃরূপ, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সংজ্ঞা-বৈলক্ষণ্য কেবল কল্পনামাত্র।

প্র। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড কাহার স্বরূপ?

উ। সগুণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ; যেহেতু জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত আছে, "একভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্"। নানাভাবং মনোযস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে" ॥ অর্থাৎ এই চরাচর বিশ্ব একমাত্র ব্রহ্মেরই স্বরূপ, যাহার মনে ইহার ভিন্ন ভাবের উদয় হয় তাহার কখন মুক্তি লাভ হয় না। ফলতঃ, এই সত্য প্রতিপাদন জন্য ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

প্র। 'ধর্ম্ম' কথাটির ব্যুৎপত্তি কি?

উ ধৃ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় দ্বারা 'ধর্ম্ম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) ধরা যায় (প্রাপ্ত হওয়া যায়) এতদর্থে 'ধর্ম্ম' পদ নিষ্পন্ন হয়।

প্র। কিসের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়?

উ। এরূপ কতকগুলি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, (যাহাকে লোকে সৎকার্য্য বলে) যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্র। 'ধর্ম্ম' দ্বারা যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি?

উ। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই ঈশ্বর; অর্থাৎ ধর্ম্মই জ্ঞানময় ঈশ্বরের আধার। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানস্বরূপ শিব, ধর্ম্মরূপী বৃষকেই স্বীয় বাহনরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

প্র। কোন্ মানুষ পশুতুল্য গণ্য হয়?

উ। ধর্ম্মহীন মানুষই পশুতুল্য গণ্য হয়; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে ;—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎপশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" ॥

অর্থাৎ, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারিটি কার্য্য পশু ও নর এই উভয় জাতির জীবনের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেবল ধর্ম্মকার্য্যের জন্যই মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব ধর্ম্মহীন মানব পশুর তুল্য।

প্র। 'ধর্ম্ম' দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিরূপে ?

উ। ক্রমশঃ ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ-পূর্ব্বক ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

প্র। শাস্ত্রে কোন্ গুলিকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন ?

উ। "ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ মনু"॥

অর্থাৎ ধৃতি (১) ক্ষমা, দম, অস্তেয়, (২) শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধীঃ, (৩) বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটিকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন।

(১) ধৃতি — সন্তোষ। (২) অস্তেয় — অন্যায়পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ না করা। (৩) ধীঃ — বুদ্ধি।

প্র। মানব-জীবনের অভিলষিত বস্তু কি ?

উ। স্বর্গ-রাজ্যে অমৃত যেমন দেবতাদিগের অভিলষিত বস্তু, মর্ত্ত্য-রাজ্যে ধর্ম্মও তদ্রূপ মনুষ্যদিগের একমাত্র অভিলষিত বস্তু।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। নিতান্ত নিঃসহায় প্রদেশে ভ্রমণশীল পথিকের পক্ষে অর্থ যেমন মহোপকারী, অর্থাৎ জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় ; প্রশান্ত সাগরবক্ষে ভাসমান কর্ণধারের পক্ষে কর্ণ যেমন মহোপকারী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার একমাত্র সহায় ; প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে ভ্রমণশীল পথিকের পক্ষে দীপশিখা যেমন একমাত্র পথি-প্রদর্শক, তদ্রূপ এই অনন্ত সংসারক্ষেত্রে বা অনন্ত সংসার-সমুদ্রে, অনন্তকালের জন্য ভ্রমণ-পরায়ণ, নিঃসহায় মানবজীবনের পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মই একমাত্র উপায়, ধর্ম্মই একমাত্র পথি-প্রদর্শক। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই—এজন্য ধর্ম্মই মানবজীবনের একমাত্র অভিলষিত বস্তু।

প্র। ধর্ম্ম কার্য্যের দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয় ?

উ। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা প্রেমের আবির্ভাব হয়, এবং সেই ভক্তি বা প্রেম দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

প্র। কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনের নির্ম্মলতা জন্মে ?

উ। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য, যাগযজ্ঞ, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ইত্যাদি।

প্র। দান কি ধর্ম্মকর্ম্ম নহে ?

উ। শাস্ত্রে বলেন কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম।

প্র। কিরূপ দান প্রশস্ত ?

উ। নিঃস্বার্থ দানই প্রশস্ত।

প্র। নিঃস্বার্থ দান কাহাকে বলে ?

উ। যে দানের মধ্যে জীবনের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থভাব (ফলকামনা) না থাকে, তাহাকেই নিঃস্বার্থ দান কহে।

প্র। অন্নদানকে শ্রেষ্ঠদান বলে কেন ?

উ। কোন ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলে, সে যেমন আশাতীত তৃপ্তি লাভ করে, ঐরূপ তৃপ্তি অন্য কোন দান হইতে পাইবার আশা করা যায় না; যেহেতু দাতা অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেও, গৃহীতার আশার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য বলা বাহুল্য যে, অন্নদানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই।

প্র। দেবকার্য্য কাহাকে বলে ?

উ। প্রতিমাদিতে অর্চ্চনার নামই দেবকার্য্য।

প্র। ইহ জগতে মানুষের উপাস্য কি ?

উ। নির্গুণ এবং সগুণ-ভেদে ব্রহ্মই এক মাত্র উপাস্য।

প্র। নির্গুণ উপাসনা কাহাকে বলে ?

উ। যে উপাসনা-প্রণালীতে, নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য, তাহাকে নির্গুণ-উপাসনা কহে।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্ম কাহাদের উপাস্য ?

উ। জ্ঞানীদের উপাস্য।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন বাক্য ও মনের অতীত, তখন জ্ঞানীদের উপাস্য কিরূপ ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জ্ঞান-গম্য ; অতএব তিনি বাক্য ও মনের অতীত হইলেও জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে।

প্র। নির্গুণ উপাসনার প্রকৃত অধিকারী কে ?

উ। যিনি যথাবিধি বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক স্থূলরূপে সকল বেদের অর্থবোধ করিয়াছেন ; ইহজন্মে, বা পরজন্মে কাম্য (স্বর্গাদি ইষ্ট কামনায় অনুষ্ঠিত কার্য্য) ও নিষিদ্ধ (নরকাদি অনিষ্ট-সাধক কার্য্য) এই দুই প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, (প্রাত্যহিক সন্ধ্যা বন্দনা এবং মাতাপিতার সুশ্রূষা ইত্যাদি কার্য্য) নৈমিত্তিক, (কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র-কামনায় যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান

এবম্বিধ কার্য্য) প্রায়শ্চিত্ত, (পাপক্ষয়মাত্র সাধক কার্য্য) ও উপাসনা (সাকার ঈশ্বরের আরাধনা) এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, সকল প্রকার পাপ ধ্বংস করিযা, অন্তঃকরণকে একান্ত নির্ম্মল করিয়াছেন এবং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ, সমদমাদি-সাধন-সম্পত্তি এবং মুমুক্ষা (নির্ব্বাণ-মুক্তির ইচ্ছা) এই চতুর্ব্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই নিরাকার ব্রহ্মোপসনার প্রকৃত অধিকারী।

প্র। সগুণ অর্থাৎ সাকার উপাসনা কাহাকে বলে ?

উ। ব্রহ্মের সরূপ-কল্পনা দ্বারা যে উপাসনা, তাহাকেই সাকার উপাসনা কহে।

প্র। কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা কি ?

উ। জ্ঞানকাণ্ড লাভের জন্যই, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা আছে।

প্র। সাকার উপাসনার আবশ্যকতা কি ?

উ। অজ্ঞান-তমসাবৃত মানবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধ করা, অথবা ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করা সহজ নহে, এজন্য লোকে তাঁহার ব্রহ্ম-বিভূতি-প্রতিপাদক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোজনা দ্বারা, এক একটি রূপ কল্পনাপূর্ব্বক, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকে। ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন জ্ঞানযোগে ভুজঙ্গ-ভ্রান্ত রজ্জুর ন্যায়, তাঁহার নাম-রূপের অন্তর হয়, তখনই জীবে

ব্রহ্মময়ত্ব অনুভব হয়। ব্রহ্ম-ধ্যান বিশেষের উপযোগিতা জন্য, মনু দ্বাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন,

"খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনে স্পর্শনেঽনিলঃ।
পংক্তি দৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপোগাঞ্চ মূর্ত্তিষু॥১২॥
মনসীন্দুং দিশঃশ্রোত্রে, ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্"॥১২০॥

অর্থাৎ, শরীরাকাশে বাহ্যাকাশ, চেষ্টা ও স্পর্শনের কারণস্বরূপ দৈহিক বায়ুতে বাহ্য বায়ু, শারীরিক তেজে বাহ্য অগ্নি ও সূর্য্যের প্রকৃত তেজ, দৈহিক জলে বাহ্য জল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্য পৃথিবী, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি, পায়িন্দ্রিয়ে মিত্র এবং উপস্থে প্রজাপতি লীন আছেন।

প্র। এতদ্দ্বারা কি জ্ঞান উপলব্ধ হয়?

উ। এতদ্দ্বারা এই জ্ঞান উপলব্ধ হয় যে, ব্রহ্মের রূপ, মানবের রূপের ন্যায় একটি সংকীর্ণ রূপ নহে। ফলতঃ এই বিশ্বই তাঁহার রূপ, এজন্য সাধকেরা তাঁহাকে 'বিশ্বরূপ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

প্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে নামরূপ কি প্রকৃত নহে?

উ। না; ফলতঃ, উহা কেবল কল্পনা মাত্র।

প্র। ঐ নামরূপের অন্তর কিরূপে হয় ?

উ। মানুষের কৃত কোন নাট্যশালায়, কোন ব্যক্তিকে, রাম কৃষ্ণাদির সাজে সুসজ্জিত করিয়া দিলেও, পরে রঙ্গমঞ্চ ভাঙ্গিয়া গেলে, যেমন উহার নামরূপের অন্তর হয়, তদ্রূপ অনন্ত নটবরের নাট্যস্বরূপ এই বিশ্ব-মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে যতপ্রকার বিভিন্ন নামরূপেই বর্ণনা করা হউক না কেন, মানুষের অবিদ্যা দূর হইলেই, তাঁহার সে নামরূপেরও অন্তর হইয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্যের সম্বন্ধে রজ্জুতে সর্প এবং মরুভূমিতে জল-ভ্রম ঘুচিয়া গেলে, যেমন প্রকৃত রজ্জু ও প্রকৃত মরুর বোধ হয়, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও কল্পিত নামরূপের অন্তর হইলে, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়।

প্র। সাকার উপাসনার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন ?

উ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন ;—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥
অথ মাং সর্ব্ব ভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দান মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥"

অর্থাৎ, মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থানকারী

আমাকে আপন হৃদয়ে না জানিবে, অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা আপন হৃদয়ে ব্রহ্মের সত্তা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। পরে যখন বুঝিবে আমি (ব্রহ্ম) সর্ব্ব-প্রাণীতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তখন সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাকেই, দানে মানে মৈত্রভাবে অর্চ্চনা করিবে, অর্থাৎ সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন করিবে।

প্র। ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে, কিরূপে নির্গুণ-তত্ত্বের আবিষ্কার হয়?

উ। স্বরূপ-মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক অর্থ অবগত হইলেই নির্গুণ-তত্ত্বের আবিষ্কার হয়

প্র। দোলযাত্রা, রথযাত্রা এবং রাসযাত্রা এ সকল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে?

উ। হৃদয়স্বরূপ দোল-মঞ্চে, সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ যে গোবিন্দ তাঁহাকেই দোদুল্যমান দেখা; মনস্বরূপ রথে, সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ যে বামন, তাঁহাকেই অধিষ্ঠিত দেখা; এবং হৃদ্‌মঞ্চে অথবা হৃদ্‌বৃন্দাবনে, সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ যে মধুসূদন, তাঁহাকেই লীলা করিতে দেখা; এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত আছে। ফলতঃ, মানুষ ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সদ্‌-গুরুর কৃপায় যখন উহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে, তখনই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

প্র। মানুষ কোথায় চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিতে পারে?

উ। এখানেই পারে, যেহেতু ইহ জগৎই ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের প্রসূতি-স্বরূপ।

প্র। সাকার উপাসনা কত কাল পৃথিবীতে প্রচলিত আছে?

উ। তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত স্থূল বলা যায় যে, বেদ যখন গ্রন্থাকারে পরিণত ছিল না, শ্রুতি-নামে গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিত, তখন হইতেই প্রচলিত।

প্র। পূর্ব্বতন তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক, সগুণ ব্রহ্মের যে যে স্বরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিতে কিরূপ আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে?

উ। (ক) সত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণই শ্রেষ্ঠ, এজন্য সর্ব্বাগ্রে সত্বগুণ-সম্ভূত বিষ্ণু মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। বিষ্ণু, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, এনিমিত্ত চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারাই তাঁহার দেহ গঠিত হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপে, যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, বিষ্ণুরূপে, সে সকলেরই বিদ্যমানতা দেখা যায়। প্রাকৃতিক শরীরের ন্যায়, তাঁহার শরীরের নাশ নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, শুদ্ধ জীবচৈতন্যই তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তুভমণি, যজ্ঞসমূহ তাঁহার বনমালা, চৈতন্যের প্রকাশ

তাঁহার শ্রীবৎস—তেজ তাঁহার পীতবস্ত্র—প্রণব তাঁহার যজ্ঞোপবীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-মার্গ, অর্থাৎ সগুণ নিগুর্ণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি ও সাংখ্য যোগ তাঁহার কর্ণভূষণ অর্থাৎ মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়—তদ্বিষ্ণুর পরমপদ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদ তাঁহার শিরোদেশ—সত্ত্বগুণ তাঁহার পদ্ম—প্রাণতত্ত্ব তাঁহার গদা—জলতত্ত্ব তাঁহার শংখ—তেজতত্ত্ব সুদর্শনচক্র। বিষ্ণুপুরাণে, আরও ব্যক্ত আছে, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ তাঁহার হস্তচতুষ্টয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই অবস্থাচতুষ্টয় তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র; অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় গদা, স্বপ্নাবস্থায় মনঃস্বরূপ সুদর্শন চক্র, সুষুপ্তি-অবস্থায় জলতত্ত্ব শংখ এবং তুরীয়-অবস্থায় সহস্রাক্ষ পদ্ম—আকাশতত্ত্ব তাঁহার অসি, তমোময় চর্ম্ম (ঢাল); কালরূপ ধনু—স্বকাম-নিষ্কাম কর্ম্মময় তূণদ্বয়—ইন্দ্রিয়-গণ শর—ক্রিয়া শক্তিরথ—বেদময় সুপর্ণ বাহন—বরাভয়াদি মুদ্রা—ধর্ম্ম এবং যশঃ তাঁহার চামরদ্বয়—মুক্তি তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম—সন্তাপহারক বেদান্ত তাঁহার ছত্র; চিৎশক্তি তাঁহার লক্ষ্মী এবং অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার দ্বারপাল। ফলতঃ, বিষ্ণুস্বরূপে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তদ্দারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ; এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র রূপ নাই। বিশেষতঃ, তাঁহার নামার্থ দ্বারাও তাঁহার বিশ্বব্যাপী রূপেরই পরিচয় দিয়া থাকে।

(খ) কালপুরুষ শিব, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালদর্শী এবং স্বর্গাদি ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই তাঁহার সমান দৃষ্টি নিপতিত আছে, অর্থাৎ কালে ত্রিলোকই নিধনদশা প্রাপ্ত হয়, এজন্য তিনি ত্রিলোচন নাম ধারণ করিয়াছেন। এই সংসার জরাবস্থায় নিধনদশা প্রাপ্ত হয়, এজন্য শিব-স্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কালে প্রলয়াগ্নি-তাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ শিবকে ভস্মভূষণ বলা হইয়াছে। মুক্তিকালে জীবসকল কালরূপে শয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ কালনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শ্মশানশায়িত হয়, এজন্য মুক্তিদাতা শিবকে শ্মশানবাসী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। কালে সকল জীবেরই শিরোনিরস্ত হয়, এজন্য হরগলে নরশিরোমালা বিভূষিত হইয়াছে। কালের কালিমারূপ প্রদর্শনার্থ শিব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, অর্থাৎ স্বীয় কণ্ঠদেশে কালের কালিমা আভা ধারণ করিয়াছেন। কাল অপরিচ্ছন্ন, অর্থাৎ তাহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে, এজন্য শিবকে দিগম্বর আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টির যতবিধ অঙ্গ এবং উপকরণ আছে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, সে সকল অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ, এজন্য কালপুরুষ শিবকে পঞ্চানন বলা হইয়াছে। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে লক্ষিত আছে, তাহার নিকট কাহারও পরিত্রাণ নাই। বস্তুতঃ, নিয়তিই সেই

কালের প্রধানা শক্তিস্বরূপা এবং কেহই সেই নিয়তির অন্যথা করিতে পারে না; এখানে সেই নিয়তিই, শিবের ত্রিশূলস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি যতবড় দুর্জ্জয়ই হউন না কেন, সকলকেই কালের বশীভূত হইতে হয়, এজন্য ব্যাঘ্রচর্ম্মই শিবের আসনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভুজঙ্গ-কুল অতিশয় খল, অর্থাৎ তাহারা কদাচ কাহারও বশীভূত হয় না, কিন্তু তাহারাও যে কালের বশীভূত, ইহা জানাই-বার জন্যই, কালপুরুষ শিব ভুজঙ্গভূষণ হইয়াছেন। ধর্ম্ম যে কেবল জ্ঞানকেই আশ্রয় করে, এতৎপ্রদর্শনার্থ বৃষভরূপী ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকে।

(গ) কালরূপা কাল-কামিনী কালীর নিকট স্বর্গাদি ত্রিলোকের মধ্যে কোনটিরই পরিত্রাণ নাই। বস্তুতঃ, ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই যে তাঁহার সমান দৃষ্টি আছে, ইহা জানাইবার জন্য, কালীস্বরূপে, ত্রিলোচন দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাল অপরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে, এজন্য কালীকে দিগম্বরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুক্তিকালে, জীব-সকল কালরূপে শয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ কালনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শ্মশান-শায়িত হইলে, সকল জীবেরই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া স্রস্তভাব ধারণ করে, ইহা জানাইবার জন্যই কাল-কামিনী কালীকে মুক্তকেশী

বলা হইয়াছে। কালে সকল জীবেরই শিরোনিরস্ত হয়, এজন্য কালস্বরূপা কালীর গলদেশে নরশিরোমালা বিভূষিত হইয়াছে। কালে জীবনিকরের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, এতৎপ্রদর্শনার্থ নরহস্তই কালীর কটিভূষণ হইয়াছে। যিনি যতবড় দুর্জ্জয়ই হউন না কেন, কালের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই, ইহা জানাইবার জন্যই, কালী এক হস্তে কাল-রূপ অসি এবং অপর হস্তে কোন দুর্জ্জয় দৈত্যের মুণ্ড ধারণ করিয়াছেন। কালেই জীব ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করে, এজন্য কালস্বরূপা কালীর চারি হস্ত দেখান হইয়াছে। কালের কালিমা আভা অর্থাৎ প্রলয়কালে তমঃস্বরূপ অন্ধকারে যে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, ইহা জানাইবার জন্যই কালী কাল-বরণী হইয়াছেন। কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও যে পতন অর্থাৎ লয় আছে, ইহা জানাইবার জন্যই কালী-পদতলে শিব মৃতকল্প পতিত আছেন।

প্র। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে শিবও কাল-পুরুষ এবং কালীও কালকামিনী, অতএব শিবের পতন আছে, কালীর পতন নাই কেন?

উ। তদুত্তর এই যে, কালস্বরূপা কাল-কামিনী কালী, স্বয়ংই স্বতঃনিত্যা-প্রকৃতি, অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি। সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী-শক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমান। তাঁহার কোন উৎপত্তি-স্থান নাই।

তিনি অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়। শুদ্ধ জগৎকে অধ্যাত্মভাব শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি (কালীরূপ) কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু শিব, কালপুরুষ হইলেও সেই স্বতঃনিত্যা-প্রকৃতি অর্থাৎ কালরূপা কাল-কামিনী কালীই তাঁহার কল্পিত-মূর্ত্তির উৎপত্তি-স্থান বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। অতএব যেখানে উৎপত্তি সেই খানেই নিবৃত্তি, অর্থাৎ যাঁহাতে উৎপত্তি তাঁহাতেই নিবৃত্তি হওয়া যে প্রাকৃতিক নীতি, এই সত্য প্রতিপাদন জন্যই, শিব মৃতকল্প কালী-পদ-তলে পতিত আছেন। এতদ্দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরূপমাত্রেরই পতন অর্থাৎ লয় আছে।

(ঘ) 'মৃত্যুই' দেহীদিগের দেহ-রাজ্যে, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তিস্বরূপ সৈন্যসামন্তগণকে সঙ্গে লইয়া, সম্পূর্ণ পরমায়ু-কাল, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ দেবগণের সহিত বিরোধ করিয়া, পরে অজেয় হইয়া উঠে। কিন্তু জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইলে, জ্ঞানশক্তি-প্রভাবে, তাহারা মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়। ঐশ্বরী শক্তির দুর্গা-মূর্ত্তি দ্বারা, মহিষাসুর-বধ-প্রসঙ্গে ইহাই উপদিষ্ট হই-য়াছে। ইহ জগতে ধনরত্নাদি হউক, বা বিদ্যাবুদ্ধিই হউক, সকলই যে, সেই চৈতন্যরূপিণী চিন্ময়ী-শক্তি হইতে উৎপন্ন, ইহা জানাইবার জন্য, দুর্গামূর্ত্তির দক্ষিণ-পার্শ্বে সর্ব্বরত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে এবং বামপার্শ্বে বিদ্যা-

বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে কন্যারূপে সংস্থাপন করা হইয়াছে। সৃষ্টি-তত্ত্ব যে তাঁহারই রাজ্য এবং ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে তাঁহার স্নেহদ্বারা সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক, ইহা খ্যাপনার্থ, দুর্গামূর্ত্তির দক্ষিণ-প্রান্তে গজাননকে এবং বামপ্রান্তে কার্ত্তিকেয়কে অপত্য-রূপে সংস্থাপন করা হইয়াছে। যিনি যতবড় দুর্জ্জয় বা খল হউন না কেন, সকলেই যে, তাঁহার বশীভূত, ইহা জানাইবার জন্য, দুর্গামূর্ত্তির পদতলে, সিংহকে এবং বাম-হস্তে, সর্পকে সংস্থাপন করা হইয়াছে। স্বর্গাদি ত্রিলোক তাঁহারই রচিত, এজন্য উহাদের উপরে তাঁহার সমদৃষ্টি থাকা আবশ্যক ইহা জানাইবার জন্যই দুর্গাস্বরূপে ত্রিনয়ন দেখান হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "ধর্ম্মা-ধারা বসুন্ধরা" অর্থাৎ, পৃথিবীই সকল ধর্ম্মের আধারভূতা। বিশেষতঃ, সেই ধর্ম্মকে শাস্ত্রে দশধা বিভক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ দশ ধর্ম্মই যে, পরমা-বিদ্যা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্যই, পরমা-বিদ্যাস্বরূপা দুর্গা-মূর্ত্তিতে, দশ ভুজ সংযোজনা করা হইয়াছে।

পরন্তু, দুর্গামূর্ত্তি-কল্পনা দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্গাদেবী, দশ ভুজে অস্ত্র-ধারণচ্ছলে, রাজাদিগের সম্বন্ধে যে বিবিধাস্ত্র-শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধ-কালে রাজাদিগের সম্বন্ধে যে, সময়ে সময়ে মন্ত্রণা গ্রহণের

প্রয়োজন হয় এবং যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, ইহা জানাইবার জন্য, বিদ্যা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে মন্ত্রিস্বরূপে বামে এবং সর্ব্বরত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে কোষাধ্যক্ষস্বরূপে স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রু-সৈন্যকে উভয়দিক হইতে আক্রমণ করাই যে রাজার কর্ত্তব্য, ইহা জানাইবার জন্য, বাহনারোহী সৈন্যনায়কস্বরূপে কার্ত্তিকেয়কে বামপার্শ্বে এবং গজাননকে (গণেশকে) স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রুপক্ষকে সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ করাই যে রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা জানাইবার জন্য, নিজের সিংহবাহন দেখাইয়াছেন। পরাজিত দুর্জ্জয় শত্রুকেও যে, বন্ধনপাশে বদ্ধ রাখা রাজার কর্ত্তব্য, ইহা জানাইবার জন্য, মহিষাসুরকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া অস্ত্রক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র শত্রু হইতেও যে,কালে সশস্ত্র শত্রুরও উত্থান হইতে পারে, ইহা জানাইবার জন্য, মহিষ-স্কন্ধ হইতে অস্ত্রপাণি অসুরের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। সর্ব্বসমুদ্যোগী রাজার পক্ষে দিগ্বিজয়ী হওয়া, অর্থাৎ দশদিক অধিকার করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করা যে আবশ্যক, ইহা জানাইবার জন্য, স্বয়ংই দশভুজা হইয়া, এক এক দিক্‌পতির অস্ত্র, এক এক হস্তে ধারণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রাজার পক্ষে, স্বর্গাদি ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই, শত্রুর আশঙ্কা করিয়া, সকল দিকেই দৃষ্টি রাখা

আবশ্যক, ইহা জানাইবার জন্য, নিজের ত্রিনয়ন দেখাইয়াছেন। ফলতঃ এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক উপদেশ, স্বতঃনিত্যা-প্রকৃতির কোন কল্পিত-মূর্ত্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্র। বিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলির ধাতুপ্রত্যয়-ঘটিত অর্থ নিষ্কাশন দ্বারা কাহাকে বুঝায়?

উ। সেই একমাত্র সগুণ ব্রহ্মকেই বুঝায়। যথা; বিষ+নু=বিষ্ণু, শব্দে যিনি বিশ্বব্যাপক, তাঁহাকেই বুঝায়; হৃ+ই=হরি, শব্দে ভূভারহরণকর্ত্তাকেই বুঝায়; কৃষ+ণ=কৃষ্ণ, শব্দে যিনি সমস্ত জীবের আত্মাস্বরূপ, তাঁহাকেই বুঝায়; নার+অয়ন=নারায়ণ, শব্দে যিনি জলে এবং সমস্ত জীবে আশ্রয়স্বরূপে বিদ্যমান, তাঁহাকেই বুঝায়। অতএব সেই সগুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ স্বতঃনিত্যা-প্রকৃতি ভিন্ন, অন্য কাহাতেও বিশ্বব্যাপকত্ব নাই—তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও, ভূভারহরণ করিবার ক্ষমতা নাই—তিনি ভিন্ন অন্য কেহই, সমস্ত জীবের আত্মাস্বরূপ হইতে পারেন না এবং তিনি ভিন্ন অন্য কেহই, সমস্ত জীবে আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহা হইতেই এই জগদ্রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যক্ষভাবে ইহার কোন সংস্রবই নাই। এইরূপ ঈশ্বরের প্রকৃতি-পুরুষাত্মক যাবতীয় স্বরূপমূর্ত্তি, যতপ্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে সকলেরই ধাতু-

প্রত্যয়-ঘটিত অর্থ নিষ্কাশন করিলে, সেই একমাত্র সগুণ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু, তিনিই সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্রহ্ম। অতএব জীবের পক্ষে তাঁহারই স্বরূপতত্ত্বের উপসনার একান্ত আবশ্যকতা আছে। ক্রমশঃ, স্বরূপ-উপাসনা করিতে করিতে, যখন তাঁহার নামরূপ অন্তর হইবে, তখনই জীব তাঁহার নির্গুণতা প্রাপ্ত হইবে।

প্র। শুদ্ধ ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বের উপাসনা করিলেই কি কাজ হয়?

উ। না; ঈশ্বরের স্বরূপমূর্ত্তির অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-ভাব হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষের পক্ষে সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ, সদ্‌গুরু যতক্ষণ ঐ সকল বিষয়ের অধ্যাত্মতত্ত্ব-ঘটিত বার্ত্তা বিশদরূপে বুঝাইয়া না দেন, ততক্ষণ মানুষ উহার কিছুই অবগত হইতে পারে না।

প্র। জগতে যখন অধর্ম্মস্রোতঃ বড়ই প্রবল হয়, তখন তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি?

উ। সগুণ ব্রহ্মেরই বিশেষ শক্তি-পরিচালনার আব-শ্যক হয়; এজন্য অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। অর্থাৎ, অধর্ম্মস্রোতঃ নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হই।

প্র। ইহার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, জগতে অধর্ম্মস্রোতঃ শতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অকালে সৃষ্টি লয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এজন্য সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত, সে অধর্ম্ম-স্রোতঃ নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনের বিশেষ আবশ্য-কতা আছে।

প্র। অধর্ম্মস্রোতঃ কখন প্রবল হয়?

উ। এক গুণের প্রাবল্যে অপর গুণ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এজন্য জীবে রজোগুণের আধিক্যে সত্ত্বের অপকর্ষতা জন্মে; সুতরাং তখনই জগতে অধর্ম্ম-স্রোতঃ প্রবল হইয়া পড়ে।

প্র। "ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই", এ কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কেন?

উ। শাস্ত্রে, তাঁহাকেই সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ-সম্ভূত বিষ্ণু মূর্ত্তিরই রূপান্তর বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ফলতঃ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ব্যতীত রজোগুণ দমন হয় না, এজন্য সত্ত্বগুণ-সম্ভূত পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই দ্বারা অধর্ম্ম-স্রোতঃ নিবারণের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

প্র। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংশ প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিবার জন্য, ভগবানের অবতারের আবশ্যকতা কি?

উ। একপক্ষে, উহারা প্রবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী অজেয় দৈত্য। এজন্য উহারা সাধারণ মনুষ্যের অবধ্য; সুতরাং তাহাদিগকে বধ করিতে হইলে

লোকাতীত শক্তিরই প্রয়োজন। এনিমিত্ত তাহাদের বধের জন্য ভগবান্‌কেই অবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অপরপক্ষে, উহারাই মহামোহ স্বরূপ অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতেই মহামোহের উৎপত্তি। বস্তুতঃ মহামোহই তত্ত্বজ্ঞানকে অপহরণ করে। এজন্য মহা-মোহস্বরূপ দৈত্যেরা চিরকালই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যপুরু-ষের বৈরী। ফলতঃ মহামোহকে নষ্ট করিতে হইলে, যেমন জ্ঞান দ্বারা তাহার মূলস্বরূপ অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে হয়, তদ্রূপ মহামোহস্বরূপ দুর্জ্জয় দানবদিগকে বিনাশ করিতে হইলেও, জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যপুরুষেরই আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়।

প্র। বলিকে ছলনা করিবার উদ্দেশ্য কি ?

উ। বলি নিজে মূর্ত্তিমান্ অভিমান। বস্তুতঃ, অভিমান নিবৃত্তি করিতে হইলে, যেমন তাহার মূলস্বরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি করিবার জন্য, জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ অভিমানস্বরূপ বলির দর্পচূর্ণ করিবার জন্য, জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যপুরুষেরই আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্র। ভগবানের রামাবতারের উদ্দেশ্য কি ?

উ। প্রথমতঃ, জগদ্ধাতার বিশ্বকার্য্যের প্রতিহর্ত্তা-দিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যাধিকারের কর্ত্তব্য বিষয়গুলি নিজে আচরণ করিয়া,

লোকশিক্ষা দেওয়া ; এতদুভয় কারণ জন্য, ভগবানকে রামরূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

প্র। রামায়ণ গ্রন্থ হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায় ?

উ। রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, তাহাতে ধর্ম্মনীতি-সংযুক্ত রাজনীতি এবং সমাজনীতি-বিষয়ক বহুতর সারগর্ভ উপদেশ পাওয়া যায় ; কিন্তু এস্থানে সেগুলি সমস্ত বর্ণন করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি স্থূল স্থূল উপদেশের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে পিতা যেরূপ মান্য, অর্থাৎ পিতার প্রতি পুত্রের যেরূপ সম্মান-প্রদর্শন করা উচিত এবং যেরূপে পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালন করা উচিত, শ্রীরাম-চন্দ্রের বনবাসচ্ছলে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই, একমাত্র পিত্রাজ্ঞা-প্রতিপালনকে পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ, জীবনের সমস্ত সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, জটাবল্কল পরিধানপূর্ব্বক বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে, তাহারা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অতুল ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করিবে ; কিন্তু কদাচ সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইবে না। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-ব্যাপারে পুত্রের পিত্রাজ্ঞা-প্রতিপালন করা এবং পিতাকে সত্যপাশ

হইতে মুক্ত করা, এই দুইটি উপদেশ উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। রাজা দশরথ রামগত-প্রাণ হইয়াও, কেকয়ীর নিকট সত্য-প্রতিপালনার্থ, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে বনবাসাজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তথাপি সত্য-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন নাই। অতএব সত্য-প্রতিপালন যে, মনুষ্যের পক্ষে পরমধর্ম্ম, এতদ্দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইযাছে।

৩। লক্ষ্মণের প্রতি দশরথের বনবাসাজ্ঞা ছিল না; তথাপি তিনি সৌভ্রাত্রের অনুরোধে, পিতৃবৎ পূজনীয় জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যার্থে শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, লক্ষ্মণের বনবাস-ব্যাপারে, সৌভ্রাত্রের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে।

৪। ভরতের কোশল-সিংহাসনে বীতস্পৃহা এবং তদুপরি শ্রীরামচন্দ্রের কাষ্ঠ-পাদুকা রক্ষা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর কাল যাবৎ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাতে, যেমন সৌভ্রাত্রের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ ধর্ম্মশীল রাজার রাজ্যে, কিয়ৎকালের জন্য রাজশূন্য হইলেও যে, সে রাজ্যে, রাজশ্রী অচলাভাবেই থাকেন, ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে।

৫। মনুষ্যের পক্ষে স্ত্রৈণ হওয়া যে, অশেষ অমঙ্গলের কারণ, কেকয়ী-বাক্যে রাজা দশরথের শ্রীরাম-

চন্দ্রকে বনবাস দেওয়াতেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইয়া, দশরথের মৃত্যু-সংঘটন হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রৈণ পুরুষের পক্ষে, জীবিত থাকা অপেক্ষা, মরণই মঙ্গল।

৬। রাজা দশরথ জানকীকে বনবাসাজ্ঞা দেন নাই, বরং তাঁহাকে কৌশল্যার নিকট থাকিবার জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়াও, রামসহ বনচারিণী হইয়াছিলেন; কারণ তিনি জানিতেন যে, "ছায়েবানুগতাঃ স্ত্রীয়ঃ", অর্থাৎ স্ত্রীগণ ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবে; যেহেতু, প্রকৃতি-পুরুষ বিভিন্ন নহে, একই পদার্থ। অতএব মনুষ্যলোকে স্ত্রীদিগের এই দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করা উচিত।

৭। আচণ্ডাল ঋষিলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সমানভাব প্রদর্শন করা যে মহতের কার্য্য, ইহা দেখাইবার জন্যই, সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্র গুহকের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন।

৮। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন-ব্যাপারে, কুলটা স্ত্রীলোকদিগের পরিণামে যে সূর্পনখার ন্যায় দুরবস্থার একশেষ হয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

৯। পর্ণকুটিরে, জানকীকে একাকিনী রাখিয়া, শ্রীরামের স্বর্ণমৃগ অন্বেষণে যাওয়ার মধ্যে, রাবণ কর্ত্তৃক

সীতাহরণ-ব্যাপারে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যতই উৎকৃষ্ট বা উপাদেয় বস্তু লাভ হউক না কেন, তল্লাভার্থে স্ত্রীকে একাকিনী ফেলিয়া কুত্রাপি গমন করা স্বামীর উচিত নহে।

১০। সীতার বাক্যে নির্ভর করিয়া, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া, লক্ষ্মণের রামোদ্দেশে বাহির হওয়া ব্যাপারে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সহসা কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

১১। সীতা ফলমূলাহারিণী, পর্ণকুটিরবাসিনী এবং বনচারিণী হইয়াও যে রাবণকে ভিক্ষা দিতে যাইয়া নিজে অপহৃতা হইয়াছিলেন; এতদ্দারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আশ্রমীর পক্ষে সম্পন্নাসম্পন্ন বিচার পরিহারপূর্ব্বক, অভ্যাগতকে যথাসাধ্য সৎকার করা উচিত; অর্থাৎ অতিথিকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে।

১২। রাবণের সাধুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া অসাধুর কার্য্য করা, অর্থাৎ সীতাহরণ-ব্যাপারে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সাধুর বেশ দেখিলেই সহসা তাহাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে এবং সাধুর বেশ ধরিয়া অসাধুর কার্য্য করিলে, তাহার পরিণামও বিষম অনর্থেরই হইয়া থাকে।

১৩। ত্রিভুবন-বিজয়ী লঙ্কেশ্বরের এককালে অধঃপতন দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, "অত্যুত্থানায়

হি পতনায়'', অর্থাৎ অতি বাড়াবাড়ি হইলেই তাহার পতন নিশ্চয়।

১৪। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা।
বানরেন সহায়েন জিত্তোলঙ্কাং রঘুত্তমঃ"॥

অর্থাৎ, স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য যে, অতি জঘন্য পুরুষেরও সহায়তা গ্রহণ করা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের বানর-সখ্যতা দ্বারা, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৫। হনুমানের ঔষধ আনয়ন ব্যাপারে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, প্রভু-কার্য্যের জন্য ভৃত্য স্বীয় জীবনপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবে, তথাপি প্রভুর আজ্ঞা প্রতি-পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবে না।

১৬। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা এবং বনবাস ব্যাপারে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব নিহিত আছে। বস্তুতঃ রাজার, প্রজারঞ্জনানুরোধে যে কি কর্ত্তব্য, শ্রীরাম কর্ত্তৃক নির্দ্দোষা এবং নিরপরাধা জানকী পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিতা হওয়াতে, তাহা বিশিষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৭। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে, হিরণ্ময়ী সীতার প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করান দ্বারা, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, প্রকৃতি-পুরুষ অভিন্নাত্মক এবং প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের কোন কার্য্যই নাই।

১৮। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগ (মায়ামৃগ) অন্বেষণে যাওয়া কালীন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এবং তজ্জনিত শ্রীরামচন্দ্রকে যে অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহাও রামায়ণে বিবৃত আছে। ফলতঃ এতদ্দারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ইহ জগতে কেহ যেন, নিত্য-বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনিত্যের অনুসরণ না করে—করিলে তাহার ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া পরিণামে তাহাকে শ্রীরামের ন্যায় দুর্বিবষহ ক্লেশভোগ করিতে হয়।

প্র। এস্থলে নিত্য-বস্তু কে—এবং অনিত্যই বা কে ?

উ। পরমাবিদ্যা সীতাই নিত্যা-প্রকৃতি; সুতরাং তিনিই নিত্য-বস্তু ; এবং রাবণের মায়াসম্ভূত স্বর্ণমৃগ অর্থাৎ মায়ামৃগই অনিত্য-বস্তু। অতএব, জীব যেন অনিত্য সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিত্য-বস্তুকে পরিহার না করে।

প্র। রাজা দশরথের গৃহে ভগবানের স্বরূপ-আবির্ভাবের কারণ কি ?

উ। প্রথম কারণ, ত্রিলোকের মধ্যে প্রবলতম শত্রু যে রাবণ, তাহাকে দমন করিবার জন্য যখন তাঁহাকে বীরভাবে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তখন কোন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। দ্বিতীয় কারণ; রাবণাদি রাক্ষসকুল বিনাশ দ্বারা জগতে অধর্ম্ম-

স্রোতঃ নিবারণপূর্ব্বক, ধর্ম্মসংস্থাপন করা যখন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ধার্ম্মিকপ্রবর কোন নৃপতিকুলে জন্ম-পরিগ্রহ করাই উচিত। এজন্য রাজা দশরথের গৃহেই ভগবানের স্বরূপ-আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

প্র। রাজা দশরথ যে প্রবলপরাক্রান্ত এবং ধার্ম্মিক-প্রবর ছিলেন, তাহা কি প্রকারে বোধগম্য হয়?

উ। তদীয় নামার্থ দ্বারাই বোধগম্য হয়।

প্র। সে কেমন?

উ। একপক্ষে, দশ শব্দে দশ দিক এবং রথ শব্দে গমনার্থ যানকে বুঝায়। বস্তুতঃ ঊর্দ্ধাধঃ দশ দিকে যাঁহার রথের গতি থাকে, অর্থাৎ যিনি স্বীয় বাহুবলে দশ দিক জয় করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহাকেই প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা বলা যায়। অপরপক্ষে, দশ শব্দে দশ ধর্ম্ম এবং রথ শব্দে আধার বুঝায়। ফলতঃ যিনি দশ ধর্ম্মের আধারস্বরূপ, তাঁহাকেই ধার্ম্মিক-প্রবর বলা যায়। অতএব রাজা দশরথের গৃহে শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাব যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হয়।

প্র। অধ্যাত্মকল্পে ইহার কোন অর্থ আছে কি না?

উ। আছে।

প্র। সে কি?

উ। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ধর্ম্মই জ্ঞানের আধার, অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। এজন্য ধার্ম্মিক-

প্রবর রাজা দশরথের গৃহে জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যপুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্র। রামায়ণে সীতাকে অযোনি-সম্ভবা বলিয়া বর্ণন করিবার কারণ কি ?

উ। পরমাবিদ্যাই সর্ব্ব রামায়ণে সীতা নামে অভি-হিত। বস্তুতঃ, তিনিই স্বতঃনিত্যা-প্রকৃতি। তিনি কোন যোনি হইতে উৎপন্ন নহেন। তিনি সর্ব্বথা অনাদ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়া। এজন্য, পরমাবিদ্যা-স্বরূপা সীতাকে রামায়ণে অযোনি-সম্ভবা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

প্র। যজ্ঞভূমি-কর্ষণে সীতার উৎপত্তি হইবার তাৎ-পর্য্য কি ?

উ। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "ধর্ম্মাধারা বসুন্ধরা", অর্থাৎ পৃথিবীই সকল ধর্ম্মের আধারভূতা এবং সেই ধর্ম্ম হইতেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়। এজন্য পৃথিবী হইতেই জ্ঞান-স্বরূপা সীতার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

প্র। রাজর্ষি জনকের গৃহে সীতার আবির্ভাবের কারণ কি ?

উ। রাজর্ষি জনকই রাজযোগ নিষ্ণাত পরম যোগী ছিলেন, এজন্য তিনি যোগবলেই বিদ্যাস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে, তদ্দ্বারা যে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, মিথিলাধিপতির জ্ঞান-

স্বরূপা সীতা কন্যাদানে, পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়াতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

প্র। রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ-ব্যাপার উল্লিখিত হইবার কারণ কি?

উ। রামায়ণে, তত্ত্বজ্ঞানাপহারী রিপু সকলকে রাক্ষসরূপে এবং জ্ঞানস্বরূপা পরমাবিদ্যাকে সীতাস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন; কারণ, কামাদি রিপুসমূহ হইতে যেমন তত্ত্বজ্ঞানের অপহরণ হয়, তদ্রূপ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ-ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু, যোগস্থান-স্থিত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য পরমাত্মার সহিত কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নভাব হইলে, যেমন মহামোহ কর্ত্তৃক জ্ঞানের অপ-হরণ হয়, তদ্রূপ, শ্রীরামচন্দ্রের অত্যল্প সময়ের জন্য মায়া-মৃগ অন্বেষণে যাওয়ার মধ্যেই, পঞ্চবটী হইতে মহামোহ-স্বরূপ রাবণকর্ত্তৃক জ্ঞানস্বরূপা সীতা অপহৃতা হইয়াছিলেন।

প্র। রাবণ সাধুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সীতাহরণ করিয়া-ছিলেন কেন?

উ। প্রকৃত জ্ঞান-প্রাপ্তির অভিলাষী না হইয়া, শুদ্ধ বিষয় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করণাভি-প্রায়ে, জ্ঞান-লাভের বাসনা করিলে, কপটতা অবলম্বন-ব্যতিরেকে তাহা লাভ করা যায় না, এজন্য রামায়ণে কপট-সন্ন্যাসিবেশে, রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ-ব্যাপার উল্লি-খিত হইয়াছে।

প্র। অধ্যাত্মকল্পে, লঙ্কাদ্বীপ এবং রাক্ষসাদির সহিত কাহাদের তুলনা হয় ?

উ। অধ্যাত্মকল্পে, লঙ্কাদ্বীপ মানবদেহের স্বরূপ। যেমন লবণসমুদ্রমধ্যে লঙ্কাদ্বীপ ভাসমান, তদ্রূপ, সংসার-সমুদ্রমধ্যেও মানবদেহ ভাসমান। রাবণাদি রাক্ষসগণ যেমন লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া বাস করিত, কামাদি রিপুসকলও তদ্রূপ, মানবদেহ অধিকার করিয়া বাস করে। লঙ্কাস্থ রাক্ষসগণের মধ্যে রাবণ যেমন সর্ব্ব-প্রধান, শরীরস্থ রিপুসমূহের মধ্যেও, তদ্রূপ মহামোহ সর্ব্বপ্রধান। লঙ্কাদ্বীপমধ্যে যেমন রাবণ ও বিভীষণ এক হইতে উৎপন্ন হইয়াও পরস্পরে বিপরীত ভাবাপন্ন, শরীরমধ্যেও তদ্রূপ মহামোহ এবং বিবেক এক হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাহারাও পরস্পরে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। লঙ্কাদ্বীপে যেমন অশোকবন, শরীরমধ্যেও তদ্রূপ সন্তোষরূপ নন্দনকানন। অশোকবনে যেমন সীতা, নন্দন-কাননেও তদ্রূপ পরমাবিদ্যা। লঙ্কায় যেমন রাবণের দুর্ম্মুখা দুর্ম্মতি, ত্রিজটাদি চেড়ীগণ, শরীরমধ্যেও তদ্রূপ কুমতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি মহামোহের সহচরীগণ। লঙ্কায় যেমন বিভীষণ-পত্নী সরমা, শরীরমধ্যেও তদ্রূপ বিবেক-পত্নী সুমতি।

মহামোহ শুদ্ধ বিষয়-সন্দর্শন করে, বিবেক শুদ্ধ পর-মার্থ-পথ অন্বেষণ করে। মহামোহ যেমন সর্ব্বক্ষণ বিবে-

কের প্রতিপক্ষতাচরণ করে, রাবণও তদ্রূপ সর্ব্বক্ষণ বিভীষণকে উৎপীড়ন করিত। বিবেক যেমন অনুক্ষণ জ্ঞানের অনুসরণ করে, বিভীষণও তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য-পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ, রামায়ণের প্রত্যেক অংশেরই নিগূঢ়তত্ত্ব নিষ্কাশন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণ গ্রন্থ কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত-বার্ত্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্র। রামাবতারের ন্যায়, কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

উ। অধর্ম্মস্রোতঃ নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা, জীবকে কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ বিষয়রস-পূর্ণ সংকীর্ণ-হৃদয় মানবগণকে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক জ্ঞানকাণ্ডের পথ প্রদর্শন করা এবং ভগবৎ-প্রেম-লাভার্থ কি কি ভাবের আবশ্যক, সামান্যতঃ, এই কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেওয়াই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। ভগবৎ-প্রেম-লাভার্থ কোন্ কোন্ ভাবের প্রয়োজন হয়?

উ। শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই কয়েকটি ভাবেরই আবশ্যকতা আছে।

প্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন?

উ। জ্ঞান যে কেবল ধর্ম্মকেই আশ্রয় করে, ইহা

জানাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি?

উ। অধর্ম্মস্রোতঃ নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। সে কেমন?

উ। অধর্ম্মের অনুচরবর্গ দুর্য্যোধনাদি রাজন্যগণ, রজোগুণে বিমুগ্ধ হইয়া, ন্যায়মার্গ পরিহারপূর্ব্বক, যেরূপে পাণ্ডবগণকে দুর্ব্বিষহ কষ্ট দিয়াছিল, তাহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। ফলতঃ, এই অধর্ম্মস্রোতঃ নিবারণ জন্য, দুর্য্যোধনাদি কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। মহাভারতে, দ্রৌপদীকে অযোনিসম্ভবা বলিয়া বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। দ্রৌপদী অর্জ্জুন-পত্নী ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে অযোনিসম্ভবা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছিল। ফলতঃ, জ্ঞানকাণ্ডে নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী, নিত্যা-প্রকৃতি বলিয়া, তিনি যেমন অযোনিসম্ভবা, কর্ম্মকাণ্ডেও, অর্জ্জুন পুরাণ পুরুষ বলিয়া, তাঁহার পত্নী দ্রৌপদীও, তদ্রূপ অযোনি-সম্ভবা ছিলেন।

প্র। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কে?

উ। প্রথমতঃ, উহারা এক ভিন্ন দুই নহে ; যেহেতু, মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের শরীরস্থ পাঁচটি তেজ হইতে পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব, তাঁহারা পাঁচটি বিভিন্ন নামরূপে সৃষ্ট হইলেও, এক ভিন্ন পাঁচ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহজগতে, এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই ; বিশেষতঃ সেই একমাত্র নিত্য-বস্তু যে ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষ-প্রকৃতিরূপে কল্পিত। ফলতঃ, জগতে যত বিভিন্নদেহী পুরুষ দেখা যায়, সে সকলেই এক পুরুষ, এজন্য পঞ্চপাণ্ডবও একই পুরুষমধ্যে পরি-গণিত ; তাঁহাদের দেহ কেবল কল্পনামাত্র। অতএব, একমাত্র প্রকৃতিস্বরূপা দ্রৌপদীর, এক পুরুষস্বরূপ পঞ্চ-স্বামী বর্ণনা, কোনক্রমেই অযৌক্তিক হয় নাই।

প্র। শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ করা দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয় ?

উ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি যে, প্রকৃতই প্রকৃতিরূপ, পুরুষরূপ নহে, এই জ্ঞান উপলব্ধ হয়।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যে মায়াশক্তি দ্বারা কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সে মায়াশক্তি, প্রকৃতি রূপেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ফলতঃ পুরুষরূপে যে কোন মায়া নাই, ইহা বেদ বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রদ্বারাই সপ্র-মাণ হইয়াছে। এজন্য, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

পুরুষ সর্ব্বথা মায়াতীত। বিশেষতঃ, আত্ম-তত্ত্বের শেষ-ভাগেও লিখিত হইয়াছে যে, শরীরাদি উপাধিবিশিষ্টের নাম জীব এবং মায়াদি উপাধিবিশিষ্টের নাম ঈশ্বর। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই মহামায়া ব্রহ্মশক্তি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার উদ্দেশ্য কি?

উ। প্রকৃতি-পুরুষ যে অভিন্নাত্মক; অর্থাৎ জগতে একমাত্র পুরুষই (ব্রহ্মই) নিত্য এবং বিভিন্নদেহী যত প্রকৃতি, সকলেই সেই একমাত্র পুরুষেরই অন্তর্নিহিত শক্তির (নিত্যাপ্রকৃতির) রূপান্তরমাত্র, ইহা প্রতিপন্ন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, জগৎকে এই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই রাসলীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্র। শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বলিবার কারণ কি?

উ। জ্ঞানকাণ্ডে জীব-হৃদয় যে আত্মারই লীলাস্থল, এই জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য, কর্ম্মকাণ্ডেও শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এজন্য, সংগীত-লহরীর অনেক স্থলেই 'হৃদ্‌বৃন্দাবন' এইরূপ উক্তি দেখা যায়।

প্র। বৈষ্ণব গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক, গোপিনীদের বস্ত্র-হরণ-ব্যাপার উল্লিখিত হইবার কারণ কি?

উ। ঐশ্বরিক প্রেমের নিকট লজ্জা যে স্থান পায়

না, ইহা জানাইবার জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনী-দের বস্ত্র অপহৃত হইয়াছিল।

প্র। ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব যে, কল্পনা-প্রসূত, এ জ্ঞান মানুষ কখন উপলব্ধ করিবে?

উ। কিয়ৎকাল যাবৎ স্বরূপ-মূর্ত্তির উপাসনা করিতে করিতে, মানুষ যখন জ্ঞানযোগে ঐ সকল স্বরূপ-মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সহিত, পার্থিব পদার্থ সকলের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিতে পারিবে,তখনই সৃষ্টি ও ব্রহ্মে একত্বজ্ঞান জন্মিবে এবং মানুষের অন্তর হইতে ভ্রান্তি দূর হইয়া ঈশ্বরের নামরূপেরও অন্তর হইবে। ফলতঃ, তখনই মানুষ, ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব যে, প্রকৃতই কল্পনা-প্রসূত, এ জ্ঞান অনায়াসে উপলব্ধ করিতে পারিবে।

প্র। আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

উ। আহার-বিশেষ দ্বারাই, মানুষের শরীরে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়; ফলতঃ, সত্ত্বগুণের আধিক্য না হইলে মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। এজন্য, পূর্ব্বতন শাস্ত্রকর্ত্তারা সাত্ত্বিক এবং রাজসিক-ভেদে মানুষের আহারীয় দ্রব্যের বিভিন্নতা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্বগুণের এবং রাজসিক আহার দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়া প্রকৃতি-সিদ্ধ। অতএব যাঁহারা বলেন, আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যায়?

প্র। দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে সত্ত্বাদি গুণভেদে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উ। আছে। যথা,—সাত্ত্বিক পূজা, রাজসিক পূজা এবং তামসিক পূজা। ফলতঃ, সকল প্রকার উপাসনার মূলেই সত্ত্বভাবের আবশ্যকতা আছে, যেহেতু সত্ত্ব-জ্ঞান ভিন্ন মানুষের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না।

প্র। তান্ত্রিক উপাসনা কি?

উ। বৈদিক উপাসনা যেমন ব্রহ্ম-সাধনা, তান্ত্রিক উপাসনাও তদ্রূপ শক্তি-সাধনা।

প্র। শাক্ত কাহাকে বলে?

উ। শক্তি-উপাসকদিগকেই শাক্ত কহে।

প্র। সকল শাক্তেরই কি উপাসনা-প্রণালী এক?

উ। না; কারণ উহাদের মধ্যেও উপাসনার প্রণালী-ভেদ আছে।

প্র। তান্ত্রিকদিগের মধ্যে যে পঞ্চমকার দ্বারা বীরভাবের সাধনা হয়, সে পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ কি?

উ। নিম্নে তাহার যাথার্থ্যতত্ত্ব লিখিত হইল?

প্র। যে পঞ্চতত্ত্ব সাধনা দ্বারা, কালিকা দেবী সন্তুষ্ট হন, সে পঞ্চতত্ত্ব কি?

উ। কৈলাস তন্ত্রে ১০ম পর্ব্বে পূর্ব্ব-খণ্ডে লিখিত আছে,—

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেবচ।
এতৈর্মামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্য তুষ্টাস্মি সর্ব্বদা॥
মদ্যং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রোমৎস্যস্ততঃপরম্।
মুদ্রা ত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ॥" দেববাণী॥

অস্যার্থ। কালিকা দেবী কহিতেছেন, যে ব্যক্তি মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে অর্চ্চনা করে, আমি সদাই তাহার প্রতি তুষ্ট থাকি। এস্থলে মদ্য শব্দে বিষ্ণু, মাংস শব্দে বিধি, মৎস্য শব্দে রুদ্রদেব, মুদ্রা শব্দে ঈশ্বরনামক শিব এবং মৈথুন শব্দে পরমশিবকে বুঝাইতেছে।

"নামান্যেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানি তে।
ইত্যুক্তা সহসা বাণী তত্রৈবান্তরধীয়ত"॥

অর্থাৎ, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু হইতে এই পঞ্চতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, এই বলিয়া দৈববাণীর অন্তর হয়।

তত্রৈব আদিপ্রকৃতির উক্তি—

"এবং শ্রুত্বা ততোধাতা বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
তদৈব ব্রহ্মণো দেহাৎ পঞ্চতত্ত্বং সমুল্লসৎ॥
প্রাণেন মদিরা জাতা হ্যপানেনাপ্যজঃ স্বয়ং।
সমানেন তথা মৎস্যং উদানেন তু চর্ব্বনম্॥

ব্যানেন শক্তিঃ সম্ভূতা ব্রহ্মণঃ পুরতস্তদা।
যজনার্থং সমুৎপন্নং জ্ঞানং মনসি বেধসঃ ॥
ততস্তৈঃ পূজিতা দেবী বিধিনা বিধিপূর্ব্বকং।
প্রত্যক্ষাসমভূস্তত্র প্রসন্না জগদম্বিকা" ॥

অর্থাৎ, প্রাণ-বায়ু হইতে মদ্য, অপান-বায়ু হইতে মাংস, সমান-বায়ু হইতে মৎস্য, উদান-বায়ু হইতে মুদ্রা এবং ব্যান-বায়ু হইতে শক্তি এই পঞ্চতত্ত্ব আবির্ভূত হন।

প্র। এতদ্দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। এতদ্দ্বারা, মদ্য (প্রাণ-বায়ু) হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, মাংস (অপান বায়ু) হইতে আত্মসমর্পণ, মৎস্য (সমান-বায়ু) হইতে সর্ব্বপ্রাণীতে সমজ্ঞান, মুদ্রা (উদান-বায়ু হইতে সৎসঙ্গ-সহবাস এবং মৈথুন (ব্যান-বায়ু) হইতে কুলকুণ্ডলিনা শক্তিকে আত্মায় সংযোগ-করণ, ইহাই বুঝাইতেছে।

প্র। নির্ব্বাণ-মুক্তির হেতু কে?

উ। কৈলাস তন্ত্রে ১ম পটলে বলিয়াছেন "পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি! নির্ব্বাণ-মুক্তিহেতবে"। অর্থাৎ এই পঞ্চতত্ত্বই নির্ব্বাণ-মুক্তির হেতু।

প্র। পঞ্চতত্ত্বই যে নির্ব্বাণ-মুক্তির হেতু, তাহার প্রমাণ কি?

উ। "যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকার-নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্" ॥

অস্যার্থ। নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মে যোগবল দ্বারা যে প্রমত্ত-জ্ঞান তাহার নাম মদ্য। সুরাপায়ী ব্যক্তিরা যেমন শরীর-রক্ষণাবেক্ষণ-বিষয়ে শূন্যজ্ঞান হইয়া বৃথা আনন্দ লাভ করে, তদ্রূপ বিষয়-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যে আনন্দ-জ্ঞান তাহারই নাম মদ্য।

"মাংসনোতি হি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন চ কায় প্রতিকন্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে" ॥

অস্যার্থ। সাধকের নিজকৃত সদসৎ কর্ম্ম, মন্ত্র-পূর্ব্বক আমাতে সমর্পণ করার নামই মাংস। ফলতঃ, যোগীরা শরীরের অংশ-বিশেষকে মাংস বলেন না।

"মৎসমানং সর্ব্বভূতেষু সুখদুঃখাদি মৎ-প্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিকজ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্" ॥

অস্যার্থ। আমার ন্যায় সর্ব্বভূতেরই সমান সুখদুঃখ আছে; অর্থাৎ আমি যে যে বিষয়ে সুখী বা দুঃখী হই, সকল জীবই সেইরূপ হইতে পারে। এই যে সাত্ত্বিক-জ্ঞান, তাহারই নাম মৎস্য।

"সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গ-মুদ্রণংযৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতম্" ॥

অস্যার্থ। সৎসঙ্গ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এবং অসৎসঙ্গ দ্বারা বন্ধন হয়। অতএব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগকরণের নামই মুদ্রা।

"কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্"॥

অস্যার্থ। মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই দেহীদিগের দেহরক্ষা করেন। ফলতঃ, সেই শক্তিকে (ষট্‌চক্র-ভেদ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া শিরস্থ সহস্রদল কমলকর্ণিকান্তর্গত) পরমশিবেতে সংযোগ করণের নামই মৈথুন।

"সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে।
মৈথুনং পরমং দ্রব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
যোগিনীতন্ত্র॥

অস্যার্থ। সহস্রদল কমলান্তর্গত কর্ণিকামধ্যস্থ বিন্দু, অর্থাৎ পরমশিবের সহিত, নাদরূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তির যে মিলন, যোগীগণ তাহাকেই মৈথুন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ, অন্তর্জগতের এই দৃষ্টান্তানুযায়ী, বাহ্যজগতেও স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইয়াছে।

প্র। এতদ্দ্বারা আর কি জ্ঞান উপলব্ধ হয়?

উ। বাহ্যজগতে, কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা হৃদয়ে অকৃত্রিম

প্রেমের সঞ্চার হইলে, তদ্দ্বারা অন্তর্জ্জগতীয় পবিত্র প্রেমের আবির্ভাব হয়।

প্র। তান্ত্রিক মতে, ষট্‌চক্র-ভেদকে কি বলে ?

উ। ভৈরবী-চক্র-সাধনা কহে।

প্র। ষড়্‌চক্র কোথায় অবস্থিত ?

উ। মানুষের মস্তিষ্ক হইতে মূলাধার (গুহ্যদেশ) পর্য্যন্ত উর্দ্ধাধোভাবে, সুষুম্না নামে একটি নাড়ী বিদ্যমান আছে। ঐ নাড়ীতে, যে ছয়টি চক্র (গ্রন্থি) আছে, তাহাকেই ষড়্‌চক্র কহে।

প্র। পরমশিব এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কোথায় অবস্থিত ?

উ। সুষুম্নার সর্ব্বোপরি স্থান, অর্থাৎ সহস্রারে (সহস্রদল পদ্মে) পরমশিব এবং সর্ব্বনিম্ন স্থান, অর্থাৎ মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত।

প্র। পরমশিব কে ?

উ। 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ আত্মাই তন্ত্রে পরমশিব নামে বর্ণিত।

প্র। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কে ?

উ। সচ্চিদানন্দ আত্মার 'চিৎশক্তি'ই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন।

প্র। সুষুম্নার এক একটি চক্র অর্থাৎ গ্রন্থিকে কি বলে ?

উ। এক একটি পদ্ম বলে।

প্র। ছয়টি চক্র অর্থাৎ ছয়টি পদ্মের নাম কি ?

উ। গুহ্যস্থানে মূলাধার চক্র (চতুর্দ্দল পদ্ম)—লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র (ষড়্দল পদ্ম) নাভিদেশে মণিপুর চক্র (দশদল পদ্ম)—হৃদয়ে অনাহত চক্র (দ্বাদশদল পদ্ম)—কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র (ষোড়শদল পদ্ম)—ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপুর চক্র (দ্বিদল পদ্ম)।

প্র। ঐ সকল চক্রের কি কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন ?

উ। আছেন ; যথা,—প্রথম চক্রে, সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা ; দ্বিতীয় চক্রে, লক্ষ্মীসহ নারায়ণ ; তৃতীয় চক্রে, ভদ্রকালীর সহিত রুদ্রদেব ; চতুর্থ চক্রে, ভুবনেশ্বরীসহ ঈশ্বরনামক শিব ; পঞ্চম চক্রে, অর্দ্ধনারীশ্বর শিব এবং ষষ্ঠ চক্রে সিদ্ধকালী (শক্তি) অধিষ্ঠিত আছেন।

প্র। সাধক কিরূপে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করেন ?

উ। সাধক, যোগবল দ্বারা মুলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে, এক এক পদ উত্থিত করিয়া যথাক্রমে ষট্চক্রভেদপূর্ব্বক, আজ্ঞাপুরের উপরি ললাট-মধ্যস্থ 'মনের' সহিত সংমিলনপূর্ব্বক, ৮ কার ভেদ করতঃ, যখন সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত করেন, তখনই তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।

প্র। কৌল কাহাকে বলে ?

উ। তন্ত্রে উক্ত আছে,—

"কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো নহি॥
কর্দ্দমে চন্দনে দেবি! পুত্রশত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনতৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি! স এব কৌলিকোত্তমঃ।
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্॥
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি! স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ।
যস্তু ধ্যানপরো দেবি! জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ॥"

অস্যার্থ। কৌলই সাক্ষাৎ গুরু এবং কৌলই সদাশিব; কৌলই জগতে পূজ্যতম এবং কৌলের অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নহে। যাঁহাদের কর্দ্দমে চন্দনে, পুত্র শত্রুতে, প্রিয় অপ্রিয়ে, শ্মশানে গৃহে, তৃণ কাঞ্চনে কোন প্রভেদ-জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগকেই কৌলশ্রেষ্ঠ বলে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীকে আপনার তুল্য জ্ঞান করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের সকল ভূতেই ব্রহ্ম-জ্ঞান থাকে, তাঁহারাই কৌল-শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ কৌলেরা সর্ব্বদাই ধ্যান এবং জ্ঞান নিষ্ঠ থাকেন।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কৌল আছে কি না?

উ। অতি বিরল; এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্র। কৌলদের মধ্যে মদ্য-সাধক কে ?

উ। "সোমধারা ক্ষরেৎ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে!
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্য-সাধকঃ" ॥

অস্যার্থ। যে কৌল ব্রহ্মরন্ধ্র (সহস্রার) হইতে ক্ষরিত অমৃতধারা পান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করে, অর্থাৎ যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, সেই মদ্য-সাধক।

প্র। কৌলের মধ্যে মাংস-সাধক কে ?

উ। "মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা-প্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি! স এব মাংস-সাধকঃ" ॥

অস্যার্থ। মা শব্দে রসনাকে এবং তাহার অংশ বলিতে বাক্যকে বুঝায়; ফলতঃ, সেই বাক্যই রসনার প্রিয়। অতএব, সংযতবাক্য পুরুষকেই মাংস-সাধক বলে।

প্র। কৌলের মধ্যে মৎস্য-সাধক কে ?

উ। গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য-সাধকঃ ॥

অস্যার্থ। গঙ্গা (ইড়া), যমুনা (পিঙ্গলা), এই দুই নদীর (নাড়ীর) মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নামে দুইটি মৎস্য বিচরণ করে। যে ব্যক্তি উহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ শ্বাস-

প্রশ্বাস নিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা আত্মসংযম করিতে পারে, তাহাকেই মৎস্য-সাধক বলে।

প্র। কৌলের মধ্যে মুদ্রা-সাধক কে?

উ। "সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি! কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্॥
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা-সাধক উচ্যতে"॥

আগমসার॥

অস্যার্থ। শিরস্থ সহস্রদল কমলান্তর্গত, কর্ণিকা-মধ্যস্থ, হলক্ষ-ভূষিত, অকথ্যাদি রেখারূপ ত্রিকোণ যন্ত্র-মধ্যে, নির্ম্মল পারদ-সদৃশ শ্বেতবর্ণ, কোটিসূর্য্য-সদৃশ প্রভাযুক্ত, কোটি চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতল, অথচ কমনীয় এবং মহাকুলকুণ্ডলিনী শক্তি-যুক্ত যে আত্মা আছেন, তাহা যিনি বিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই মুদ্রা-সাধক কহে।

প্র। কৌলের মধ্যে মৈথুন-সাধক কে?

উ। "রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযনৌ স্থিত-প্রিয়ে॥
অকার হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

আত্মনি রমতে যস্যাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥”

অস্যার্থ। কুঙ্কুমের ন্যায় আভাযুক্ত, কুণ্ডমধ্যস্থ (মণিপুরস্থিত) রকারের সহিত আকাররূপ হংসদ্বারা অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা, বিন্দুরূপ মূলাধারান্তর্ব্বর্ত্তী যোনিমণ্ডলস্থিত মকারকে সহস্রারে সংযোজনা করিলে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহানন্দ (পূর্ণানন্দ) ভোগ হইয়া থাকে। অতএব, যিনি ঐরূপ সাধনা দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা হন, তিনিই মৈথুন-সাধক।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে কৌলেরা যে পঞ্চতত্ত্ব সাধনা-দ্বারা ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করেন তাহার উদ্দেশ্য কি?

উ। তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; কিন্তু কৌলদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানাভাব বশতঃ প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না হইয়া অধিকাংশস্থলেই বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। যেমন ঈশ্বরের নির্গুণতা লাভের জন্য সগুণ-উপাসনার আবশ্যকতা হয়, তদ্রূপ তান্ত্রিক উপাসনাতেও কৌলদের প্রকৃত অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য, যে পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই জ্ঞান লাভার্থ প্রচলিত পঞ্চতত্ত্ব সাধনারও আবশ্যকতা দেখা যায়।

প্র। আত্ম-তত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মানব-শরীরই প্রকৃত কাশী। ফলতঃ ধর্ম্ম-তত্ত্বের সহিত কাশী-তত্ত্বের

বিশেষ সংস্রব আছে, এজন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব-শরীর যে প্রকৃত কাশী, সে কেমন?

উ। যেমন, শিব-কাশীর দুই পার্শ্বে অসি বরুণা নামে দুইটি নদী প্রবাহিতা, শরীররূপ কাশীর মধ্যস্থলেও, তদ্রূপ গঙ্গা-যমুনাস্বরূপ ইড়া পিঙ্গলা নাম্নী দুইটি নদী দুই দিকে প্রবাহিতা। শিব-কাশীতে যেমন, বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা এক হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, শরীররূপ কাশীতেও তদ্রূপ সুষুম্নার এক প্রান্তে পরমশিব এবং অপর প্রান্তে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, উভয়ে এক হইয়াও পৃথকভাবে বিরাজমান। শিব-কাশীতে যেমন বহুতর দেব-মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, শরীররূপ কাশীতেও তদ্রূপ হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ দেবগণ বিরাজিত। এস্থলে এটুকু জানা আবশ্যক যে, সকল ইন্দ্রিয়েরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। শিব-কাশীতে যেমন, মানবগণ সংসার হইতে অবসর লইয়া বার্দ্ধক্য-দশায় মুক্তি ইচ্ছায় আগমন করে, শরীররূপ কাশীতেও তদ্রূপ সাধকগণ কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিয়া শেষ জীবনে অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে মুক্তি-ইচ্ছায় যোগ-মার্গ অবলম্বন করে। ফলতঃ, শিব-কাশী যেরূপ জীবের মোক্ষক্ষেত্র, শরীররূপ কাশীও তদ্রূপ সাধকের মোক্ষধাম। শিব-কাশীতে যেমন মানুষ অনন্যকাম হইয়া একাগ্রচিত্তে বিশ্বনাথে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করে, শরীররূপ কাশীতেও তদ্রূপ

সাধক তত্ত্বজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক যোগ-মার্গ অবলম্বন দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে পরমশিবে সংমিলন করিয়া মোক্ষপদ লাভ করে। শিব-কাশীতে জীব যেমন বিশ্বনাথকে দর্শন করতঃ, পরমানন্দে অবস্থিতি করে, শরীররূপ কাশীতেও সাধক তদ্রূপ আত্মায় রমণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পূর্ণানন্দ উপভোগ করে। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, এই পঞ্চমহাভূত-জাত মানব-শরীরই প্রকৃত কাশী এবং এই কাশীতেই অবস্থিত থাকিয়া মানুষ সাধনা দ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে পারে। ফলতঃ, জ্ঞানীরা শরীররূপ কাশীতেই অবস্থিত থাকিয়া জ্ঞানযোগে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হন। অতএব, মানুষ মাত্রেরই কাল্পনিক কাশীর দৃষ্টান্তে প্রকৃত কাশী-তত্ত্ব অন্বেষণ করাই উচিত; কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত সে কাশী-তত্ত্ব অন্বেষণ করা মানুষের পক্ষে বড়ই সুকঠিন।

প্র। শিব-কাশী যদ্যপি কল্পনাসিদ্ধই হয়, তাহা হইলে ইহার আবিষ্কারের আবশ্যতা কি?

উ। শরীররূপ কাশীর প্রকৃত-তত্ত্ব অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মানবের পক্ষে সহজে বোধগম্য হইবার নহে, এজন্য পূর্ব্ব-তন তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাহাদিগেরই জন্য কল্পনা দ্বারা শিব-কাশীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

প্র। জীবের মুক্তি কখন হয়?

উ। চলিত ভাষায় বলে, মরিলেই মুক্তি হয়। ফলতঃ

এই বিশ্বাসের উপরেই লোকে কাশীতে মরিতে আইসে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তি তাহা নহে। প্রকৃত মুক্তির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্র। মৃত্যু কাহাকে বলে?

উ। জীবের স্থূল-শরীর পরিত্যাগের নামই মৃত্যু।

প্র। কাশীকে মোক্ষক্ষেত্র বলে কেন?

উ। কর্ম্মক্ষেত্রের অতীত স্থান, অর্থাৎ মানুষ জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বার্দ্ধক্যে বিশ্বনাথে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক এখানে আসিয়া স্থূল-দেহ পরিত্যাগ করিবে বলিয়াই ইহার নাম মোক্ষক্ষেত্র।

প্র। তবে কি কর্ম্ম থাকিতে মুক্তি হয় না?

উ। কখনই না। কারণ, কর্ম্ম থাকিতে বাসনার নিবৃত্তি হয় না এবং বাসনার নিবৃত্তি না হইলে জীবেরও মুক্তি নাই।

প্র। জীবের মুক্তিদাতা কে?

উ। সগুণ-ব্রহ্মের, যে রূপ দ্বারা জগতের সংহার-কার্য্য, অর্থাৎ লয় সমাধা হয়.সেই শিব-স্বরূপই মুক্তিদাতা।

প্র। কাশীর অধিপতি কে?

উ। শিবই কাশীর অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। মুক্তিকালে জীবসকল কালরূপে শয়ন করে,

অর্থাৎ কালনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শ্মশান-শায়ী হয়, এজন্য কালপুরুষ শিব, যাঁহাকে শ্মশানবাসী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছে, তিনিই কাশীর অধিপতি হইয়াছেন।

প্র। কাশীকে স্বর্গাদি ত্রিলোকের অতীত স্থান বলিয়া বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য কি ?

উ। স্বর্গাদি ত্রিলোকই ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনীর কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু কাশী কর্ম্মক্ষেত্র নহে, মোক্ষক্ষেত্র ; এজন্য কাশীকে ত্রিলোকের অতীত স্থান বলা হইয়াছে।

প্র। কর্ম্ম থাকিতে মুক্তি হয় না কেন ?

উ। আত্ম-তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম-নিবৃত্তি না হইলে আত্মার পক্ষে শরীর-পরিগ্রহের নিবৃত্তি হয় না এবং শরীর-পরিগ্রহের নিবৃত্তি না হইলে জীবেরও মুক্তি নাই। ফলতঃ, বাসনা থাকিতে জীবের শরীর-পরিগ্রহ নিবৃত্তি হইবার উপায় নাই।

প্র। কাশীবাসীর কর্ত্তব্য কি ?

উ। অনন্যকাম হইয়া দিবারাত্র কেবল একাগ্রচিত্তে বিশ্বনাথে আত্মসমর্পণ করাই কাশীবাসীর কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন কাশীবাসীর অপর কোন কার্য্যই নাই।

প্র। কাশীবাসের প্রকৃত অধিকারী কে ?

উ। যে ব্যক্তি সংসার আশ্রমোক্ত সমগ্র ক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক ভোগবিলাশ চরিতার্থ করিয়াছেন ; বিষয়ানু-রাগে বিগতস্পৃহ হইয়া আত্ম-সংযম করিয়াছেন এবং

সকল প্রকার মায়াপাশ উচ্ছেদ করিয়াছেন, তিনিই কাশী-বাসের, অর্থাৎ মুক্তি পাইবার প্রকৃত অধিকারী।

প্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে শিব ভিন্ন কি আর কাহারও মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই ?

উ। মুক্তি দিবার ক্ষমতা তিনেরই আছে ; যেহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনই এক এবং একই তিন। কারণ, তাঁহারা তিন জনেই সগুণ-ব্রহ্মের কল্পিত-রূপ, তবে সগুণ-ব্রহ্মেরই ইচ্ছানুসারে শিব-স্বরূপ হইতে জগতের সংহার-কার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে, এজন্য লয়-কারণ শিবই মুক্তি দিবার প্রকৃত অধিকারী। বস্তুতঃ, লয় ভিন্ন যখন মুক্তি নাই, তখন সৃজন-কারণ ব্রহ্ম-স্বরূপ বা পালন-কারণ বিষ্ণু-স্বরূপ হইতে মুক্তির আশা করা যায় না ; যেহেতু তাঁহাদের সহিত লয়ের কোন সংস্রবই নাই।

প্র। সাকারবাদী কাহাকে বলে ?

উ। যাহাদের মধ্যে সগুণ-ব্রহ্মের স্বরূপ-উপাসনা প্রচলিত আছে, তাহাদিগকেই সাকারবাদী কহে।

প্র। সাকারবাদীদের সকলেরই কি উপাসনা-প্রণালী এক ?

উ। না ; যেহেতু অধিকারী ও পন্থাভেদে উপাসনা প্রণালীও বিভিন্ন।

প্র। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য ইহাদের উপাস্য কি ?

উ। যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য এবং গণ-পতিই (গণেশ) ঐ কয় সম্প্রদায়ের উপাস্য।

প্র। সামান্যতঃ, বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্তদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাবের কারণ কি ?

উ। অবিদ্যাই উহার মুল কারণ। ফলতঃ, গোঁড়া বৈষ্ণব এবং শাক্তেরাই আপনাপন অবলম্বিত দেবতাকে প্রধানতম মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব এবং প্রকৃত শৈব ইহাদের মধ্যে কখনই বিদ্বেষভাব নাই ; যেহেতু, তাহারা উভয়েই জানে যে, বিষ্ণু এবং শিব বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ যে বিষ্ণু সেই শিব এবং যে শিব সেই বিষ্ণু। এজন্য শাস্ত্রোক্ত চিত্রপটে হরি-হর-মিলন, চিত্রিত হইতে দেখা যায়।

প্র। বৈষ্ণব এবং শৈবদের প্রামাণ্য শাস্ত্র কি ?

উ। 'শ্রীমদ্ভাগবৎ' বৈষ্ণবদের এবং 'তন্ত্র' শৈবদের প্রামাণ্য শাস্ত্র।

প্র। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যভাব আছে কি না ?

উ। না ; বরং সামঞ্জস্যভাবই আছে।

প্র। সে কেমন ?

উ। ভাগবতের প্রথমে, পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্ক ভিজ্ঞঃ স্বরাট্—
ধাম্নাস্বেনসদানিরস্ত কুহকং সত্যপরং ধীমহি"।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে ;—

"স একএব সদ্রূপঃ সত্যা-দ্বৈতবিবর্জ্জিত—
তৎসত্যামুপাশ্রিত্য সমুদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥"

ফলতঃ, ভাগবতে পরমেশ্বরকে যেমন নির্ম্মল, সত্য-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, বলিয়াছেন, তন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভাগবতে যেমন জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তন্ত্রেও তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। ভাগবতে তত্ত্বজ্ঞানী বৈষ্ণবের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তন্ত্রেও কৌলের তদ্রূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অতএব ভাগবতে এবং তন্ত্রে সামঞ্জস্য-ভাব ভিন্ন কোনরূপ পার্থক্যভাব দেখা যায় না।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত আছে ;—

"মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসামূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে" ॥

অর্থাৎ, যে মূঢ় ব্যক্তি মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু ও দারু (কাষ্ঠ) প্রভৃতিতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করে, তাহারা তপস্যাদি করিয়া কেবল ক্লেশভোগ করে মাত্র। ফলতঃ, মুক্তিরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় না ; যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

"বিহায় নাম রূপানি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিত তত্ত্বোয়ঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥

* * * * * *

মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসাজ্ঞানং বিনামোক্ষং ন যান্তি তে।"

অর্থাৎ, নাম-রূপ (শিব, কৃষ্ণ, দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদি নাম এবং দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণাদি রূপ) পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ; বস্তুতঃ, জপ, হোম এবং শত শত উপবাসেও মুক্তিলাভ হয় না। যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জানিয়াছেন, তিনিই মুক্ত; নাম-রূপাদি কেবল কল্পনামাত্র, অর্থাৎ বালকের ক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা জানিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনিই নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু ও কাষ্ঠাদিতে যাহারা ঈশ্বর-বুদ্ধি করে, তাহারা কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

"ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি! কর্ম্ম সংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তি ভাজনম্" ॥

অর্থাৎ, হে দেবি! কর্ম্ম পরিত্যাগ না হইলে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে শত শত কল্প (যুগ) ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলে, অর্থাৎ ইহ জগতে ঘুরিয়া বেড়াইলেও মুক্তি লাভ হয় না।

কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে;—

"অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্"॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের দেবতা অগ্নিতে, মনস্বিগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধিদের দেবতা প্রতিমায় এবং আত্মজ্ঞদিগের দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আত্মজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) দিগেরই মুক্তি আছে, অন্য কাষ্ঠাদি প্রতিমা-পূজায় মুক্তি নাই। তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রতিমা-পূজার আবশ্যকতা আছে।

ভাগবতে;—

"মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টীনামাত্মানাত্ম-বিবেকিনাম্।
রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ"॥

অর্থাৎ, ভোগাসক্ত মূঢ়দের জন্য এবং আত্মানাত্ম-বিষয়ে বিবেকশূন্য মানবগণের রুচি এবং অধিকারের জন্য বেদ ফলপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তন্ত্র

ও ভাগবতের সর্ব্বত্রই ফল-সামঞ্জস্য আছে এইরূপ যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়। তবে রুচিভেদে কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, কেহ বা দুর্গার আরাধনা করে। ফলতঃ, সকল উপাসনারই ফল সদ্গতি-লাভ।

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত আছে যে,—

"এক-মূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনোযস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে"॥

অস্যার্থ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতাই এক-মূর্ত্তি, অর্থাৎ এক মূর্ত্তিতেই তিন জ্ঞান করিতে হইবে। ফলতঃ, সমবায়-সম্বন্ধে তিন মূর্ত্তিই অভিন্নরূপে অবস্থিত। এই তিনের সম্বন্ধে যাহাদের মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, তাহাদের কখনই মুক্তি পাইবার আশা নাই।

তত্রৈব,—

"একভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনোযস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে"॥

অস্যার্থ। এই চরাচর বিশ্ব, একমাত্র যে ব্রহ্ম তাঁহারই স্বরূপ। যাহাদের মনে ইহার বিভিন্ন ভাবের উদয় হয় তাহাদের কখনই মুক্তিলাভ হয় না।

তত্রৈব ;—

"অহং সৃষ্টিহরঃ কালোঽপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোঽপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনঃ॥"

অস্যার্থ। শিব বলিতেছেন হে দেবি! আমিই সৃষ্টি, আমিই কাল, আমিই ব্রহ্মা, আমিই হরি, আমিই শূন্য, আমিই সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং আমিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ভাগবত এবং তন্ত্র বাক্যে কোন প্রভেদ প্রতীত হয় না। অতএব মনুষ্যগণ যে দেবতার আরাধনাই করুন না কেন, সর্ব্বত্রই সদ্গতি-লাভ হইবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বিদ্বেষভাব না থাকে। কারণ ঐরূপ বিদ্বেষভাব সাধনার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

গীতায় উক্ত আছে ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ, সকাম নিষ্কাম মানবের মধ্যে যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি সেই রূপেই তাহাকে তৎ-কর্ম্মের ফল প্রদান করি। যেহেতু শিবাদির রূপ আমা-হইতে বিভিন্ন নহে। হে পার্থ! মনুষ্যগণ যে যে পথেই গমন করুক না কেন, শেষ সকলেই আমাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

প্র। ভগবানের একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

উ। তিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ তাঁহার যেরূপ ধরিয়াই তাঁহাকে ভজনা করুক না কেন, পরিণামে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে সকল রূপই তাঁহাতে বিলীন হইবে; সুতরাং মানুষও যে তাঁহাতে বিলীন হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

প্র। শিব হরিভক্ত—কি হরি শিবভক্ত ?

উ। "শিবোঽপি বিষ্ণুং ভজতে কদাপি, বিষ্ণুঃ শিবং বা ভজতে কদাচিৎ।" অর্থাৎ, শিব কখন বিষ্ণুর ভজনা করেন এবং বিষ্ণুও কখন শিবের ভজনা করেন, যেহেতু তাঁহারা উভয়েই একমাত্র সগুণ-ব্রহ্মেরই কল্পিত-রূপ, কেবল কার্য্যভেদে সংজ্ঞান্তর-মাত্র।

প্র। বিষ্ণু ও শিবে যাহাদের ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাদের পরিণাম কি ?

উ। তাহাদের পরিণাম ঘোরতর নরকে গমন ভিন্ন আর কিছুই নহে; যেহেতু পণ্ডিতেরা বলেন;—

মহেশনারায়ণয়োর্বিভেদো
ন কোঽপি দৃষ্টো ন খলুশ্রুতো বা।
অদ্বৈতয়োরেব মুখাম্নবীনঃ,
সর্ব্বৈরপিশ্রূয়ত এষ বাদঃ ॥

শিবস্য বিষ্ণোঃ পরিমুক্তিরেষা,
পুরাতণী শ্রূয়তএব সর্ব্বৈঃ।
যশ্চানয়োর্ভেদধিয়ং করোতি,
নরঃ স ঘোরং নরকং প্রয়াতি॥

ফলতঃ, শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ কেবল নরকের পথ মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব 'ধর্ম্ম' কথাটির প্রকৃতার্থ অবগত হইয়া, স্ব স্ব জীবনের কর্ত্তব্য পালন দ্বারা, অভেদজ্ঞানে আপনাপন উপাস্য দেবতার আরাধনাপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য।

জীব-তত্ত্ব।

প্র। সৃষ্টিকর্ত্তা জীবসমূহকে কয় যোনিতে বিভক্ত করিয়াছেন ?

উ। স্বেদ, উদ্ভিদ্, অণ্ড এবং জরায়ু এই চতুর্ব্বিধ যোনিতে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্র। জরায়ুজ জীবের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ ?

উ। মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ।

প্র। কোন্ কোন্ পদার্থের দ্বারা মনুষ্যের উৎপত্তি হয় ?

উ। সামান্যতঃ শুক্র এবং শোণিত দ্বারাই উৎপত্তি হয়।

প্র। শুক্র শোণিত কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?

উ। প্রাণিনিকরের দেহস্থ অবিকৃত রস (যাহা ভুক্ত দ্রব্য হইতে জন্মে) সুপ্রসন্ন তেজ (১) দ্বারা রঞ্জিত হইয়া শোণিত অর্থাৎ রক্ত নামে কথিত হয়। ঐ শোণিতই স্ত্রীলোকের শরীরে রজো নামে কথিত হয়। কেহ কেহ উহাকে আবর্ত্তও কহেন।

(১) যৎকালে দেহমধ্যে পিত্তের কার্য্য স্বাভাবিকভাবে হইতে থাকে, সেই কালের তেজকে সুপ্রসন্ন তেজ কহে।

প্র। স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ আবর্ত্তে কয়টি গুণ আছে ?

উ। শীতোষ্ণ উভয়বিধ গুণই আছে। বিশেষতঃ, উহাতে উষ্ণগুণ থাকার জন্য, ঐ আবর্ত্ত আগ্নেয় বলিয়া কথিত হয়।

প্র। জীব-শোণিতে কি পঞ্চ মহাভূতের সত্তা আছে ?

উ। কেহ কেহ বলেন আছে।

প্র। স্ত্রীলোকের কত বৎসর বয়ঃক্রমকালে রজঃপ্রবৃত্তি আরম্ভ হয় ?

উ। সাধারণতঃ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আরম্ভ হয়।

প্র। কত বৎসর বয়ঃক্রমে নিবৃত্তি হয় ?

উ। সাধারণতঃ, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিবৃত্তি হয়।

প্র। শুক্র কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?

উ। জীবের ভুক্তান্ন হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, সেই রস হইতে যথাক্রমে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র এবং অস্থি জন্মে। বস্তুতঃ ঐ রস-রক্তাদিকে সপ্তধাতু কহে।

প্র। রক্তমাংসাদি ধাতুর পোষক কে ?

উ। রসই সকল ধাতুর পোষক।

প্র। রস শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?

উ। রস ধাতু গমনার্থ-বাচক ; অর্থাৎ অহরহঃ গমন করে, এজন্য উহাকে রস কহে।

প্র। ঐ রস স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কাহার দেহে কিরূপে পরিণত হয়?

উ। পুরুষের দেহে শুক্ররূপে এবং স্ত্রীলোকের দেহে আবর্ত্তরূপে পরিণত হয়।

প্র। স্ত্রীলোকের আবর্ত্ত কত দিনে সঞ্চিত হয়?

উ। এক মাসে সঞ্চিত হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়।

প্র। উহা কিরূপে যোনিমুখে নীত হয়?

উ। বায়ু-কর্ত্তৃক ধমনীদ্বয়ের দ্বারা যোনিমুখে নীত হয়।

প্র। সকল শুক্র শোণিত হইতেই কি জীবোৎপত্তি হয়?

উ। না; কারণ উহারা যদ্যপি দেহস্থিত বাতাদি দোষত্রয়ের (১) সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবজন্য সমুৎপন্ন ব্যাধিবিশেষ দ্বারা, অথবা অন্য কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা-হইলে সে শুক্র শোণিত হইতে জীবোৎপত্তি হয় না।

প্র। সকল স্ত্রীলোকেরই কি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে রজঃ-প্রবৃত্তি হয়।

উ। সাধারণতঃ অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকমাত্রেরই ঐ

(১) আয়ুর্ব্বেদে বায়ু পিত্ত এবং কফকে শরীরের দোষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছে।

বয়সে প্রথম রজঃ-প্রবৃত্তি হয় ; তবে কোন কোন রুগ্ন, শীর্ণ বা দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের রজঃ-প্রবৃত্তি হইতে কথঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। ফলতঃ, যে স্ত্রীলোক শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট এবং তেজোবিশিস্ট হয়, তাহার শীঘ্র শীঘ্র রজঃ-প্রবৃত্তি হয়। শীতপ্রধান-দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রথম রজঃ-প্রবৃত্তি হইতে আরও বিলম্ব হয়।

প্র। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালে রজো-নিঃসরণ হয় কি না ?

উ। ব্যাধিজন্য অন্য কালেও হয়।

প্র। রজোদর্শন হইলে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ?

উ। বিশুদ্ধাবর্ত্ত স্ত্রীলোক (অর্থাৎ যাহার রজঃ কোন প্রকারে দূষিত নহে) রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে দিবসত্রয় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে ; অর্থাৎ কুশাসনে শয়ন, করতল শরাব বা অন্য কোন প্রশস্ত পত্রে হবিষ্যান্ন-ভোজন এবং স্বামিসহবাস এককালে পরিত্যাগ করিবে। তদনন্তর চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান এবং স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক অগ্রে ভর্ত্তাকে দর্শন করিবে। তদভাবে পুত্রকে, তদভাবে মনে মনে স্বামীকে ধ্যান করিয়া সূর্য্য-দর্শন করিবে। যেহেতু ঋতুস্নানান্তে যেরূপ পুরুষকে দর্শন করা যায়, যদ্যপি সেই ঋতুতেই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে

সে সন্তান প্রায়ই তদনুরূপ হইয়া থাকে। এজন্য ঋতু-স্নান করিয়া অন্য পুরুষকে দর্শন করা নিষিদ্ধ। স্ত্রী-লোকের ঋতুস্নানের দিন হইতে দ্বাদশ দিন অথবা দ্বিতীয় ঋতুকাল পর্য্যন্ত দিবানিদ্রা, চক্ষে অঞ্জন-লেপন, অশ্রুপাত, দ্রুতধাবন, অতিশয় বাক্যব্যয় বা হাস্যকরণ, উচ্চশব্দ শ্রবণ, অতিরিক্ত বায়ু-সেবন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত। যেহেতু গর্ভস্থ সন্তান প্রসূতির দিবানিদ্রা জন্য নিদ্রাশীল, অঞ্জন-ব্যবহার জন্য অন্ধ, অশ্রুপাত জন্য বিকৃত-দৃষ্টি, ধাবনে চঞ্চল, অতি-রিক্ত বাক্যকথনে প্রলাপী এবং অত্যুচ্চ শব্দ-শ্রবণে বধির হইতে পারে। ঋতুস্নানের দিন হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপত্তির প্রশস্ত কাল। ঐ কাল অতীত হইলে আর সন্তান-সম্ভাবনা থাকে না; এজন্য উক্ত কালমধ্যে স্বামী পুত্রকামী হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে, বিশুদ্ধ মনে, বিশুদ্ধ পরিচ্ছদে সুখ-শয্যাতে শয়ন করিয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি যুগ্ম দিবসে ভার্য্যাতে উপগত হইবে। অপত্যকামী স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে পরি-ষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বেশ-বিন্যাস-করতঃ গন্ধপুষ্পাদি-সমাযুক্ত হইয়া বলকারক দ্রব্য এবং সুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণপূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে সহবাস করা বিধেয়। চতুর্থ দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত বিলম্বে ভার্য্যা সমাগম হয়, সন্তান ততই সৌভাগ্যশালী,

ঐশ্বর্য্যশালী, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। ঐ কাল মধ্যে অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসমাগম হইলে, কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অপত্যোৎপাদনার্থী পুরুষের পক্ষে ত্রয়োদশ দিবস হইতে স্ত্রীসমাগম নিষিদ্ধ।

প্র। অপত্যকামী পুরুষের সম্বন্ধে বার, তিথি, নক্ষত্র বিচার করিয়া ভার্য্যা সমাগম করা উচিত কি না?

উ। অবশ্য উচিত।

প্র। কেন?

উ। যেহেতু, সু-বার, সু-তিথি এবং সু-নক্ষত্রে ভার্য্যা-সমাগম দ্বারা অপত্যোৎপাদন হইলে, সে অপত্য সুলক্ষণ-যুক্ত, সৌভাগ্যশালী এবং আয়ুষ্মান্ হয়।

প্র। ভার্য্যাসমাগমে কোন্ বার প্রশস্ত?

উ রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি সুপ্রশস্ত এবং সোম শুক্র মধ্যম।

প্র কোন্ তিথি প্রশস্ত?

উ পুত্রোৎপাদনার্থ নন্দা, ভদ্রা প্রশস্ত এবং কন্যা উৎপাদনার্থ পূর্ণা, জয়া প্রশস্ত।

প্র। কোন্ কোন্ নক্ষত্র উত্তম—এবং কোন্-গুলিই বা মধ্যম?

উ। অপত্যোৎপাদনার্থ আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, শ্রবণা পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং মৃগশিরা এই কয় নক্ষত্র উত্তম। রোহিণী, ভরণী, পূর্ব্বফল্গুণী, চিত্রা,

স্বাতি, বিশাখা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা এবং মিত্রা ইহারা মধ্যম। অতএব বার, তিথি এবং নক্ষত্রের সুসংযোগে যে সমস্ত পুত্র জন্মে, তাহারা প্রায়ই দুর্ভগা হয় না, বরং সৌভাগ্যশালী হয়।

প্র। ঋতুকাল মধ্যে স্ত্রীতে উপগত হইলে কি হয়?

উ। আয়ুক্ষয় হয়। বিশেষতঃ, ঋতুর প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুই দিনের সহবাসে যদ্যপি কোনরূপে গর্ভ-সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সে গর্ভস্থ সন্তান, যে কোনরূপেই হউক নষ্ট হয়, অর্থাৎ সচরাচর গর্ভস্রাবই হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবসের ফলও ঠিক ঐরূপ। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যদ্যপি কোন কারণে ঐ সন্তান জীবিত থাকে, তাহা-হইলে সে সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ অথবা অল্পায়ু হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে।

প্র। চতুর্থ দিবসের ফল কি?

উ। সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ এবং দীর্ঘজীবীই হয়।

প্র। ঋতুর চারি দিবস অতীত হইলেও যাহাদের শোণিত দেখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম কি?

উ। ঋতুস্নানান্তে কোন কোন স্ত্রীলোকের দুই, তিন বা ততোধিক দিবস পর্য্যন্ত শোণিত-স্রাব হয়; কিন্তু যাবৎ তাহাদের শোণিত-স্রাব বন্ধ না হয়, তাবৎ তাহা-দের গর্ভসঞ্চারের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কারণ নদীস্রোতের প্রতিকূল দিকে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে,

সে দ্রব্য যেমন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আইসে, ঋতুস্নানান্তে শোণিত-স্রাবযুক্তা স্ত্রীতে উপগতা হইলেও তদ্রূপ পুরুষের শুক্র জরায়ু-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, জরায়ুর বাহিরেই নিপতিত হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা আর পুত্র-সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। যোনিদেশের আকৃতি কিরূপ?

উ। দেখিতে ঠিক শঙ্খনাভির ন্যায়।

প্র। গর্ভকোষ কোথায়?

উ। শঙ্খনাভির মধ্যে যেমন আবর্ত্ত (পাক্) থাকে, যোনির মধ্যেও তদ্রূপ তিনটি আবর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা সংস্থিত।

প্র। গর্ভাশয়ের আকৃতি কিরূপ?

উ। গর্ভাশয়ের আকৃতি দেখিতে ঠিক রোহিত-মৎস্যের মুখের ন্যায়; অর্থাৎ রোহিত মৎস্যের মুখ যেমন ক্ষুদ্র, অথচ মধ্যস্থলে প্রশস্ত গর্ভাশয়ের আকৃতিও তদ্রূপ।

প্র। যোনিমুখ কখন সঙ্কুচিত এবং কখনই বা প্রশস্ত হয়?

উ। দিবাবসানে পদ্মিনী যেমন মুদিত হয়, স্ত্রী-লোকের ঋতুর প্রথম দিন হইতে যোল দিন অতীত হইলে, যোনিমুখও তদ্রূপ মুদিত হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার ঋতুর সময় উপস্থিত হইলেই উহার মুখ প্রশস্তভাব ধারণ করে।

প্র। জরায়ুর মধ্যে স্থান কত টুকু ?

উ। স্থান অতি সংকীর্ণ।

প্র। তবে উহার মধ্যে সম্পূর্ণাঙ্গ সন্তানের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবে ?

উ। রবারের বাঁশীর ন্যায় জরায়ুরও স্থিতিস্থাপকতা-গুণ আছে; অর্থাৎ উহার মধ্যে সন্তান যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, জরায়ুও তত বিস্তীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়।

প্র। জরায়ু মধ্যে কখন জীব প্রবেশ করে ?

উ। সন্তানোৎপত্তির সময় উপস্থিত হইলে, যখন পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ দ্বারা জরায়ু মধ্যে শুক্রশোণিতের একত্র সমাবেশ হয়, তখনই তন্মধ্যে জীব প্রবেশ করে।

প্র। জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নীতি কি ?

উ। পুরুষের শুক্র সৌম্য (১) এবং স্ত্রীলোকের আবর্ত্ত আগ্নেয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে। বিশেষতঃ, অপ্, মরুৎ এবং ব্যোম এই ভূতত্রয়ও পরস্পরের সাহায্যে এবং সংযোগে ঐ শুক্র-শোণিতে অবস্থিতি করে। বায়ু-কর্ত্তৃক স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তেজঃ নিঃসৃত হয়। বায়ু এবং অগ্নি (২) কর্ত্তৃক পুরুষের শুক্র ক্ষরিত হইয়া, স্ত্রীলোকের আবর্ত্ত-সংযোগে গর্ভ সৃজন করে। ঐ সময়ে ক্ষেত্রজ্ঞ

(১) সোম-গুণযুক্ত

(২) এস্থলে অগ্নি বলিতে দেহস্থিত স্বাভাবিক উত্তাপকে বুঝায়

আত্মা, স্রষ্টা, ঘ্রাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং রসয়িতা পুরুষ, যাঁহাকে স্রষ্টা, ধাতা, বক্তা এবং সাক্ষী ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, সেই অক্ষয়, অব্যয়, অচিন্ত্য পুরুষ ভূতাত্মার (সূক্ষ্ম-দেহের) সহিত মিলিত হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সংযোগে দেবাসুর প্রভৃতির ভাবে, বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করেন। জীবোৎপত্তির সম্বন্ধে ইহাই প্রাকৃতিক নীতি (১)।

প্র। গর্ভাশয়ে পুত্র-কন্যা জন্মিবার কারণ কি ?

উ। শুক্রের আধিক্যে পুত্র এবং শোণিতের আধিক্যে কন্যা জন্মে ; ফলতঃ ইহাই সাধারণ বিধি।

প্র। নপুংসকের কারণ কি ?

উ। শুক্রশোণিত উভয়ের সমান ভাগ হইলে নপুংসক জন্মে।

প্র। পুরুষ সহবাসে স্ত্রীর আবর্ত্ত নিঃসৃত হয় কেন ?

উ। ঘৃতপিণ্ড যেমন অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত হয়, নারীর আবর্ত্তও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, পুরুষ-সংযোগে স্ত্রীলোকের শরীরও বিশেষ উষ্ণ হইয়া উঠে।

প্র। গর্ভাশয়ে যমজের কারণ কি ?

---

(১) এজন্যই বায়ুকে সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

উ। বীজ, গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ু কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হইলে, কুক্ষিদেশে দুই জীবের সঞ্চার হয়।

প্র। গর্ভস্থ সন্তান কাহার অনুরূপ হয় ?

উ। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের যেরূপ আহার, আচার, চেষ্টা এবং মনোবৃত্তি, সন্তানেরও তদ্রূপ হয়; অর্থাৎ, সন্তান, সকল বিষয়েই প্রায় পিতামাতারই অনুরূপ হয়।

প্র। কোন কোন স্ত্রীলোক শুদ্ধ মাংসপিণ্ড অর্থাৎ অস্থি-রহিত সন্তান প্রসব করে কেন ?

উ। প্রথমতঃ, ঋতুমতী দুই নারী পরস্পরে উপগতা হইয়া কোনরূপে তেজঃ ক্ষরণ করিলে তদ্দারা অস্থি-রহিত সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, ঋতুস্নাতা কোন নারী স্বপ্নে পুরুষ-সহবাস করিলে, তাহার আবর্ত্ত বায়ু কর্ত্তৃক কুক্ষি-দেশে নীত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। সে অবস্থায় প্রতি-মাসেই গর্ভলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হয়। বস্তুতঃ সেরূপ গর্ভ পিতৃ-গুণ (শুক্রভাগ) বর্জ্জিত, এজন্য তদুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় বিকৃত আকার-বিশিষ্ট হয়। ফলতঃ ঐরূপ গর্ভ অতি বিরল।

প্র। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিলাষ পূর্ণ না হইলে কি হয় ?

উ। মানসিক চিন্তা জন্য বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভা-শয়ে কুব্জ, কুণী, পঙ্গু, মূক এবং মিম্মিন প্রভৃতি সন্তানের উৎপত্তি হয়।

প্র। সন্তান গর্ভে রোদন করে না কেন?

উ। জরায়ু-নাড়ী কর্ত্তৃক মুখ, কফ কর্ত্তৃক কণ্ঠ এবং বায়ু কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত সন্তান গর্ভে রোদন করিতে পারে না।

প্র। নিশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি কার্য্য-সম্বন্ধে প্রসূতির সহিত গর্ভস্থ সন্তানের কিরূপ সম্বন্ধ থাকে?

উ। জননীর নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্য এবং নিদ্রা-বস্থায় গর্ভস্থ বালকেরও শ্বাস, উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্য এবং নিদ্রা হয়।

প্র। জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে কোন্ গুলি স্বভাবসিদ্ধ?

উ। শরীর-সন্নিবেশ, দন্তের পতনোৎপত্তি, কর এবং পদতলে লোমের অনুৎপত্তি এইগুলিই স্বভাবসিদ্ধ।

প্র। জাতিস্মর কাহাকে বলে—এবং কি কারণেই বা লোকে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে?

উ। যাহাদের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত পরজন্মেও স্মরণ থাকে, তাহাদিগকেই জাতিস্মর কহে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা নিয়ত শাস্ত্রচিন্তা করিলে এবং তাঁহাদের শরীরে সত্ত্বগুণের বাহুল্য থাকিলে, তাঁহারাই জাতি-স্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ আরও বলেন, নিরন্তর বেদের চিন্তা দ্বারাও লোকে জাতিস্মর হয়।

প্র। জীবের পূর্ব্বজন্মের সহিত পরজন্মের সম্বন্ধ কি ?

উ। শাস্ত্রে বলেন, জীব পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মেও তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ জীবের পূর্ব্বদেহে যেরূপ গুণ বিদ্যমান থাকে, পরজন্মেও তাহার শরীরে সেই সকল গুণই বর্ত্তে।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। সৃষ্টি-তত্ত্বে সৃষ্টি-প্রকরণ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বীয় শরীর হইতে মহদাদি-তত্ত্ব উঠাইয়া তাহাদিগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ পরস্পর সংযোগ করতঃ, অসংখ্য লিঙ্গ-শরীরের সৃষ্টি করিয়া সেই-সকল সূক্ষ্ম-শরীরে হিংস্রত্বাদি বিভিন্ন স্বভাব (প্রকৃতি) প্রদান করেন। জীবের স্থূল-শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তখন পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম-শরীরের লয় হয় না, যেহেতু উহা-কেই অসম্পূর্ণ বাসনার জন্য এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হয়। অতএব, জীবের প্রকৃতি এবং সত্ত্বাদি গুণ সূক্ষ্ম-শরীরের অন্তর্ভূত থাকা প্রযুক্ত পরজন্ম পর্য্যন্তও চালিত হয়।

প্র। স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন লক্ষণ কি ?

উ। রমণীর মুখ পীন ও প্রসন্ন হইলে, রমণী পুরুষাভিলাষিণী ও প্রিয়ভাষিণী হইলে, তাহাদের কুক্ষি-দেশ, চক্ষু, কেশ স্রস্তভাব ধারণ করিলে, ভুজ, কুচদ্বয়, নাভি, উরু ও নিতম্বদেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলে এবং রমণী

হৃষ্টা ও প্রসন্নবদনা হইলে তাহাকে ঋতুমতী বলিয়া জানিতে হইবে।

প্র। এক ঋতুতেই কি স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হয়?

উ। তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, এজন্য স্ত্রী-লোকের গর্ভ-সঞ্চার হইল কি না, জানিবার জন্য দ্বিতীয় ঋতুকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিতে হয়।

প্র। দ্বিতীয় মাসেও ঋতু না হইলে গর্ভ নিশ্চয় কি না?

উ। তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই; যেহেতু কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুর পরও দুই তিন মাস ঋতু বন্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার শোণিত দেখা দেয়।

প্র। তবে গর্ভ পরীক্ষার উপায় কি?

উ। স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইলে গর্ভ-পরীক্ষা করি-বার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথা;—স্ত্রীলোকের গর্ভ-সঞ্চারের প্রথমা-বস্থায় ভ্রান্তি, গ্লানি, পিপাসা, উরুদেশের ভারবোধ, শোণিতবন্ধ এবং যোনির স্ফূর্ত্তিভাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোমরাজি উন্নত, পক্ষদ্বয়ের সংমিলন, ভুক্তদ্রব্যে অরুচি, বমন, সুগন্ধেও উদ্বেগ, মুখ হইতে জলস্রাব এবং শরীরের অবসন্নতা, এই সমস্ত গর্ভিণীর বিশেষ লক্ষণ।

প্র। ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভিণীর সম্বন্ধে নিষেধ কি?

উ। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যুচ্চ স্থানে গমনাগমন, উপবাস, অল্পাহার, অপুষ্টিকর আহার, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, যানাদি-আরোহণ, শোক, ভয়, উৎকট আসনে উপবেশন, অতিরিক্ত স্নেহক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ এবং মল-মূত্রাদির বেগধারণ ইত্যাদি কার্য্য পরিত্যাজ্য; কারণ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) বা অভিঘাতাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ বালকেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হইয়া থাকে।

প্র। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় পুরুষ-সহবাস উচিত কি না?

উ। একেকালে নিষিদ্ধ; কারণ গর্ভাবস্থায় পুরুষ সহবাস করিলে গর্ভদ্বারে আঘাত প্রযুক্ত গর্ভ-পতনের, অথবা গর্ভস্থ সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য অপত্যাভিলাষিণী স্ত্রীর পক্ষে গর্ভ প্রকাশ পাই-লেই একেকালে পুরুষ-সহবাস বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।

প্র। গর্ভ কাহাকে বলে? এবং সেই গর্ভ কিরূপেই বা পরিবর্দ্ধিত হয়?

উ। স্বীয় প্রকৃতির বিকারস্বরূপ শুক্রশোণিত গর্ভা-শয়ে সংমূর্চ্ছিত হইয়া গর্ভ নামে কথিত হয়। সেই গর্ভ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, বায়ু কর্ত্তৃক বিভাজিত, তেজ কর্ত্তৃক পরিপক্ক, জল কর্ত্তৃক রসযুক্ত, পৃথিবী কর্ত্তৃক সংহত (একত্রীভূত) এবং আকাশ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হয়। এনিমিত্ত

চরক সংহিতায় 'খ' আদি পঞ্চমহাভূত এবং চেতনা এই ছয়টির সমবায়কে পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তারাও জীবের স্থূল-শরীরকে পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত-জাত বলিয়াছেন।

প্র। গর্ভ কখন শরীর বলিয়া কথিত হয়?

উ। ঐরূপে পরিবর্দ্ধিত গর্ভে যখন হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ এবং নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গসমস্তের প্রকাশ পায়, তখনই ঐ গর্ভ 'শরীর' সংজ্ঞায় কথিত হয়।

প্র। সামান্যতঃ, শরীর কয়টি অঙ্গবিশিষ্ট হয়?

উ। দুই হস্ত, দুই পদ, মধ্যভাগ এবং মস্তক এই ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট হয়

প্র। গর্ভাশয়ে কোন্ মাসে কিরূপ শরীরের উৎপত্তি হয়?

উ। প্রথম মাসে কলল (গর্ভকোষ) জন্মে। দ্বিতীয় মাসে শুক্র-শোণিতের অন্তর্ভূত ভূত-পরমাণু (১) সমস্ত শীতোষ্ণ বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়, পরে সেই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে পুরুষ, পেশীর আকারে পরিণত হইলে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদ (আব) আকারে পরিণত হইলে নপুংসকের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মস্তক এই পাঁচটি

(১) পৃথিব্যাদি মহাভূতের পরমাণু।

অবয়বের পাঁচটি স্থূল পিণ্ড জন্মে এবং উহাতে সূক্ষ্ম-রূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখাসমস্ত প্রকাশ পায়। চতুর্থ মাসে ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে। পরন্তু ঐ মাসে হৃদয়োৎপত্তি প্রযুক্ত জীব-শরীরে চৈতন্য প্রকাশ পান; কারণ, প্রাণ বায়ুর কার্য্য ব্যতীত চৈতন্যের প্রকাশ অনুভব করা যায় না। বস্তুতঃ জীব-শরীরে হৃদয়ের সংগঠন না হইলেও প্রাণ-বায়ুর কার্য্য প্রকাশ পায় না। বস্তুতঃ, চতুর্থ মাসেই গর্ভিণীর দেহ দুই হৃদয়বিশিষ্ট হয়; এজন্য ঐ মাসে গর্ভিণীর যে অভিলাষ জন্মে তাহা পূর্ণ না হইলে, গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণী, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। অতএব, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সকল অভিলাষই পূর্ণ হওয়া আবশ্যক; কারণ গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ অসম্পূর্ণ থাকে, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মিতে পারে। গর্ভিণীর গর্ভাবস্থার অভিলাষানুরূপ গর্ভস্থ সন্তানও তত্তৎবিষয়ের প্রিয় বা তত্তৎপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হয়। পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ জীবে মন এবং ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধির সঞ্চার হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, যে পর্য্যন্ত গর্ভস্থ জীবের শরীরে মস্তিষ্ক সুন্দররূপে প্রকাশ না পায়, তাবৎ মন এবং বুদ্ধির সঞ্চার হয় না। বস্তুতঃ, এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইউরোপীয় আয়ুর্বেদ-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা

মস্তিষ্ককে মন এবং বুদ্ধির স্থান বলিয়া বর্ণন করেন। সপ্তম মাসে গর্ভস্থ জীবের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে গর্ভস্থ সন্তান অস্থির হয় এবং তাহার শরীরে ওজো ধাতুর সঞ্চার হয়; বস্তুতঃ জীব-শরীরে ওজো ধাতু না জন্মিলে, নিরোজাঃ (তেজহীন) এবং নৈঋত (রসহীন) ভাব প্রযুক্ত গর্ভস্থ জীব অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া কদাপি জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব অষ্টম মাসে গর্ভিণীকে বলি এবং মাংসান্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। নবম বা দশম মাসে সাধারণতঃ গর্ভিণী সন্তান প্রসব করে; কচিৎ কোন কোন স্ত্রীলোক একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসেও সন্তান প্রসব করে।

প্র। দ্বাদশ মাস অতীত হইলে কি আর প্রসব হয় না?

উ। না; কারণ দ্বাদশ মাস অতীত হইলে গর্ভের বিকার জানিতে হইবে।

প্র। গর্ভিণীর সম্বন্ধে তৎকালীন কর্ত্তব্য কি?

উ। গুল্ম বা উদরী এই দুইএর অন্যতর ব্যাধি অনু-মান করিয়া তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

প্র। গর্ভিণীর কোন নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ সন্তানের নাভি নাড়ী বদ্ধ থাকে।

উ। প্রসূতির রসবাহিনী নাড়ীর সহিত নাভি-নাড়ী বদ্ধ থাকে।

প্র। সে নাড়ীর কার্য্য কি?

উ। সেই নাড়ীই প্রসূতির আহার-জনিত রস ও বীর্য্য গর্ভমধ্যে বহন করে। ফলতঃ সেই স্নেহ-সদৃশ পদার্থেই গর্ভের পরিবৃদ্ধি হয়। যাবৎ প্রসূতির স্তন্য নিঃসৃত না হয়, তাবৎ প্রসূতির সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী, রস-বাহিনী, তির্য্যক-গামিনী ধমনীর মধ্যে জননীর আহার-জনিত রস প্রবাহিত হয় এবং তদ্দারাই গর্ভের অস্পষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পরিপুষ্ট হয়।

প্র। ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন্গুলি কাহা হইতে উৎপন্ন?

উ। কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী এবং রেতঃ (শুক্র) প্রভৃতি দৃঢ় পদার্থ সকল পিতৃজ, অর্থাৎ শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়। মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, (আঁতড়ি) এবং আমাশয় প্রভৃতি কোমল পদার্থসমূহ মাতৃজ, অর্থাৎ শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শরীরের বৃদ্ধি, বল, বর্ণ, স্থিতি, ক্ষয় ইহারা রসজ; এবং ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মজাত। দেহস্থ সত্ত্বগুণ হইতে যাহা কিছু জন্মে, তাহারা সত্ত্বজ এবং বীর্য্য, আরোগ্য, মেধা, বল, বর্ণ ইহাদিগকে সাত্ম্যজ কহে।

প্র। গর্ভিণীর কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা পুত্র সম্ভাবনা এবং কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা কন্যা সম্ভাবনা অনুমান করা যায়?

উ। যে গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর বোধ হয়, দক্ষিণ উরু স্থূলতর হয়, মুখ ও বর্ণ প্রসন্নভাব ধারণ করে এবং পুংনামধেয় দ্রব্যাদিতে যে গর্ভিণীর স্পৃহা জন্মে, তাহারই গর্ভে পুত্র সন্তান অনুমান করিবে। ইহার বিপরীত হইলে কন্যা অনুমিত হইবে। এ সমস্ত লক্ষণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যে গর্ভিণীর পার্শ্বদ্বয় উন্নত এবং উদর সম্মুখদিকে নির্গত হয়, তাহারই গর্ভে নপুংসক গণনা করিবে। যাহার উদর অতিশয় বৃহদাকার হয়, অথচ মধ্যভাগ নিম্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহার গর্ভে যমজ সন্তান নিশ্চয় করিবে।

প্র। কোন্ গর্ভিণীর গর্ভে রূপবান্ এবং গুণবান্ সন্তান জন্মে?

উ। যে গর্ভিণী শুদ্ধাচারিণী, দেবধর্ম্মপরায়ণা, পরোপকারিণী এবং স্বতঃ-সন্তুষ্টচিত্তা হয়, তাহারই গর্ভে রূপবান্ এবং গুণবান্ সন্তান জন্মগ্রহণ করে; অন্যথা গর্ভিণী নির্গুণ সন্তান প্রসব করে।

প্র। কোন কোন সন্তান সরল বা কুটিল প্রকৃতি-বিশিষ্ট হয় কেন?

উ। গর্ভাবস্থায় প্রসূতি যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট থাকে, গর্ভস্থ সন্তানও তদনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট হয়।

প্র। গর্ভিণী-সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ এবং কোন্ কোন্ কার্য্য বিধি-সঙ্গত?

উ। গর্ভিণী গর্ভ গ্রহণের প্রথম দিবস হইতে হৃষ্ট চিত্তা, শুদ্ধাচারিণী, অলঙ্কৃতা, শুক্লবস্ত্র-পরিধানা, এবং শান্তি, মঙ্গল, দেবতা ও গুরুপরায়ণা হইবে। মলিন দ্রব্য এবং বিকৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ স্থানে গমন অথবা দুর্দ্দর্শনাদি দর্শন (যে সকল বস্তু দর্শনে মনে ভয় বা ঘৃণার সঞ্চার হয়) পরিত্যাগ করিবে। চিত্তের উদ্বেগজনক আলাপ, বাহিরে ভ্রমণ, শূন্য-গৃহে বাস, শ্মশানভ্রমণ, ক্রোধ বা ভয়ের কোন কারণ, ভারবহন, উচ্চস্বরে বাক্যকথন, শুষ্ক, পর্য্যুসিত বা ক্লিন্ন আহার, সর্ব্বদা তৈলাদি-মর্দ্দন, অথবা অযথা পরিশ্রম—এই সকল গর্ভিণীর পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ। গর্ভিণীর শয্যা বা আসন কোমল হওয়া আবশ্যক, কিন্তু অতিশয় উচ্চ বা কষ্টদায়ক না হয়। গর্ভিণী মধুর, মুখপ্রিয়, তরল, স্নিগ্ধ এবং অগ্নি ও বলকারক দ্রব্য আহার করিবে। এই সমস্ত নিয়ম সামান্যতঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রতিপাল্য।

প্র। গর্ভিণীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম কি ?

উ। গর্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে মধুর, অথচ শীতল অন্ন ভোজন করিবে। বিশেষতঃ, তৃতীয় মাসে তাহার পক্ষে শালিধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধের সহিত ভোজন করা আবশ্যক। অপর কেহ কেহ বলেন, ঐ তণ্ডুল চতুর্থ মাসে দধির সহিত, পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত এবং ষষ্ঠ মাসে ঘৃতের সহিত ভোজনীয়। পরন্তু, গর্ভিণীর চতুর্থ মাসে

দুগ্ধ ও নবনীত-সংযুক্ত আহার এবং জাঙ্গল মাংসের আস্বাদ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত আহার এবং যবমণ্ডাদি পানও ব্যবস্থেয়। সপ্তম মাসে চাকুলে প্রভৃতির ক্বাথ এবং ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উহা দ্বারা গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হয়। অষ্টম মাসে গর্ভিণীকে বলা, অতিবলা, শুল্‌ফা শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধির মাথ, তৈল, লবণ, মদন ফল, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া; পুরাতন কুলের জলের সহিত পান করান কর্ত্তব্য; যেহেতু উহার দ্বারা সঞ্চিত মলের শুদ্ধি এবং বায়ুর অনুলোম হয়। তদনন্তর গর্ভিণীর পক্ষে স্নিগ্ধ বিরেচনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে; কারণ তদ্দ্বারা বায়ুর অনুলোম হইলে, সুখে ও নিরুপদ্রবে প্রসব-কার্য্য সমাধা হয়। নবম মাসে প্রশস্ত দিবসে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রেরণ করিবে।

প্র। সূতিকাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা কি?

উ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা সূতিকাগার নির্ম্মিত হওয়া উচিত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাষ্ঠ দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের গর্ভিণীর জন্য পর্য্যঙ্ক (খাট) নির্ম্মাণ শাস্ত্র-সঙ্গত। সূতিকাগারের ভিত্তি সুন্দররূপে লেপন করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। উহা যেন কোন প্রকারে আর্দ্র না

থাকে। সূতিকাগারের দ্বার দক্ষিণ বা পূর্ব্ব দিকে হওয়া একান্ত আবশ্যক। সূতিকাগৃহ দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ আট হাত এবং প্রস্থে অন্ততঃ চারি হাত হওয়া উচিত।

প্র। প্রসবকালীন লক্ষণ কি ?

উ। গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ (কোঁক্) শিথিল, হৃদয়ের বন্ধনমুক্ত এবং উরুদ্বয় বেদনাযুক্ত হইলেই প্রসবকাল উপস্থিত জানিবে। তৎকালে কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, মুহুর্মুহুঃ মলমূত্রের প্রবৃত্তি, এবং অপত্য-পথ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে।

প্র। প্রসবকালীন কর্ত্তব্যতা কি ?

উ। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং স্বস্তিবাচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণ জল পরিসেচন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যবমণ্ড পান করান কর্ত্তব্য। তদনন্তর তাহাকে কোমল অথচ প্রশস্ত শয্যোপরি শয়ন করাইয়া তাহার উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নতভাবে রাখা কর্ত্তব্য। তৎকালে প্রসব-কার্য্য-কুশলা, পরিণত-বয়স্কা চারি জন স্ত্রীলোক নখোচ্ছেদন-পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিবে এবং তাহারা প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইয়া অনুলোমভাবে (উপর হইতে নিম্নদিকে) তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহাকে অল্প অল্প প্রবাহণ (কোঁতপাড়া) করিতে কহিবে। প্রসূতিও স্বীয় গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল বিবেচনা করিলে এবং

কটি, কুঁচ্‌কি, বস্তি এবং শিরোদেশে বেদনা অনুভব করিলে ক্রমশঃ প্রবাহণ আরম্ভ করিবে। ঐরূপে প্রবাহণ করিতে করিতে যখন গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইবে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রবাহণ করিতে থাকিবে। অন্যথা গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করিতে বিলম্ব হইবে।

প্র। অকালপ্রবাহণে কি হয়?

উ। গর্ভস্থ সন্তান বধির অথবা মূকের ন্যায় কোন একটি অঙ্গের ক্রিয়াহীন, অথবা বিকটাকার কিংবা শ্বাস-কাসাদিরোগবিশিষ্ট হয়।

প্র। গর্ভমধ্যে সন্তান বিপরীতভাবে থাকিলে কি করা কর্ত্তব্য।

উ। তাহাকে সরলভাবে আনিয়া প্রসব করান কর্ত্তব্য।

প্র। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর সম্বন্ধে তৎকালীন কর্ত্তব্যতা কি?

উ। প্রথমতঃ, শিশুর জরায়ু নাড়ী ঘৃত, মধু ও সৈন্ধব-চূর্ণ দ্বারা বিশোধিত করিয়া তাহার মস্তকে ঘৃতাক্ত বস্ত্র-খণ্ড প্রদান করা উচিত। পরে সূত্র দ্বারা নাভিনাড়ীর অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত স্থান বন্ধন পূর্ব্বক উহা ছেদন করা কর্ত্তব্য।

প্র। প্রসবান্তে স্ত্রীলোকের দেহের অবস্থা কিরূপ হয়?

উ। প্রসবান্তে প্রসূতির দেহ বিকৃতভাব ধারণ করে; এজন্য বিকারপ্রাপ্ত দেহের যথারীতি শুশ্রূষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যথা সূতিকাক্ষেত্রে বহুবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া প্রসূতির জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে। সূতিকারোগ স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট-কর ও কষ্টদায়ক। সূতিকাগৃহে প্রসূতি বা সদ্যঃপ্রসূত শিশু কোনরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে চিকিৎসা প্রকরণানুযায়ী তাহাদের যথারীতি চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য; কিন্তু তৎকালে শিশুর কোনরূপ চিকিৎসা নাই; প্রসূতির চিকিৎসা দ্বারাই শিশু আরোগ্য লাভ করে।

প্র। মানুষের ন্যায় অপরাপর জীবের উৎপত্তি কিরূপ?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা;—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। মানুষের ন্যায় গো, মহিষ, ছাগল, গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি জীবসকল জরায়ুজ, অর্থাৎ গর্ভকোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে। মৎস্য কূর্ম্মাদি জলচর জন্তুবর্গ এবং সর্প, টিকৃটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপ জন্তু এবং পক্ষ্যাদি খেচর জন্তুসকল, অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে। কৃমি, দংশ, মশক ইত্যাদি কীটবর্গ স্বেদ হইতে জন্মে, এজন্য উহাদিগকে স্বেদজ কহে। তৃণ

গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, ইহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয় ; এজন্য উহাদিগকে উদ্ভিদ্ পদার্থ কহে।

প্র। কোন্ কোন্ পদার্থের জীবন আছে এবং কাহা-দেরই বা জীবন নাই ?

উ। চেতন পদার্থমাত্রেরই জীবন আছে, কিন্তু জড়ের জীবন নাই ; যেহেতু তাহারা স্ববিষয়ে বা পর-বিষয়ে জ্ঞান-রহিত।

প্র। উদ্ভিদ্ পদার্থের জীবন আছে কি না ?

উ। আছে ; মৃত্তিকা হইতে যে রস (জলীয়াংশ) উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে পোষণ করে, সেই রসই তাহা-দের জীবন। বস্তুতঃ ঐ রসের অভাবে উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়।

প্র। প্রসবান্তে সদ্যঃপ্রসূত শিশু এবং প্রসূতির সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি ?

উ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাভিনাড়ী কর্ত্তনা-নন্তর শিশুকে শীতল জলে আশ্বাসিত করিয়া তাহার জাত-কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক যথারীতি রক্ষা করিবে। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ন্যায় তৎকালে প্রসূতির প্রতিও বিশেষ যত্ন রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, তৎকালে তাহার শরীর বিকারপ্রাপ্ত ; বস্তুতঃ তৎকালে প্রসূতির সম্বন্ধে কোনরূপ অনিয়ম বা অত্যাচার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রসবের পর পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে,

প্রসূতির শরীর সংশোধিত হয়, এজন্য তৎকালে তাহাকে সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অতি সতর্কতার সহিত সন্তান প্রতিপালন করা উচিত। তৎকালে শিশুকে ক্ষৌম-বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রাখিবে। ক্ষৌমবস্ত্রের শয্যাতে শয়ন করাইবে। পীলু, বদরী, নিম্ব ও পরুষক এই সকল বৃক্ষের শাখা দ্বারা তাহাকে বীজন করিয়া, তৈল দ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া অথবা তুলা ভিজাইয়া তাহার মূর্দ্ধদেশে প্রয়োগ করিবে শিশুর শয্যাতে তিল, তিসি ও সরিষার কণা বিকীর্ণ করা এবং শিশুর শয্যাগৃহ সর্ব্বদা উষ্ণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্র। প্রসবান্তে শিশুর সম্বন্ধে স্তন্যের অভাব হইলে কি কর্ত্তব্য ?

উ। প্রথমতঃ, যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয় প্রসূতিকে সেই সমস্ত দ্রব্য আহার করিতে দিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রসূতির অভাব জন্য যদ্যপি স্তন্যের অভাব হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত ধাত্রী নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্র। কিরূপ ধাত্রী নিয়োগ করা উচিত ?

উ। প্রসূতির সজাতীয়া, অভাবতঃ অন্যজাতীয়া, মধ্যমপরিমাণা, মধ্যমবয়স্কা, শীলবতী, ধীরা, লোভহীনা, নির্দ্দোষ-দুগ্ধা, অলম্বোর্দ্ধস্তনী (যাহার স্তন লম্বিত বা উর্দ্ধমুখ নহে) জীববৎসা, দুগ্ধবতী, অপত্যবৎসলা, অক্ষুদ্রকর্ম্মিণী (নীচকর্ম্মাসক্ত নহে) সদ্বংশজাতা, সদ্গুণ-

বিশিষ্টা, অরোগিণী, এবংবিধ ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত। ঐরূপ ধাত্রী প্রসূতির অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্টা হওয়া উচিত ; অর্থাৎ প্রসূতির শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতি যেরূপ ছিল ধাত্রীরও তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। প্রসূতি যেরূপ আহার বিহার করিত, ধাত্রীরও তদনুরূপ আহার বিহার আবশ্যক। এইরূপ ধাত্রীর স্তন্যপান হেতু শিশুর পক্ষে কোনরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না। ধাত্রী সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় স্তনদ্বয় ধৌত করিয়া ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসরণপূর্ব্বক শিশুকে স্তনপান করাইবে। এই সকলের অন্যথাচরণ হইলে প্রকৃতির বিরুদ্ধতাপ্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্যপানে শিশুর ব্যাধি জন্মিতে পারে, এজন্য বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ধাত্রী নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্র। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে স্তন্যনিঃসরণের তাৎপর্য্য কি ?

উ। প্রথমতঃ, স্তন্য নিঃসরণ না করিলে স্তন স্তব্ধ অর্থাৎ দুগ্ধপূর্ণ থাকা প্রযুক্ত স্তন্য পান করিবার কালে বালকের গলনালীতে এককালে অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রবেশ করিয়া শিশুর শ্বাসরোধ, কাশ এবং বমি প্রভৃতি ব্যাধি জন্মাইতে পারে। এজন্য কি প্রসূতি কি ধাত্রী সকলের পক্ষেই শিশুকে স্তন্য পান করাইবার প্রাক্কালে কিয়ৎ পরিমাণে স্তন্য নিঃসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্র। কোন্ কারণে প্রসূতির স্তন্যের অল্পতা বা অভাব হয় ?

উ। প্রথমতঃ, অতিরিক্ত ক্রোধ বা শোক জন্য স্তন্যের অল্পতা বা অভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ, অপত্যস্নেহের অভাব প্রযুক্ত এবং বল ও পুষ্টিকারক আহারের অভাব জন্যও স্তন্যের অল্পতা বা অভাব জন্মে।

প্র। তৎকালে কি করা কর্ত্তব্য ?

উ। সর্ব্বাগ্রে প্রসূতির মনের প্রফুল্লতা জন্মান; তদনন্তর তাহাকে বল ও পুষ্টিকর আহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্র। কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিলে স্তন্য-বৃদ্ধি হয় ?

উ। যব, গম, শালিধান্যের অন্ন, মাংসরস, স্নিগ্ধসুরা, কুল, তিলবাটা, লশুন, মৎস্য, কেশুর, পানিফল, মৃণাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অলাবু, কলম্বাশাক এবং মাষকড়াই ইত্যাদি ভক্ষণ দ্বারা স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

প্র। শিশুর পক্ষে কোন্ দুগ্ধ মহোপকারী ?

উ। বিশুদ্ধ স্তন্যই মহোপকারী; কারণ বিশুদ্ধ স্তন্য পান করিলে বালকের শরীরে বল বৃদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ স্তন্য যেমন পুষ্টিকর তেমনই আয়ুষ্কর।

প্র। বিশুদ্ধ স্তন্য পরীক্ষা করিবার উপায় কি ?

উ। স্তন্য জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, যদ্যপি ফেণাযুক্ত বা সুতার মত না হয়, কিংবা ভাসিয়া না উঠে অথবা মগ্ন

না হয়, অথচ শীতল নির্ম্মল ও পাতলা বোধ হয় এবং শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া একত্রীভূত হয়, তাহা হইলে সেই স্তন্যকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলা যায়।

প্র। প্রসূতি কোন্ অবস্থায় শিশুকে স্তন্যপান করাইবে না?

উ। ক্ষুধিত, শোকার্ত্ত, শ্রান্ত, জ্বরিত অতিক্ষীণ, অতিস্থূল অবস্থায় এবং অতিরিক্ত বা বিরুদ্ধ-ভোজন করিয়া তদবস্থায় শিশুকে স্তন্য পান করিতে দিবে না।

প্র। কিরূপ আহার বিহার দ্বারা স্তন্য দূষিত হয়?

উ। গুরুতর বা বিরুদ্ধ ভোজন, অথবা দূষিত দ্রব্য আহারের দ্বারা শরীরের কোন কোন দোষ কুপিত হইয়া স্তন্য দূষিত করে এবং অযথা আহার বিহারের দ্বারাও স্ত্রীলোকের দেহে বায়ুপিত্ত কুপিত হইলেও স্তন্য দূষিত হয়। বস্তুতঃ সেই দূষিত স্তন্য পান করিলে শিশুর পীড়া জন্মে; এজন্য শিশুর জন্য ধাত্রী নিয়োগ করিবার আবশ্যক হইলে অগ্রে তাহার স্তন্য পরীক্ষা করা উচিত।

প্র। স্তন্যের অভাবে শিশুর পক্ষে অপর কোন্ দুগ্ধ প্রশস্ত?

উ। গাধার দুধই প্রশস্ত; যেহেতু গাধার দুধ প্রায় মাতৃ-স্তন্যের সমান গুণবিশিষ্ট, পাকে লঘু এবং তরল। গাধার দুধের অভাবে গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ

প্রশস্ত। শিশুকে গব্য বা ছাগ দুগ্ধ দিবার আবশ্যক হইলে ঐ দুগ্ধে কিঞ্চিৎ জল এবং মিছরি মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঐ দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধ কথঞ্চিৎ তরল এবং পাকে লঘু হয়, এজন্য ঐ দুধ শিশুর পক্ষে সহজে জীর্ণ হইয়া শিশুর বলাধান করে।

প্র। অতঃপর, শিশুপালন সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?

উ। শিশুর স্পর্শসুখ অনুভব হইলে, তাহাকে তর্জ্জন করা বা তাহার নিদ্রাবস্থায় সহসা তাহাকে জাগরিত করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তদ্দারা তাহার মনে একটা আতঙ্ক জন্মিতে পারে; এবং হঠাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লওয়া, বা অত্যুচ্চ স্থানে উত্তোলন করাও উচিত নহে, কারণ তদ্দারা বায়ুবিঘাত জন্য তাহার অনিষ্ট হইতে পারে। শিশুকে অত্যল্প বয়সে উপবেশন করান কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তদ্দারা শিশু কুব্জ হইতে পারে। এইরূপ কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক অভিঘাত ব্যতিরেকে, শিশু দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মনের উৎসাহ ও প্রফুল্লতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। শিশুকে সতত ধূলি, ধূম, বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎপ্রভা, বৃক্ষলতা, শূন্যস্থান, নিম্নস্থান, দুর্গ্রহ অথবা অন্য কোনরূপ উপসর্গ হইতে রক্ষা করা উচিত। শিশুকে অপবিত্র অথবা দুর্গন্ধময় স্থানে, অতি শীতল স্থানে প্রবল-বায়ুপ্রবাহিত স্থানে,

বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে অথবা জলার্দ্রস্থানে কদাচ রক্ষা করিবে না। তাহাকে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত এবং আবশ্যকমত আচ্ছাদিত গাত্রে রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু সেবনের এবং সরিষার তৈলমর্দ্দন ও রৌদ্রসন্তাপের আবশ্যকতা আছে।

স্তন্য-হীন শিশুকে তাহার শারীরিক পুষ্টিসাধন জন্য গাধার দুগ্ধ অভাবে গব্য অথবা ছাগদুগ্ধ যথারীতি পাক করিয়া পরিমিতরূপে পান করান কর্ত্তব্য। শিশুর বয়ঃক্রম ছয়মাস অতীত হইলে উহাকে লঘু, অথচ হিতকর অন্ন (বার্লি এরারুট ইত্যাদি) দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। কারণ ষষ্ঠমাসই শিশুর দন্তোদ্গমের প্রশস্ত কাল, সেই কাল হইতে উহাদের লালা-নিঃসরণ আরম্ভ হয়, এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ঐ কালেই শিশুর সম্বন্ধে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তৎপরে, ক্রমশঃ শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়ামেরও আবশ্যকতা আছে।

প্র। স্তন্যপায়ী শিশুর পীড়া হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

উ। সর্ব্বাগ্রে মাতৃস্তন্য যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, সে জন্য মাতারই চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক, কারণ তৎকালে শিশুর পক্ষে স্তন্য ভিন্ন অন্য আহার নাই। মাতার যদৃচ্ছালব্ধ আহারজনিত যে স্তন্য উৎপন্ন হয়,

তাহা ব্যাধির পক্ষে অহিতকারী, এজন্য স্তন্যপায়ী শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রসূতির নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

প্র। জীব-শরীরে কতগুলি যন্ত্র আছে?

উ। অনেকগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, পাকাশয়, গর্ভাশয়, মূত্রাশয়, বস্তি এইগুলিই প্রধান।

প্র। জীবের ভুক্তদ্রব্য কোথায় যায়?

উ। পাকাশয়ে যায়।

প্র। পরিপাকের প্রধান উপাদান কি?

উ। যকৃৎ হইতে যে একপ্রকার রস নির্গত হয়, যাহাকে সামান্যতঃ পিত্ত বলে, সেই পিত্তসংযোগে ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয় মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা পরিপাক হয়।

প্র। রক্তের আধার কোনটি?

উ। ফুসফুস্।

প্র। শ্বাস প্রশ্বাস কোন যন্ত্রের কার্য্য?

উ। হৃদয় (heart) এর কার্য্য।

প্র। শরীর মধ্যে নাড়ী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু এবং পেশী কত আছে?

উ। বহুতর আছে, আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান দ্বারা তাহার সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। এস্থলে কেবল জীব-শরীরের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি লিখিত হইল।

প্র। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না কোথায়?

উ। ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে ঊর্দ্ধাধোভাবে, অর্থাৎ মস্তিষ্ক হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ী লম্বমান। উহার বামপার্শ্বে ইড়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা ঐরূপ ভাবে লম্বিত।

প্র। মস্তিষ্ক কোথায়?

উ। মস্তকের সর্ব্বোপরি স্থানে মস্তিষ্ক বিদ্যমান আছে।

প্র। মল, মূত্র এবং ঘর্ম্ম কোথা হইতে জন্মে?

উ। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে উহার সারাংশ হইতে রসরক্তাদি জন্মে, অসারভাগ মলরূপে পরিণত হয়। শরীরের জলীয়াংশই মূত্র এবং ঘর্ম্মরূপে নিঃসৃত হয়।

জাতি এবং নীতি-তত্ত্ব।

প্র। জীবের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপে জানা যায়?

উ। জাতি এবং কর্ম্ম অনুসারেই জানা যায়; যেহেতু শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "আকৃতিঃ প্রকৃতিগ্রাহ্যা জাতিকর্ম্মানু-সারিণী"।

প্র। জাতি এই শব্দটি কোন্ বাচক?

উ। শ্রেণীবাচক।

প্র। পদার্থসকল কয়ভাগে বিভক্ত?

উ। আর্য্যজাতীয় তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডি-তেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদা-র্থকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ"॥

অর্থাৎ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটিকে পদার্থ কহে। তন্মধ্যে সামান্য পদা র্থের নামই জাতি। ঐ জাতি পদার্থ আবার দুই প্রকার যথা; পরা, অর্থাৎ সাধারণ জাতি এবং অপরা, অর্থাৎ বিশেষ জাতি।

প্র। জাতিভেদের কারণ কি ?

উ। যেমন নীল পীতাদি বর্ণ এবং মধুরাম্লাদি রস প্রভৃতি পদার্থের গুণভেদে শ্রেণীভেদ সর্ব্ববাদি-সম্মত, তদ্রূপ, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই গুণত্রয়ভেদে, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে জীবদিগেরও জাতিভেদ অপরিহার্য্য। ফলতঃ, মনুষ্যদিগের মধ্যে গুণ এবং কর্ম্মভেদে যে জাতি বা বর্ণভেদ হইয়াছে, তাহা ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।

প্র। জাতিভেদ কাহার কৃত ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সগুণ-ব্রহ্মের কৃত।

প্র। সে সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ কি ?

উ। মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ নিরবর্ত্তত" ॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগতে লোকবৃদ্ধির জন্য স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করেন।

অপিচ বেদে উক্ত আছে।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" ॥

উপরি উক্ত শাস্ত্রবচনের পোষকতা জন্য, বশিষ্ঠ বলিয়াছেন ; "গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ, ত্রিষ্টুভা রাজন্যং, জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিৎ ছন্দসা শূদ্রম্ ইতি অসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে।" অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দে ব্রাহ্মণের, ত্রিষ্টুপ্-চ্ছন্দে ক্ষত্রিয়ের, জগতীচ্ছন্দে বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। শূদ্র কোন ছন্দে উৎপন্ন নহে, এজন্য তাহাদের কোন সংস্কারও নাই।

প্র। মনুষ্যজীবনের সম্বন্ধে মুখ্য কার্য্য কোন্‌গুলি ?

উ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজনযাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম ; রাজ্যপালন, শত্রুদমন ; এবং কৃষিবাণিজ্য এই ত্রিবিধ কার্য্যই মুখ্য কার্য্যমধ্যে পরিগণিত।

প্র। বর্ণবিভাগের মূলে, কোন্ বর্ণের প্রতি কোন্ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল ?

উ। ব্রাহ্মণের প্রতি অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্য, ক্ষত্রিয়ের প্রতি শত্রুদমন, রাজ্যশাসনাদি কার্য্য, বৈশ্যের প্রতি কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

প্র। শূদ্রজাতির প্রতি কোন্ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল ?

উ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাকার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

প্র। মনুষ্য-সমাজে বর্ণ বিভাগ না থাকিলে, কে কোন্ কার্য্য করিত ?

উ। সকলকেই আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। একের কার্য্যের জন্য অপরে কোন সহায়তা করিত না, সুতরাং তজ্জন্য মনুষ্য-সমাজমধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতাও ঘটিত। ফলতঃ, প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে বিশেষ অসুবিধা হয়, এমন কি হয়ত তাহার জীবনের অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকে, এজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক গুণ এবং কর্ম্মবিভাগক্রমে চারিবর্ণের জীব সৃষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ, পরিশ্রমের বিভাগ (division of labour) জন্যই যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। জাতিভেদের মধ্যে প্রাচীন আর্য্যদের কোন স্বার্থভাব নিহিত ছিল কি না ?

উ। না; কারণ প্রকৃতি-সম্ভব গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগক্রমে যখন চতুর্ব্বর্ণের জীব, সৃষ্টিকর্ত্তারই সৃষ্ট, তখন উহার মধ্যে মানুষের স্বার্থভাব নিহিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্র। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মের, নিকট যখন জাতি বা বর্ণবিচার নাই, তখন মানুষের মধ্যে উচ্চনীচতা-ভেদে বর্ণভেদ হয় কেন ?

উ। তদুত্তরে এই বলা যায় যে, নির্গুণ-ব্রহ্মের যখন কোন ক্রিয়াই নাই, তখন তাঁহার নিকট আবার বর্ণবিচার

কিসের? বস্তুতঃ সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। জাতি বা বর্ণবিচারের কর্ত্তাই সগুণ-ব্রহ্ম। ফলতঃ, যে কারণে তিনি বর্ণবিভাগ করিয়াছেন, সে কারণ যখন তাঁহারই ইচ্ছাধীন, তখন তাহার উপর মানুষের কর্তৃত্ব কোথায়?

প্র। শূদ্র ব্রাহ্মণ-স্থানীয় হইতে পারে কি না?

উ। কখনই না; কারণ ব্রাহ্মণ যে গুণ হইতে উৎপন্ন, শূদ্র সে গুণ হইতে উৎপন্ন নহে। সত্ত্বগুণে জীবের যে প্রকৃতি হয়, তমোগুণে সেরূপ প্রকৃতি কদাপি হইতে পারে না। সত্ত্বগুণাবলম্বীদের যেরূপ প্রবৃত্তি অর্থাৎ মনোবৃত্তি জন্মে, তমোগুণাবলম্বীদের সেরূপ জন্মে না; সত্ত্বগুণাবলম্বীদের যেরূপ আহারে স্পৃহা, যেরূপ কার্য্যে স্পৃহা বা যেরূপ পরিচ্ছদে স্পৃহা জন্মে, রজো বা তমোগুণাবলম্বীদের তাহা জন্মে না। অতএব, শূদ্র কিরূপে ব্রাহ্মণ-স্থানীয় বা ক্ষত্রিয়-স্থানীয় হইতে পারে? তবে কাল মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ যখন রজো বা তমোগুণাবলম্বী হয়, তখনই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

প্র। কালে বীজপ্রভাব নষ্ট হয় কিনা?

উ। যে কাল-মাহাত্ম্যে একবিংশতি-হস্ত-পরিমিত মানবদেহ সার্দ্ধতিন হস্তে পরিণত হইতে পারে, যে কাল-মাহাত্ম্যে চারিশত বৎসর পরমায়ু ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া একশত বৎসরে উত্তীর্ণ হইতে পারে, যে কাল-মাহাত্ম্যে

সত্যজ্যোতিঃ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া, তমঃস্বরূপ মিথ্যাতে প্রায় সমগ্র মানবহৃদয় গ্রাস করিতে পারে, যে কাল-মাহাত্ম্যে মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে এবং যে কাল-মাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব নষ্ট হইয়া রজঃ এবং তমোগুণে জীব-হৃদয় আচ্ছন্ন করিতে পারে, সেই কাল-মাহাত্ম্যে যে, বীজ-প্রভাব নষ্ট হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

প্র। কালে সত্ত্বগুণের প্রভাব নষ্ট হয় কেন ?

উ। সত্ত্বগুণের মূলে যে কাল-স্বরূপা স্বতোনিত্যা-প্রকৃতি বিদ্যমানা, তাঁহারই ইচ্ছায় নষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, কাল-মাহাত্ম্যে ক্রমশঃ সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রভাব নষ্ট হইয়া তমোগুণের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় না উঠিলে, সৃষ্টি কখনই লয় হইতে পারে না, এজন্য কালে সত্ত্বগুণের প্রভাব নষ্ট হওয়াই প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম্। অতএব, কালে বীজপ্রভাব নষ্ট হয় না, এই অন্ধ-বিশ্বাস যাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

প্র। কালে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট কার্য্য করে কেন ?

উ। কারণ, তাহাদের শরীরস্থ সত্ত্বগুণের প্রভাব নষ্ট হওয়া প্রযুক্তই তাহারা নিকৃষ্ট কার্য্য করে। ফলতঃ, তাহাও প্রাকৃতিক নীতি, অর্থাৎ সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, কাল-মাহাত্ম্যে যে,

গুণের প্রভাব ও বীজের প্রভাব নষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ, স্বকর্ম্মত্যাগী হইয়া নিকৃষ্ট কর্ম্মের আচরণ দ্বারা যে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন ;—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" ॥
মনু, ১০ম, অঃ, ২৪ ॥

অর্থাৎ, বর্ণের ব্যভিচার (১) অবেদ্যাবেদন (২) এবং স্বকর্ম্মত্যাগ এই তিনটী কার্য্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর হয়।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ" ॥
মনু, ২য়, অঃ, ১৬৮ ॥

অর্থাৎ, যে দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, অন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ বংশাবলী সহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

(১) নীচবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে বর্ণের ব্যভিচার হয়।

(২) মাতুল, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা ইত্যাদির কন্যাতে উপগত হইলে অবেদ্যা-বেদন বলে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "অশ্রোত্রিয়াঃ, অননুবাক্যাঃ, অনগ্নয়ঃ, শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি। নানৃগ্‌ব্রাহ্মণো ভবতি।"

"অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচি-দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

অর্থাৎ, পাথরের ভেলা জলে দিবামাত্র যেমন তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ তপস্যাহীন, বেদ-বিদ্যাবিহীন এবং শূদ্র-প্রতিগ্রাহী দ্বিজও পাপপঙ্কে নিমগ্ন, অর্থাৎ পতিত হয়।

অত্রি-সংহিতায় বলিয়াছেন;—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণচ সহাসনম্।
শূদ্রাদর্থাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ"॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক পাতান, শূদ্রের সহিত একত্র-শয়নোপবেশন এবং কোনরূপে শূদ্রের অর্থগ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণকেও পতিত করে।

প্র। কোন্ মানুষ কোন্‌গুণাবলম্বী, অর্থাৎ কাহার শরীরে কোন্ গুণ বিদ্যমান বা কাহার শরীরে কোন্ গুণের প্রাবল্য আছে, ইহা কিরূপে জানা যায়?

উ। কর্ম্ম দৃষ্টে জানা যায়। বস্তুতঃ, যাহার শরীরে যে গুণের প্রাবল্য থাকে, সে ব্যক্তি তত্তদ্‌গুণেরই কার্য্য করে; অর্থাৎ সে ব্যক্তি তত্তদ্‌গুণানুযায়ী প্রকৃতিও প্রাপ্ত হয়।

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্বে চারি বর্ণ ভিন্ন কি অন্য বর্ণ ছিল না?

উ। না; কারণ মনু ১০ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন;

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ" ॥৪॥

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণই ছিল, এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ ছিল না; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ।

প্র। দ্বিজ কাহাকে বলে?

উ। যাহারা প্রথমতঃ, জাত-সংস্কার, তদনন্তর উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত, তাহাদিগকে দ্বিজ কহে।

প্র। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভিন্ন, অন্য কোন দ্বিজ জাতি আছে কি না?

উ। মনু দশমাধ্যায়ে বলিয়াছেন;

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু স্বধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥৪১॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্বজাতীয়া পত্নীতে জাত তিনপুত্র, ব্রাহ্মণের অনন্তর ও একান্তর বর্ণের পত্নীতে (১) জাত দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের কেবল অনন্তর বর্ণের

(১) অনন্তর বর্ণের পত্নী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে জাত পুত্র 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' এবং একান্তর বর্ণের পত্নীতে অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত পুত্র 'অম্বষ্ঠ' সংজ্ঞক হয়।

পত্নীতে (১) জাত এক পুত্র সর্ব্বসাকল্যে এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মী, অর্থাৎ ইহারা সকলেই উপনয়ন-সংস্কারার্হ হইবে।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে যত বিভিন্ন জাতি দেখা যায়, তাহারা কে কোন্ বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট ?

উ। কতক ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট, কতক ক্ষত্রিয়-বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট এবং অধিকাংশই শূদ্রবর্ণের অন্ত-র্নিবিষ্ট।

প্র। কোন্ কোন্ জাতি ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট ?

উ। মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠাদি জাতি ব্রাহ্মণ-বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট।

প্র। মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে ?

উ। সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রারম্ভে সৃষ্টি-বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিত; এবং ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিত। ব্রাহ্মণের ঔরষে, ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে মূর্দ্ধাভিষিক্তের এবং বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল।

---

(১) অনন্তর বর্ণের পত্নীতে অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত পুত্র 'মাহিষ্য' সংজ্ঞক হয়।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে অনুলোম-বিবাহ চলিত নাই কেন ?

উ। সৃষ্টি-বিস্তারের অনাবশ্যকতা জন্য, ঐরূপ বিবাহ চলিত নাই।

প্র। অনুলোম-বিবাহ কাহাকে বলে ?

উ। উচ্চবর্ণের পুরুষ, তদপেক্ষা হীনবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করার নামই, অনুলোম-বিবাহ।

প্র। মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

উ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ— "। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং বৈশ্যাতে জাত পুত্র অম্বষ্ঠ হয়।

মনু বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে,———"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য-কন্যাতে জাত পুত্র অম্বষ্ঠ হয়।

পরাশর বলিয়াছেন, "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো হি মুনিসত্তম,————।" অর্থাৎ, হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে। উশনা বলিয়াছেন, "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠঃ স উচ্যতে,————।"অর্থাৎ বিপ্র হইতে বৈশ্যাতে বিধিপূর্ব্বক জাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ কহে।

প্র। পুরাকালে যে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

উ। "ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্রএবতু।
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকাপ্রকীর্ত্তিতা"॥
নারদ-সংহিতা॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে তিন স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের দুই এবং বৈশ্যের কেবল একই স্ত্রী হইয়া থাকে।

প্র। অনুলোম-বিবাহ-জনিত পুত্রেরা যে পিতৃসবর্ণ হয়, তাহার প্রমাণ কি ?

উ। মনু দশমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএব তে" ॥৫॥

অর্থাৎ, সকল বর্ণের তুল্যবর্ণা পত্নীসকলে এবং অনুলোমক্রমে অক্ষতযোনি স্ত্রীসকলে, যে সমস্ত পুত্র জন্মে, তাহারা সকলেই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

প্র। অনুলোমজ পুত্রেরা যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, ইহা কিসের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

উ। উপরিউক্ত শ্লোকের শেষাংশ 'ত-এব' দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। কারণ, তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গের বহুবচনে 'তে' এই পদ সিদ্ধ হয়। এবং তে-এব

স্থলেই 'ত-এব' হইয়া থাকে। অতএব 'ত-এব' অর্থে 'পিতর-এব'ই বুঝাইয়া থাকে।

প্র। এস্থলে 'আনুলোম্যেন' এই কথাটি সকল বর্ণের তুল্যবর্ণা পত্নী, অর্থাৎ সজাতীয়া স্ত্রী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না?

উ। কখনই না; কারণ অনুলোম বলিতে উচ্চ হইতে নীচেই বুঝাইয়া থাকে; এজন্য আনুলোম্যেন কথাটি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা পত্নীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণকন্যা পত্নী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

প্র। 'অক্ষত-যোনি' এই কথাটি সবর্ণা-কুমারী সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে কি না?

উ। কখনই না। অসবর্ণা-কুমারীদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হইয়া থাকে; কারণ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর গর্ভে যে ব্রাহ্মণপুত্র জন্মে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীর গর্ভে যে ক্ষত্রিয়পুত্র জন্মে এবং বৈশ্যের বৈশ্যকন্যা পত্নীর গর্ভে যে বৈশ্যপুত্র জন্মে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অসবর্ণা পত্নীদের জন্যই সংহিতা-কর্ত্তা উপরিউক্ত শ্লোকে 'অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন' এই রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা সবর্ণা-পত্নীর পুত্রদের জাতি নির্ণয়ের জন্য সংহিতাকর্ত্তার ৫ম শ্লোক রচনা করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

প্র। সকল বর্ণের তুল্যবর্ণা পত্নীদের সম্বন্ধে 'অক্ষত-যোনি' কথাটি ব্যবহৃত হইলে কি দোষ হয় ?

উ। সকল বর্ণের তুল্যবর্ণা অর্থাৎ সজাতীয়া পত্নীতে স্বামিকর্ত্তৃক প্রথম সহবাসের পুত্রই মাতার অক্ষত-যোনি-জাত বলিয়া পিতার সবর্ণ হয় ; অন্যত্র যত পুত্র জন্মে, তাহারা সকলেই মাতার ক্ষতযোনি-জাত বলিয়া পিতার সবণ হইতে পারে না। 'সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষু' সম্বন্ধে 'অক্ষতযোনি' কথাটি ব্যবহৃত হইলে, এই সুমহৎ দোষ বর্ত্তিতে পারে, এজন্য উপরিউক্ত শ্লোকে 'অক্ষতযোনিষু' কথাটিকে পরবর্ত্তী 'আনুলোম্যেন' কথাটির সঙ্গে লইয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ অপর কোন অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অনুলোমক্রমে যে পুত্র জন্মে ইত্যাদি।

প্র। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, অনন্তর-বর্ণের স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করা (অর্থাৎ অনুলোম-বিবাহ করা) যে বিধিসঙ্গত, তাহার প্রমাণ কি ?

উ। মনু দশমাধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন ; "অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।" অর্থাৎ অনন্তর-জাতীয়া স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করা সনাতন বিধি। পরন্তু, আরও বলিয়াছেন, "আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম, স বিধিঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ বর্ণের অনুলোমক্রমে পুত্রোৎপাদন করাও বিধিসঙ্গত।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৫ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন ;—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু ধর্ম্মবিহিতো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে, এই তিন বর্ণেরই কন্যাকে বিবাহ করা ধর্ম্মসঙ্গত।

প্র। এস্থলে এমনও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে যদি তিন ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের শূদ্রভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান পিতৃসবর্ণ হইবে কি না ?

উ। না ; কারণ শূদ্রভার্য্যা যে, ব্রাহ্মণের বিবাহ-যোগ্যা নহে, নিম্নে তাহার যথাযথ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, শূদ্রেরা কোন ছন্দে সৃষ্ট নহে, এজন্য তাহাদের কোন সংস্কারও নাই।

২। ব্যাস-সংহিতায় কথিত আছে ;—

"নবৈতা কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জ্যং ক্রিয়াঃস্ত্রিয়াম্।
বিবাহোমন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রেস্বামন্ত্রতো দশ ॥"

অর্থাৎ, কর্ণবেধান্ত নয়টি কার্য্য স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে

অমন্ত্রক, কিন্তু বিবাহকার্য্য সমন্ত্রক। শূদ্রদিগের বিবাহাস্তু দশটি কার্য্যই অমন্ত্রক।

৩। মনু তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণের বিবাহ কথনে ১৩শ শ্লোকে যদিচ দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্র ভার্য্যা গ্রহণের বিধি বলিয়াছেন, কিন্তু সে বিধি কেবল রতিকার্য্যের জন্যই জানিতে হইবে; যেহেতু তিনিই আবার পরবর্ত্তী ১৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদ্যপি মোহবশতঃ, হীনজাতীয়া কন্যা অর্থাৎ শূদ্রকন্যা বিবাহ করে,তাহা হইলে সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রাদির ত কথাই নাই,অধিকন্তু তাহাদের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রাদিরাও বংশ-পরম্পরাক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। ১৯শ শ্লোকে বলিয়াছেন, শূদ্র ভার্য্যার অধর-রস-পানকারী, তাহার নিশ্বাস-গ্রহণকারী এবং সেই শূদ্রা ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদনকারী দ্বিজের কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই, অর্থাৎ তাহার আর প্রায়শ্চিত্তও নাই। ঐ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে মনু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরাণাদি কোন শাস্ত্রেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের আপৎকালেও শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ নাই। ৪২শ শ্লোকে, তিনি আরও বলিয়াছেন, উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে সে স্ত্রীতে উত্তম সন্তান জন্মে এবং নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে নিকৃষ্ট সন্তানই জন্মে। অতএব নিন্দিতবিবাহ কদাচ করিবে না। অত্রি, গৌতম ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের মতে

দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ করিলে, বা তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে যে, দ্বিজাতিরা পতিত ও নিরয়গামী হয়েন, মনুর তৃতীয়াধ্যায়ের ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ শ্লোক হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

৪। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, শূদ্রা ভার্য্যাতে যখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আত্মা (পুত্ররূপে) জন্মে না, তখন দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রাভার্য্যা কদাপি বিবাহযোগ্যা নহে।

৫। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত অনুশাসন পর্ব্বে ৪৪শ অধ্যায়ে বিবাহকথনে ভীষ্ম বলিয়াছেন, "রত্যর্থমপি শূদ্রা স্যান্নেত্যাহুরপরে বুধাঃ" অর্থাৎ, অপরাপর পণ্ডিতেরা বলেন, দ্বিজদিগের সম্বন্ধে শূদ্রাভার্য্যা রতিকার্য্যের জন্যও নহে ইহা জানিতে হইবে। পুনরপি ভীষ্ম বলিয়াছেন; "অপত্যজন্ম শূদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ। শূদ্রায়াং জনয়ন্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে যতঃ"॥ অর্থাৎ, সাধুরা শূদ্রাভার্য্যাতে ব্রাহ্মণকর্তৃক অপত্যোৎপাদন প্রশংসনায় বলেন না, কারণ শূদ্রার গর্ভে, ব্রাহ্মণ পুত্রোৎপাদন করিলে সে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ঐ পর্ব্বের ৪৫শ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ; ইহাদের মধ্যে অনুলোমতঃ যে বিবাহ, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। অন্যত্র, ইহার বৈষম্য প্রযুক্তই হউক বা লোভবশতঃই হউক অথবা কাম প্রযুক্তই হউক ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রাভার্য্যা ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

৬। শাস্ত্রান্তরে আরও উল্লিখিত আছে, "উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাং বা, ক্ষত্রিয়ো বিশাম্। নতু শূদ্রা দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্"॥ অর্থাৎ, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়-কন্যাকে এবং বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু শূদ্রাকে কদাপি বিবাহ করিবে না এবং অধমবর্ণে উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

৭। উপরে আরও প্রমাণ দেখান হইয়াছে যে, শূদ্রের দান প্রতিগ্রহ করিলে বা শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করিলে অথবা শূদ্রের সহিত একত্র শয়নোপবেশন করিলে, যখন ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণকেও পতিত হইতে হয়, তখন সেই শূদ্রের কন্যাকে ব্রাহ্মণের বিবাহ করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শূদ্রা যখন দ্বিজাতির বিবাহযোগ্যাই নহে, তখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সন্তান জন্মিলে, সে সন্তান কখনই পিতৃসবর্ণ হয় না।

প্র। বিবাহের উদ্দেশ্য কি ?

উ। প্রকৃতি পুরুষের একত্র সংমিলন হওয়াই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। "পাটিতোঽয়ং দ্বিজঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ।

যাবন্নবিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধং ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে পূর্ণঃ প্রজায়েতেত্যপিশ্রুতিঃ” ॥
ইতি ব্যাস-সংহিতা ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণেরা ব্রহ্মার সহিত এক দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন। পরে ব্রহ্মা উহাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে বিভিন্ন করিয়া পুরুষ প্রকৃতিরূপে (১) সৃষ্টি করেন. ফলতঃ যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ দারপরিগ্রহ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা অর্দ্ধদেহই থাকে। পরে দারপরিগ্রহ করিলে দুইটি অর্দ্ধদেহ একত্র সংমিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ দেহ হয়।

প্র। বিবাহ কাহাকে বলে?

উ। মনু অষ্টমাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

“পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে” ॥
২২৭ ॥

অর্থাৎ, বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা পাণিগ্রহণের নামই বিবাহ। এবং ঐ মন্ত্রদ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন (২) হইলেই বিবাহ সিদ্ধ জানিতে হইবে।

---

(১) অৰ্দ্ধদেহ পুরুষভাব এবং অৰ্দ্ধদেহ প্রকৃতিভাব।

(২) সপ্তপদী গমনকেই কুশণ্ডিকা বলে।

প্র। কোন্ বেদমন্ত্র দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতি একাত্মী-কৃত হয়?

উ। "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্তু। মম বাচামেকমনা জুহুষ, প্রজাপতি ত্বাং নিযুণক্তু মহ্যম্। ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি। মাংসে মাংসং ত্বচাত্বচম্। ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। (১) অর্থাৎ, হে মমব্রতে! তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তুমি আমার চিত্তের অনুচিত্ত হও। একমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর; যেহেতু প্রজাপতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত, ত্বক্ ত্বকের সহিত একাত্মীকৃত করিলাম। তোমার হৃদয় আমার হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হউক। অতএব এই বেদমন্ত্র দ্বারা যে স্ত্রী-পুরুষকে একাত্মীকৃত করিয়া দেয়, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। ব্রাহ্মণে যখন ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিত, তখন তাহারা কোন্ বর্ণের মধ্যে পরি-গণিত হইত?

উ। ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া 'ব্রাহ্মণী' পদবাচ্য হইত।

---

(১) পশুপত্যুক্ত যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত।

প্র। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন ;—

"পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥
আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রেচ লোকাচারেচ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা" ॥

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—

"বিবাহে বিনিবৃত্তে চ চতুর্থেঽহনি বা ত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তৃগোত্রেপিণ্ডেচ সূতকে ॥
স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" ॥

অর্থাৎ, বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়া সপ্তপদী গমন হইয়া গেলে সে বিবাহ অখণ্ডনীয়। অপিচ চতুঃকর্ম্মের (১) সহিত তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, সে স্ত্রী পতির সহিত একত্ব-প্রাপ্ত হইয়া পতির সগোত্রা, সপিণ্ডা এবং পতিকুলেরই অশৌচভাগিনী হয়। বিবাহে সপ্তপদী গমন হইলে, সে স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত

(১) দান, যজ্ঞ, চতুর্থি হোম এবং শচিযাগ ইহাদিগকে চতুঃকর্ম্ম কহে।

হয় এবং পতির পিণ্ডোদকাদি সকল কার্য্যেরই অধিকারিণী হইয়া পতির পুণ্যাপুণ্যেরও ফলভাগিনী এবং পতির সহিত একদেহ এবং একপ্রাণ-বিশিষ্ট হয়।

অতএব ব্রাহ্মণের বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা যে, পতির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণী পদবাচ্য হইত, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান হইত, তাহারাও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতি হইত না।

প্র। অনুলোম-বিবাহ-জাত সন্তানেরা যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইত এ সম্বন্ধে আর কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি না?

উ। বহুতর প্রমাণ আছে; তন্মধ্যে নিম্নে দুই একটি স্থূল স্থূল প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত অনুশাসন পর্ব্বে ৪৪শ অধ্যায়ে, বিবাহ-কথনে ভীষ্ম বলিয়াছেন ;—

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ" ॥

২। ঐ পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে দায়ভাগ প্রকরণে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন ;—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥

কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ পরন্তপ।
যতস্তেতু ত্রয়ঃ পুত্রা স্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি” ॥

প্র। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি কোথা হইতে ?

উ। মূল চারি বর্ণ হইতে অনুলোম প্রতিলোম সম্বন্ধে বহুতর মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্র। প্রতিলোম-সম্বন্ধ কাহাকে বলে ?

উ। নীচবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলেই তাহাকে প্রতিলোম-সম্বন্ধ কহে।

প্র। বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে ?

উ। প্রতিলোমজ সন্তানই বর্ণসঙ্কর।

প্র। বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

উ। মনু বলিয়াছেন, “প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ”। ভগবদ্‌গীতার প্রথমাধ্যায়ে ৪০শ শ্লোকে লিখিত আছে ; “স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ”। অর্থাৎ, কুলকামিনীগণের ব্যভিচার হইতেই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

এইরূপে ইহ জগতে মনুষ্যদিগের মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম-জনিত বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ, চারিটির অতিরিক্ত নাই। অতএব, এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরাকালে জগতে সৃষ্টি-বিস্তার জন্য চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত হইয়া বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

প্র। নীতি শব্দের অর্থ কি ?

উ। নিয়ম।

প্র। নীতি কয় প্রকার ?

উ। সামান্যতঃ দুই প্রকার। যথা, প্রাকৃতিক-নীতি এবং লৌকিক-নীতি।

প্র। প্রাকৃতিক-নীতি কাহাকে বলে ?

উ। (Law of Nature)কে প্রাকৃতিক নীতি কহে ; অর্থাৎ, প্রকৃতির যে নিয়ম দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিচালিত হয়, তাহাকেই প্রাকৃতিক-নীতি বলে।

প্র। লৌকিক-নীতি কাহাকে বলে ?

উ। যে নীতি দ্বারা মনুষ্য-সমাজ পরিচালিত হয়, তাহাকেই লৌকিক-নীতি বলে।

প্র। লৌকিক-নীতি কয় ভাগে বিভক্ত ?

উ। তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতি।

প্র। ধর্ম্মনীতি কাহাকে বলে ?

উ। ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, তাহাকেই ধর্ম্মনীতি কহে।

প্র। রাজনীতি কাহাকে বলে ?

উ। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যপরিচালনার্থ যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, তাহাকেই রাজনীতি কহে।

প্র। সমাজনীতি কাহাকে বলে ?

উ। সমাজ শাসনের জন্য যে শাসনবিধি, তাহাকেই সমাজনীতি কহে।

প্র। রাজনীতি এবং সমাজনীতির মূলে কি ?

উ। উভয় নীতির মূলেই ধর্ম্মনীতি; কারণ ধর্ম্ম-নীতিকে রক্ষা করিবার জন্যই রাজনীতি এবং সমাজ-নীতির আবশ্যক হয়। ফলতঃ, উপরি উক্ত নীতিত্রয় একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ; অর্থাৎ কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরাক্রমে কার্য্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ, যেখানে ধর্ম্মনীতির অনাদর, সেখানেই বিপ্লব উপস্থিত; অর্থাৎ রাজাই হউন বা সমাজই হউন, ধর্ম্মনীতি-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেই তাঁহাদিগকে অচিরাৎ অধঃ-পতিত হইতে হয়।

প্র। তবে কি রাজনীতি বা সমাজনীতি মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে পারে ?

উ। না, তবে উহারা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে মনুষ্যের যদৃচ্ছানুষ্ঠিত পাপকার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সদা সর্ব্বত্র উহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারে।

প্র। উপরি উক্ত নীতিত্রয়ের সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ কি ?

উ। স্থিরবুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে,উপরি উক্ত নীতিত্রয় মনুষ্য-জীবনের

কর্ত্তব্যতার মধ্যে অটলভাবে নিহিত আছে। উহাদের মধ্যে কোন একটির অভাব হইলেই, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাকৃতিক-নীতি ভঙ্গ জন্য মনুষ্যদিগকে অধর্ম্মের পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

প্র। ধর্ম্মনীতি-বিবর্জ্জিত রাজনীতি বা সমাজনীতি কিরূপ?

উ। উভয়েই ন্যায়-বিবর্জ্জিত পাশব-নীতির নামান্তর মাত্র।

প্র। যে ভারত, একসময়ে উপরি উক্ত নীতিত্রয়ের উৎকর্ষ প্রযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল, আ'জ তাহার এবম্ভূত দুরবস্থা হইবার কারণ কি?

উ। শুদ্ধ, ধর্ম্মনীতির অবমাননাই তাহার মূল কারণ।

প্র। ধর্ম্মনীতির অবমাননার কারণ কি?

উ। অবিদ্যা, অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই তাহার মুখ্য কারণ।

প্র। রাজনীতি এবং সমাজনীতির মূলে ধর্ম্মনীতি কিরূপ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের মূলে প্রাকৃতিক-নীতি, যাহার বিপরীতাচরণে ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিরোধী হন। বিশেষতঃ, সেই প্রাকৃতিক-নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য যে অসৎকার্য্য, ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। বস্তুতঃ রাজনীতি বা সমাজনীতি, সেই অসৎকার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া

ধর্ম্মনীতিকে সতত রক্ষা করিবে, ইহাই প্রাকৃতিক-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব যখন রাজনীতি বা সমাজনীতি ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করে, তখনই ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিবার জন্য প্রাকৃতিক-নীতি পরিচালনার বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমাকে যুগে যুগে অবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। সুতরাং রাজনীতি এবং সমাজনীতির মূলে যে ধর্ম্মনীতি নিহিত আছে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র। রাজনীতি বা সমাজনীতিকে মানুষের যদৃচ্ছানুষ্ঠিত অসৎ কার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার কারণ কি ?

উ। ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করাই তাহার মূল কারণ।

প্র। সে কেমন ?

১। পরদ্রব্য অপহরণ করা একটি অসৎকার্য্য, কারণ তদ্দ্বারা প্রথমতঃ, হয়ত দ্রব্যস্বামীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তদভাব-জনিত বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, হয়ত তাহার অন্তরে দুঃখের উদ্রেক হওয়ায় তাহাকে বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইতে হয়। এরূপস্থলে

রাজনীতি বা সমাজনীতি যদ্যপি উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অর্থাৎ অপহরণকারাকে যদ্যপি যথোপযুক্ত দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে, তাহা হইলে হয়ত সে ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন হইয়া যাইতে পারে এবং অন্যান্য অপহরণেচ্ছু ব্যক্তিদিগেরও শিক্ষালাভ হইতে পারে, এজন্য রাজনীতি বা সমাজনীতির ঐরূপ অসৎ কার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়-মান হইবার আবশ্যকতা আছে।

২। কোন ব্যক্তি বিনাদোষে যদ্যপি অপর কাহাকে প্রহার করে, তাহা হইলে প্রহারকারী ব্যক্তি যাহাতে পুনরায় ঐরূপ অন্যায় কার্য্য না করে, সেজন্য তাহার পক্ষে রাজদণ্ড বা সমাজদণ্ড পাওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

৩। বিনাদোষে বা লঘুদোষে কোন ব্যক্তিকে হনন করা, একটি ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য। যাহাতে লোকে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিরন্তর বিরত থাকে, সেজন্য উহা-দের সম্বন্ধে রাজনীতির হয় প্রাণদণ্ড, না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এই দুইএর অন্যতর কোন কঠিন দণ্ড দিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে; অন্যথা অধর্ম্মের স্রোত ক্রমশঃ প্রবল হইতে পারে।

৪। সুরাপানে মানুষ এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৎকালে তাহারা হিতাহিত-জ্ঞানপরিশূন্য হইয়া যাবতীয় অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। সুরাস্রোতের

ন্যায় ব্যভিচারস্রোতেও ভ্রূণহত্যাদি মহান্ অধর্ম্মের স্রোতঃ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, এজন্য সুরাস্রোতঃ এবং ব্যভিচারস্রোতের প্রতিকূলে রাজনীতি বা সমাজনীতির কঠোর শাসন পরিচালিত হওয়ার একান্ত আবশ্যকতা আছে।

৫। যদ্যপি কোন ব্যক্তি, পরদার-গমন বা পরদার হরণ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের স্বামী বা তাহার অভিভাবক স্থানীয়ের প্রাণে এতই গুরুতর আঘাত লাগে যে, তাহাদের হৃদয় হইতে সে বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা কখনই নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বস্তুতঃ, ঐরূপ গুরুতর অপরাধের জন্য, হয়ত উভয় পক্ষেরই শোণিত-প্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত হইয়া থাকে। অতএব এই ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের স্রোতঃ নিবারণ জন্য রাজনীতিরই অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক।

প্র। গঙ্গাসাগরে জীবন্ত সন্তান নিক্ষেপ করা, কাপালিকগণের নরবলি দেওয়া, বঙ্গবাসী স্ত্রীলোকদিগের স্বামিসহমরণ-প্রথা ইত্যাদি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যগুলি কাহার সাহায্যে এতদ্দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে ?

উ। রাজনীতিরই সাহায্যে।

প্র। এতদ্দেশে সহমরণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ কি ?

উ। প্রথম কারণ এই যে, স্বামী গত হইলে শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকে না, যেহেতু প্রকৃতি পুরুষ অভিন্নাত্মক, দেহ কেবল কল্পনামাত্র। দ্বিতীয় কারণ এই যে, স্বামিবিয়োগে স্ত্রীর দেহ অর্দ্ধমাত্র। অতএব বৈধব্য অবস্থায় তাহাকে অর্দ্ধদেহ ধারণ করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তৃতীয় কারণ এই যে, কালে যখন অবিদ্যাতে প্রায় সমগ্র জগৎ গ্রাস করিবে, তখন বিধবা স্ত্রীলোকের ব্যভিচার-জনিত অহরহ ভ্রূণহত্যাদি মহান্ অধর্ম্ম-স্রোতঃ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা বিধবার মৃত্যুই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ, এই সকল কারণ জন্য পুরাকালে আর্য্য-স্ত্রীলোকদের মধ্যে "স্বামি সহমরণ" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্র। এক রাজার পক্ষে অন্য রাজ্য আত্মসাৎ করা রাজনীতি কি না?

উ। অবশ্যই রাজনীতি।

প্র। কেন?

উ। যদি কোন রাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে নিরন্তর প্রজাপীড়ন করে তাহা হইলে সে কার্য্য প্রকৃতই ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ; এজন্য অপর কোন প্রবল পরাক্রান্ত অথচ ধর্ম্ম-শীল রাজার কর্ত্তব্য, ঐ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া বিধাতার প্রজাদিগকে সুখী করা।

প্র। রাজা প্রজায় সম্বন্ধ কি?

উ। রাজা কেবল প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষক-মাত্র। একদা দিল্লীর কোন মুসলমান সম্রাট স্বীয় মহিষী কর্ত্তৃক কোন বিষয় প্রার্থিত হইলে স্বীয় মহিষীকে বলিয়াছিলেন, দেখ আমি কেবল প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষকমাত্র। প্রজার সম্পত্তিতে আমার কোন সত্ত্ব নাই। বস্তুতঃ, এই সারগর্ভ উপদেশবাক্য এ পর্য্যন্ত অপর কোন রাজা বা সম্রাটের মুখ হইতে বহির্গত হয় নাই।

প্র। এই সারগর্ভ উপদেশের মর্ম্ম কি ?

উ। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম নিষ্কাশন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রজা কে এবং রাজাই বা কে, ইহার স্থির-সিদ্ধান্ত হওয়ার আবশ্যকতা আছে।

প্র। প্রজা কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবমাত্রেই প্রজা; যেহেতু মনু বলিয়াছেন, "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ" অর্থাৎ প্রজা সৃষ্টির জন্যই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব সেই স্ত্রীজাতি হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকেই প্রজা বলে।

প্র। সৃষ্ট জগতে তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া মণি মুক্তা জহরত প্রভৃতি যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, এ সমস্ত কাহাদের জন্য

উ। ঈশ্বরের প্রজাদিগেরই জন্য। অর্থাৎ ঐ সকলের উপর তাঁহার প্রজামাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

প্রজারা ঐ সকল আহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিবে, এজন্য তিনি তাহাদিগকে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ আহরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দিয়াছেন। প্রজারা কেবল চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল বস্তু আহরণ করিয়া লইবে, ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পাছে, তাহারা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারে, এজন্য সৃষ্টিরাজ্যে এক জন রক্ষকের প্রয়োজন, ফলতঃ ঐ রক্ষকই তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রাজ-সংজ্ঞাবাচ্য অতএব রাজা যে কেবল প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষক, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্র অতঃপর রাজার কর্ত্তব্য কি ?

উ। ১। প্রজার উন্নতিতে রাজার উন্নতি, প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, এই জ্ঞানের উপরে সদা সর্ব্বত্র সাধু-পালন ও অসাধুপীড়ন দ্বারা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করাই রাজার কর্ত্তব্য।

২। প্রজারঞ্জনের জন্য স্বায় স্বার্থকেও উপেক্ষা করা রাজার পরম ধর্ম্ম।

৩। রাজা নিজে কদাচ ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিবেন না; কারণ প্রজার পক্ষে রাজানুগমন করাই স্বতঃসিদ্ধ।

৪। প্রজার জ্ঞানোন্নতি জন্য শিক্ষাপ্রণালীর সুচারু-রূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রজার জন্য চিকিৎসাপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক।

৫। প্রজার মধ্যে যাহাতে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৬। প্রজার সুখদুঃখের উপরে সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৭। আততায়ীর হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করা উচিত।

৮। প্রজা বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইলে তাহার সুবিচার হওয়া আবশ্যক।

৯। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য প্রজার নিকট হইতে যথোপযুক্ত কর সংগ্রহ করাও উচিত।

১০। প্রজা যে কোন কারণেই হউক ধর্ম্মনীতি-মার্গ পরিত্যাগ করিলেই তাহার উপরে রাজনীতি পরিচালনা করা কর্ত্তব্য।

প্র। শাস্ত্র শব্দের অর্থ কি?

উ। যদ্দারা সমাজ শাসিত থাকে, তাহাকেই শাস্ত্র বলে।

প্র। উপরিউক্ত নীতিত্রয় কি শাস্ত্র-বহির্ভূত?

উ। না।

প্র। এতদ্দেশে মূল শাস্ত্র কি?

উ। বেদই মূল শাস্ত্র। তদনন্তর স্মৃতি।

প্র। মনুসংহিতা গ্রন্থখানি কিসের অন্তর্ভূত?

উ। স্মৃতির অন্তর্ভূত। সকল প্রকার স্মৃতি-সংহিতার মধ্যে 'মনু'ই মূল স্মৃতি। কারণ মনুর পূর্ব্বে আর কোন স্মৃতি প্রণীত হয় নাই।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। মনুর পূর্ব্বে মনুষ্যেরই সৃষ্টি হয় নাই। স্বায়ম্ভুব মনু হইতেই ইহ জগতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্র। মনুতে কি কি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে?

উ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ক সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন মনুষ্যাধিকারে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, ত্রিকালদর্শী মনু স্বীয় সংহিতায় সে সমস্ত বিষয়ই বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

উ। কোন্ ব্যক্তি মনুসংহিতার মর্ম্মগ্রাহী হইবেন?

উ। মনু নিজে বলিয়াছেন;—

"নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ"॥

অর্থাৎ, যাহাদের মৈথুন প্রেরণায় জন্ম নহে গর্ভাধানাদি দ্বারা দেবভাবে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম যাহাদের বেদবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে এই শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী হইবে।

প্র। মনুর প্রাধান্য কি?

উ। ঋক্ আদি চতুর্ব্বেদেই মনুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥" অর্থাৎ, মনুর স্মৃতিই প্রধান, কারণ ইহাতে বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ, মনুর সহিত যে স্মৃতির অর্থবিরোধ হয়, সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। মহাভারতে লিখিত আছে "পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতম্। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ"॥ অর্থাৎ, পুরাণ, মনুর স্মৃতি, বেদ এবং আয়ুর্ব্বেদ ইহারা আজ্ঞাসিদ্ধ শাস্ত্র। অতএব প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ইহাদের অন্যথা করিতে নাই। বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি সমগ্র শাস্ত্রেই মনুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। মনুই সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ, মনুর অধ্যয়ন দ্বারা যে, সকল পাপ দূর হয় ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন পর্য্যন্তও অনেকে মনুসংহিতার পূজা করে। সাত পুরুষের মধ্যে মনু অধ্যয়ন না করিলে, ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়। প্রকৃত কথা বলিতে কি, মনুর অধ্যয়ন ব্যতীত সৃষ্টি-তত্ত্বের কিছুই অবগত হওয়া যায় না। অপর জাতির মধ্যে এরূপ জ্ঞানভাণ্ডার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অতএব মনুসংহিতাকে যিনি অমান্য করেন, তিনি মনুষ্য নামের অধিকারী হইবার উপযুক্ত নহেন।

প্র। পুরাণ কাহাকে বলে ?

উ। পুরাকালের ইতিবৃত্তকে পুরাণ কহে। কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ আধুনিক ইতিবৃত্তের ন্যায় নহে। উহাতে পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বেদ স্মৃতির মর্ম্মই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্র। শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ হইলে কি করা কর্ত্তব্য ?

উ। শ্রুতি স্মৃতির বিরোধে শ্রুতির প্রাধান্য এবং স্মৃতি পুরাণের বিরোধে স্মৃতির প্রাধান্য স্বীকার্য্য।

প্র। প্রাচীন আর্য্যদের বিদ্যাশিক্ষার প্রশস্ত কাল কোন্‌টি ?

উ। ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ এই কালেই সমগ্র বিদ্যা সমাপ্তি করিবার রীতি ছিল ; কিন্তু কালবশে সে সমস্ত নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

প্র। ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে ?

উ। দ্বিজাতির উপনয় সংস্কারের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যা সমাপনান্তে যতদিন সমাবর্ত্তন করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবিষ্ট না হওয়া যায়, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য।

প্র। দ্বিজাতির উপনয়নের কাল কোন্‌টি ?

উ। ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে একাদশ বর্ষ এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বর্ষ, উপনয়নের প্রশস্ত কাল।

প্র। পুরাকালে আর্য্য-বালকেরা বিদ্যা শিক্ষার্থে কোথায় যাইত ?

উ। নির্জ্জন তপোবনে অথবা তত্তুল্য কোন নিভৃত স্থানে গুরুগৃহে যাইত।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, তথায় বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিত না। বিশেষতঃ, তৎকালে অধ্যাপনা কার্য্য প্রায় অধিকাংশ ঋষিদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ঋষিরা লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী নির্জন প্রদেশেই বাস করিতেন। এজন্য আর্য্য বালকগণকেও বিদ্যা শিক্ষার্থ তথায় যাইতে হইত।

প্র। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর পরিচ্ছদ, আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর নিয়ম করিয়াছেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?

উ। ব্রহ্মচারীর শরীরে সত্ত্বগুণের ঔৎকর্ষ্য থাকিবে বলিয়াই ঐরূপ কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

প্র। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কোন্‌টি ?

উ। বৈধব্যই স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য ; এবং ঐ ব্রহ্ম-চর্য্য অবস্থাতে স্ত্রীজাতিরও ঐরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বী হওয়া উচিত।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। আত্মসংযম করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ, ভোগবিলাসী পুরুষ বা ভোগবিলাসিনী স্ত্রীলোকের পক্ষে আত্মসংযম করা বড়ই সুকঠিন।

প্র। স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কি?

উ। সতীত্ব রক্ষাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম।

প্র। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা আছে কি না?

উ। আছে; অর্থাৎ যেরূপ শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীজীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সুন্দর জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্র। জগতে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল কেন?

উ। মনু নবমাধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

প্রজনার্থংস্ত্রিয়ঃ সৃস্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যাসহোদিতঃ॥৯৬॥

অর্থাৎ, প্রজা সৃষ্টির জন্য স্ত্রীজাতির এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য পুরুষ জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং পুরুষেরা পত্নীসহ একত্র হইয়া সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে।

প্র। স্ত্রী পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন হইবার কারণ কি?

উ। উহাদের পরস্পরের ক্রিয়া বিভিন্ন, অর্থাৎ পুরুষ যে কার্য্যের জন্য সৃষ্ট, স্ত্রীজাতি সে কার্য্যের জন্য

সৃষ্ট নহে, এজন্য উহাদের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

প্র। স্ত্রীপুরুষ কিরূপ ভাবে থাকিবে?

উ। "ছায়েবানুগতাঃ স্ত্রিয়ঃ"। অর্থাৎ, স্ত্রীলোক ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবে।

প্র। দাম্পত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করাকেই দাম্পত্যধর্ম্ম কহে।

প্র। দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য কি?

উ। মনু বলিয়াছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ডং প্রয়োজনম্"। অর্থাৎ মনুষ্যেরা পুত্রোৎপাদন জন্য দারপরিগ্রহ করিবে।

প্র। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ কথাটির গূঢ়ার্থ কি?

উ। মনুষ্যেরা দারপরিগ্রহ না করিলে ভগবানের প্রজা সৃষ্টি হইবে না এবং প্রজা সৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি-বিস্তারও হইবে না, এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তা ঐ শাসনবাক্য সমাজনীতির অন্তর্ভূত রাখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, দার-পরিগ্রহের উপযুক্ত ব্যক্তিরই যে, দারপরিগ্রহ করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। অযথা সৃষ্টি-বিস্তার দ্বারা পাপ-স্রোতের পরিবৃদ্ধি হওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নহে।

প্র। স্ত্রীলাভের নাম কি ?

উ। স্ত্রীলাভ করাকেই সাধারণতঃ বিবাহ বলা যায়।

প্র। স্ত্রীলাভের আবশ্যকতা কি ?

উ। কেহ কেহ বলেন অসংসারীর পক্ষে সংসারী হওয়ার জন্যই স্ত্রীলাভের আবশ্যকতা আছে।

প্র। সংসারী হইবার উপযুক্ত কে ?

উ। যিনি সম্যক প্রকারে সংসার-ভার বহন করিতে সমর্থ, সংসারের বহুবিধ আঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে সক্ষম এবং যিনি সম্যক প্রকারে সংসারের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ, তিনিই সংসারী হইবার উপযুক্ত পাত্র।

প্র। সংসার-ভার কাহাকে বলে ?

উ। অনায়াসে পিতামাতা, ভাইভগ্নি, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি বহু পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সুখ-সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করা, সম্যক প্রকারে তাহাদের সুখ-সম্বর্দ্ধন এবং সকল প্রকার অভাব মোচন করা, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করা, মিত্রের সম্মান এবং শত্রুর শাসন করা, ইহ জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সংসার-ভার বলে।

প্র। যাহারা আপনাকে সুখ-সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ যাহারা কোনরূপ কায়ক্লেশে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অথবা যাহাদিগকে ইহ জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় অপরেরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে

হয়, কিংবা যাহাদিগকে একপ্রকার ভিক্ষালব্ধ উপজীবিকা দ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি স্বীয় পোষ্য পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না ?

উ। কখনই না; কারণ সেরূপ লোক বিবাহ করিলে কেবল নিরন্তর অভাব-জনিত অহরহঃ হাহাকার, অকালমৃত্যু এবং সর্ব্বপ্রকারের দুঃখভোগই ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ, অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয়; অর্থাৎ অভাব জন্যই লোকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাইতি, খুন, জখম প্রভৃতি যাবতীয় অধর্ম্মের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ বিবাহ (সমাজনীতি) সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

প্র। ঐরূপ বিবাহ কি প্রাকৃতিক-নীতির অনুমোদিত নহে ?

উ। কখনই না; বস্তুতঃ, ঐরূপ বিবাহ প্রাকৃতিক-নীতির বিরোধী। কারণ ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ বিবাহ দ্বারা সৃষ্টি-বিস্তার করা যদ্যপি প্রাকৃতিক-নীতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে নিরন্তর মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রবল-বাত্যা জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু, রাজ্য-বিপ্লব ইত্যাদি খণ্ডপ্রলয়গুলির দ্বারা সৃষ্টি-নাশ হইবে কেন ? অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ঐরূপ বিবাহ কখনই প্রাকৃতিক-নীতির অনুমোদিত নহে।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে যেরূপ হৃদয়বিদারক বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত, উহাকে কি বিবাহ বলে ?

উ। আসুরিক-বিবাহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

প্র। ইহার কি প্রতিবিধান নাই ?

উ। রাজনীতি-পরিচালনাই উহার একমাত্র প্রতীকার।

প্র। কিরূপ দম্পতীর পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত ?

উ। সমান অবস্থা, সমান বয়স এবং সমান-প্রকৃতি বিশিষ্ট দম্পতীরই পরস্পর বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিৎ।

প্র। সমান অবস্থার প্রয়োজন কি ?

উ। বর কন্যা উভয়ের পিতামাতার আর্থিক অবস্থা যদ্যপি সমান না হইয়া উহাদের মধ্যে একজন ধনাঢ্য এবং অপর একজন নির্ধন হয়, তাহা হইলে বর কন্যা উভয়েরই পরস্পরের মনোমালিন্য জন্মান স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ, তদ্দ্বারা পরিণামে বিষম অনর্থ সংঘটিতে পারে, এজন্য সমান অবস্থাবিশিষ্ট দম্পতীরই পরিণয়-পাশে বদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

প্র। দম্পতীর সমান বয়স কি ?

উ। কন্যা অষ্টম বা দশম বর্ষীয়া হইলে বরের বয়ঃ-

ক্রম যথাক্রমে ষোড়শ বা বিংশতি বৎসর হওয়া উচিত। বর কন্যার বয়ঃক্রম অসমান হইলে, প্রধানতঃ কন্যার মনোবৃত্তি কলুষিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্র। দম্পতীর সমান প্রকৃতি কিরূপ?

উ। কন্যার শরীরে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে যাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ থাকিবে, বরের শরীরেও সেইরূপ থাকা আবশ্যক, অন্যথা গুণের বৈপরীত্য প্রযুক্ত চিরজীবন বড়ই অসুখে অতিবাহিত হয়।

প্র। কন্যার কত বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত?

উ। আট হইতে দশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। কতকগুলি কারণ আছে; ফলতঃ সেগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্যূন চারি বৎসর সময় অপেক্ষা করে, এ-নিমিত্ত ঐ সময়ে বিবাহ দিয়া কন্যাকে যথারীতি শিক্ষা বা উপদেশ দিলে তাহা হইতে আর ভাবী অশুভফলের সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। সে কারণগুলি কি?

উ। ১। যতদিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে তাহার পুরাতন সংসারের মায়াতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট থাকে। বিবাহের পর, সহসা সেই

মায়াপাশ উচ্ছিন্ন করিয়া, নূতন সংসারের মায়াতে আবদ্ধ হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে।

২। কন্যার শ্বশুর শ্বাশুড়ি প্রভৃতি নূতন সংসারের পরিবারবর্গের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতার উদ্রেক হওয়া আবশ্যক।

৩। নূতন সংসার সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যতা কি? এ সম্বন্ধে তাহার সম্যক জ্ঞানের আবশ্যক।

প্র। বর্ষীয়সী কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ দিলে কি কোন ফল লাভ হয় না?

উ। অল্পবয়স্কা কন্যাকে শিক্ষা দিলে যেরূপ সুফল লাভ হয়, বর্ষীয়সী কন্যা হইতে সেরূপ হয় না। এজন্য চলিত ভাষায় বলে 'ধেড়ে পাখী পোষ মানে না'।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহার পুরুষে আসঙ্গ-লিপ্সা প্রকৃতিসিদ্ধ, সুতরাং বর্ষীয়সী কন্যার বিবাহ দিলে সে, বিবাহের পরক্ষণেই স্বামীর প্রতি এতই আকৃষ্ট হয় যে, তখন তাহার নিকট আর কোন উপদেশই স্থান পায় না। তখন তাহার হৃদয়ে স্বার্থভাব বড়ই বলবান হইয়া উঠে। এনিমিত্ত মনু অষ্টম বা দশম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিবার প্রশস্ত কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

প্র। কিরূপ পাত্রে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত?

উ। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সৎপাত্র দেখিয়া তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যার উপযুক্ত সৎপাত্র না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত।

প্র। পুরুষের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

উ। কখনই না; কারণ তদ্দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হয় না। স্ত্রীজাতিরই অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

প্র। কত বৎসর বয়সে স্ত্রীপুরুষ পূর্ণায়তন ও পূর্ণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়?

উ। পুরুষ অন্যূন পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইলে পূর্ণায়তন ও পূর্ণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় না। স্ত্রীজাতির যদিচ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রথম রজঃ-প্রবৃত্তি হয়, তথাচ তাহারাও অন্যূন ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ না করিলে পূর্ণায়তন ও পূর্ণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় না।

প্র। স্ত্রীপুরুষের কত বৎসর বয়ঃক্রমে সন্তান হওয়া উচিত?

উ। স্ত্রীর ষোড়শ এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে সন্তান হওয়া উচিত; কারণ তৎকালে সন্তান হইলে সে সন্তান হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু হয়। অন্যথা, অপরিণত বয়সে সন্তান হইলে সে সন্তান প্রায়ই

দুর্ব্বল, শীর্ণকায়, রুগ্ন এবং অল্পায়ু হয়। ফলতঃ, স্ত্রীপুরুষের যত বেশী বয়সে সন্তান হইবে, সে সন্তান ততই হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে।

প্র। পুত্র কন্যা যদ্যপি রুগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

উ। কখনই না; যেহেতু মহাজনেরা বলেন, "রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী। যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥" অর্থাৎ রোগী, চিরপ্রবাসী, (যাহারা চিরকাল বিদেশে থাকে) পরান্নভোজী (যাহারা চিরকাল পরের অন্নদাস হইয়া থাকে) এবং পরাবসথশায়ী (পরগৃহবাসী) ইহাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। অতএব, এ সকল লোকের বিবাহ করা কখনই উচিত নহে।

প্র। কৌলীন্য-প্রথা কোন্ নীতির অন্তর্ভূত?

উ। সমাজ-নীতির অন্তর্ভূত।

প্র। কুলীন কাহাকে বলে?

উ। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্॥"

প্র। কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক কে?

উ। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেনই উহার প্রবর্ত্তক।

প্র। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল?

উ। যে ব্যক্তি উপরিউক্ত নবগুণ-বিশিষ্ট হইবে,

অর্থাৎ যাহাতে একাধারে ঐ নয়টি গুণ থাকিবে, সেই কুলীন হইবে। অন্যথা কেহই কুলীনপদবী বাচ্য হইবে না।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে কুলীন আছে কি না?

উ। অতি বিরল, অর্থাৎ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, কুলীনের বংশাবলী যে কুলীন হইবে, ইহা বল্লালের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

প্র। বহুবিবাহের উদ্দেশ্য কি?

উ। বংশ-বিস্তার করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র। বৈদ্যবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবার কারণ কি?

উ। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় লোপ পাইয়াছিল; বিশেষতঃ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আদৌ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্য রাজা আদিশূর কোন বিশিষ্ট কারণে কণোজ হইতে পাঁচ জন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহাদিগেরই বংশ বিস্তার দ্বারা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, রাজনীতির সাহায্যে তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে কুলীনদের মধ্যে যে বহুবিবাহ প্রচলিত দেখা যায়, তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না?

উ। কখনই না। ফলতঃ, ঐরূপ বহুবিবাহ হইতে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই কুফল উৎপন্ন হয়।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে নীতি-বিপর্য্যয়ের কারণ কি?

উ। কাল-মাহাত্ম্যই তাহার একমাত্র কারণ।

প্র। রাজনীতি বা সমাজনীতি কলুষিত হইবারই বা কারণ কি?

উ। ধর্ম্মনীতির অবমাননাই তাহার মূল কারণ।

প্র। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?

উ। বর্ত্তমান সময়ে লোকের মনে যে সমস্ত কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস অথবা স্বার্থভাব এককালে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে সকল সমূলে উৎপাটিত না হইলে উহার কোন প্রতীকার হইবার আশা নাই। সমাজ-সংস্কার কল্পে রাজনীতিই একমাত্র প্রতীকার বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতি সেরূপ নহে। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে কি রাজা, কি সমাজ এতদুভয়ের মধ্যে কেহই ধর্ম্মনীতির সহিত শেষোক্ত নীতিদ্বয়ের যে কি সম্বন্ধ, তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন; যেহেতু অবিদ্যা এখন প্রায় পূর্ণমাত্রায় জগতের উপর আধিপত্য করিতেছে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভপূর্ব্বক সমাজের সহিত উপরি উক্ত নীতিত্রয়ের যে কিরূপ নিকট সম্বন্ধ, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যালোচনা করা উচিত।

মানব-ধর্ম্ম।

প্র। 'মানব-ধর্ম্ম' কাহাকে বলে?

উ। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারিটি কার্য্য জীবমাত্রেরই জীবনের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু যে সকল কার্য্য সম্পাদন দ্বারা মানুষ আপনার 'স্বরূপ-তত্ত্ব' অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাকেই "মানব-ধর্ম্ম" কহে। সামান্যতঃ, মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্যতাকেই লোকে মানব-ধর্ম্ম বলে।

প্র। মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে সামান্যতঃ কর্ত্তব্য বিষয় কি?

উ। জীবনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ বাল্যকালে, যথা-রীতি বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করা, দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ যৌবনে, ধনদারাদি উপার্জ্জন করা, তৃতীয়াংশে অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থায়, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা এবং চতুর্থাংশে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে, কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মান্বেষণ করা, এই চারিটি বিষয় মনুষ্যের সম্বন্ধে সামান্যতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন, বিশেষ প্রতি-পাল্য বিষয় যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্র। শাস্ত্রানুযায়ী বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী কে?

উ। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণেরাই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী ছিল। শূদ্রেরা বেদে অনধিকারী ; এজন্য পুরাকালে বিদ্যাতে তাহাদের অধিকার ছিল না ; যেহেতু, বেদ ও বিদ্যার যে নিকট সম্বন্ধ তাহা এই গ্রন্থের মূলেই যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু, কালধর্ম্মে সে সমস্ত নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়াতে ইদানীং সকল জাতিই বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

প্র। বিদ্যা কাহাকে বলে ?

উ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রানুশীলনকেই বিদ্যা বলে।

প্র। শাস্ত্র কত প্রকার ?

উ। শাস্ত্র অনন্ত।

প্র। অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সামান্যতঃ কোন্‌গুলি অধ্যয়ন করিলে মানুষ স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সুন্দর জ্ঞান লাভ করিতে পারে ?

উ। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্র। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য মূল সহায় কে ?

উ। ব্যাকরণশাস্ত্র এবং শব্দশাস্ত্র। এজন্য সর্ব্বাগ্রে এই দুই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করার আবশ্যকতা আছে।

প্র। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কি রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল ?

উ। আর্য্য-বালকেরা উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্ম-চর্য্যরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বী হইয়া সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন-পরিশূন্য বিজন তপোবনে গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক তথায় দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাচর্চ্চা করিত।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে আর্য্য-বালকদের কি কোন উন্নতি হইয়াছে ?

উ। উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক আর্য্য-বালকেরা ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে ; অর্থাৎ বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যাই ক্রমশঃ তাহাদের হৃদয় গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা কি ?

উ। প্রথমতঃ, বিদ্যার্থী বালকের সম্বন্ধে যে, কি কর্ত্তব্য, পিতামাতা বা তত্তৎস্থানীয় অভিভাবকবর্গের মধ্যে সে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব ; দ্বিতীয়তঃ, শৈশবকাল হইতেই বিদ্যার্থী বালকগণকে ভোগবিলাসিতা শিক্ষা দেওয়া ; তৃতীয়তঃ, বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে রক্ষা না করা ; চতুর্থতঃ, বাল্যবিবাহ ; সামান্যতঃ এইগুলিই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। অতএব বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে

উপরি উক্ত কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা দূর করার আবশ্যকতা আছে।

প্র। বিদ্যার্থী বালকদের কিরূপ আহার প্রশস্ত ?

উ। পরিমিতাহার প্রশস্ত, যেহেতু ঐরূপ আহার দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে না পারিলে বিদ্যালাভ হয় না।

প্র। কিরূপ পরিচ্ছদ প্রশস্ত ?

উ। ব্রহ্মচারীর পরিচ্ছদই প্রশস্ত। অভাবতঃ তত্তুল্য কোনরূপ পরিচ্ছদ, যদ্দ্বারা মনে কোনরূপ বিলাসিতার উদ্রেক না হয়। বস্তুতঃ, বিদ্যার্থীদিগের সম্বন্ধে এবম্ভূত পরিচ্ছদেরই আবশ্যকতা আছে। ফলতঃ, ঐরূপ আহার এবং পরিচ্ছদ দ্বারা মানুষের শরীরে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য হয়।

প্র। জীবের সম্বন্ধে আহারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উ। শরীর-পোষণের জন্যই আহারের আবশ্যকতা আছে; অন্যথা আহারের আর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

প্র। বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি ?

উ। জ্ঞান লাভ করা।

প্র। জ্ঞান দ্বারা কি হয় ?

উ। মানব-জীবনের কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা যায় এবং হিতাহিত বিবেচনা করা যায়। অতএব মানুষের পক্ষে প্রকৃত বিদ্যারই পরিচর্য্যা করা উচিত। অন্যথা, অবিদ্যার

পরিচর্য্যা দ্বারা আজীবন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকা উচিত নহে।

প্র। যে সকল মনুষ্যের বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ?

উ। সাধু-সহবাস করা ; অর্থাৎ জ্ঞানীদের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করা।

প্র। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা আছে কি না ?

উ। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা নাই ; কিন্তু, যে যে কার্য্যের জন্য স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্র। স্ত্রীজাতি কাহাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে ?

উ। অবিবাহিত অবস্থায় পিতামাতা বা তত্তৎস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট এবং বিবাহিত অবস্থায় স্বামীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে।

প্র। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সামান্যতঃ, কি কি জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে ?

উ। আপনাদিগকে মহামায়া নিত্যা-প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যথারীতি প্রজা বিস্তার করা এবং তাহাদিগকে সমদৃষ্টিতে লালন পালন করা যে, তাহাদের জীব-

নের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই জ্ঞান লাভেরই আবশ্যকতা আছে; যেহেতু মনু বলিয়াছেন, প্রজা সৃষ্টির জন্যই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্র। বিদ্যা-সমাপনান্তে পুরুষের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা কি?

উ। সংসারী হইবার জন্য দারপরিগ্রহ করা, তদনন্তর সৃষ্টি বিস্তার জন্য সন্তানোৎপাদন করা এবং সেই সৃষ্টির পালন জন্য ধনোপার্জ্জন করা, এইগুলি পুরুষের কর্ত্তব্য।

প্র। সংসারী হইবার উপযুক্ত পাত্র কে?

উ। যে ব্যক্তি সংসার-ভার বহন করিতে সম্যক প্রকারে সমর্থ হইবে, তাহারই পক্ষে সংসারী হওয়া কর্ত্তব্য, অন্যথা কর্ত্তব্য নহে।

প্র। যতদিন বিদ্যা সমাপন না হয়, ততদিন সংসারী হওয়া উচিত কি না?

উ। কখনই না, যেহেতু তৎকালে বিবাহ করিলে পরিণামে হয়ত সমূহ কষ্ট অনুভব করিতে হয়।

প্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রানুশীলনকেই বিদ্যা বলে; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আর্য্যদের পক্ষে কোন্ শাস্ত্রানুশীলনরূপ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে?

উ। সৃষ্টির মূল হইতে আর্য্যজাতির মধ্যে বেদবেদান্তাদি যে সমস্ত শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ যাহার পরিচর্য্যা দ্বারা মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ

হয়, এরূপ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যথা যে শিক্ষাপ্রণালীর মূলে স্বার্থভাব অটলভাবে নিহিত আছে এবং যে বিদ্যার পরিচর্য্যা দ্বারা মানব-হৃদয় এককালে অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হয়, সেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

প্র। সংসারীর পক্ষে কিরূপ দারা (স্ত্রী) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ?

উ। বিশেষ তথ্যানুসন্ধান দ্বারা নিজের অনুরূপ পত্নী লাভ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সেরূপ পত্নী দ্বারা সংসারের ইস্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। যাহারা সংসার-ভার বহন করিতে অসমর্থ তাহারা যদ্যপি দারপরিগ্রহ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ?

উ। তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী সংসার সম্বন্ধে যে পরিমাণে আপনাদের কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারে তাহাই করিবে, অন্যথা বৈরাগ্য অবলম্বন দ্বারা ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আত্মোন্নতি করিবার চেস্টা করিবে।

প্র। সে কর্ত্তব্য-পালন কি ?

উ। পরোপকারব্রতে ব্রতী হওয়াই সে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। ফলতঃ, যেরূপ পরোপকারই হউক না কেন, কিছুরই মধ্যে স্বার্থভাব, অর্থাৎ কোনরূপ ফল কামনা রাখা কর্ত্তব্য নহে।

প্র। সংসারীর পক্ষে কিরূপ নিয়মে স্বষ্টি-বিস্তার করা কর্ত্তব্য ?

উ। জীব-তত্ত্বে সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে যে যে নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া স্বষ্টি-বিস্তার করা কর্ত্তব্য। অন্যথা, অযথা স্বষ্টি-বিস্তার করা প্রাকৃতিক-নীতি-বিরুদ্ধ। অতএব মনুষ্যের পক্ষে প্রাকৃতিক-নীতি ভঙ্গ জন্য মহান্ পাপে লিপ্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য কি ?

উ। প্রায় সমগ্র সমাজ মধ্যে যেরূপ দেখা যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য; যেহেতু, বর্ত্তমান সময়ে সংসার-ভার বহনের উপযুক্ত পাত্র, জগতে অতি অল্প।

প্র। নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে স্বষ্টি-বিস্তারের নিয়ম কি ?

উ। ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষজাতীয় জীব, স্ত্রীজাতীয় জীবে উপগত হইয়া যথারীতি স্বষ্টি-রক্ষা করে। তাহারা ঋতুকাল ব্যতীত অন্যকালে কখনই স্ত্রীগমন করে না। কিন্তু, অবিদ্যার কি মোহিনী শক্তি, বর্ত্তমান সময়ে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাভিমানী স্বশিক্ষিত ব্যক্তিরাও নিকৃষ্ট জীবের ঐ স্বন্দর নীতির অনুকরণ করেন না।

প্র। সংসারীর পক্ষে, কিরূপ উপায়ে ধনোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য ?

উ। সদুপায়ে ধনোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জন দ্বারা জন্মজন্মান্তরের জন্য আপনাকে দুঃখস্বরূপ নরকে নিক্ষেপ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

প্র। উপার্জ্জিত অর্থের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ?

উ। সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, অর্থের অসদ্ব্যবহার দ্বারা মানুষকে :পরিণামে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়।

প্র। অর্থ সম্বন্ধে মানুষের কিরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক ?

উ। জগতে অর্থই যে সকল অনর্থের মূল, এইরূপ জ্ঞান থাকাই আবশ্যক।

প্র। অর্থের মায়ায় বদ্ধ হওয়া, অথবা অর্থের দাস হওয়া উচিত কি না ?

উ। কখনই না; যেহেতু তদ্দ্বারা মানুষ আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া কেবল দুঃখস্বরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে মাত্র।

প্র। সন্তানের সম্বন্ধে মানুষের কর্ত্তব্য কি ?

উ। সে সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য; তবে এই পর্য্যন্ত স্থূল বলা আবশ্যক যে, অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত যথা-রীতি সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্যকপ্রকারে তাহাদের

শারীরিক ও মানসিক পুষ্টিসাধন এবং যথারীতি তাহা-দিগকে শিক্ষা ও জ্ঞানোপদেশ দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্রসন্তানকে যথারীতি বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া তাহাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে। কন্যার অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত তাহাকে যথারীতি রক্ষা করা, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সুপাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করা (বিবাহ দেওয়া) কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, যতদিন সুপাত্র না পাওয়া যায়, ততদিন তাহাকে সযত্নে নিজ গৃহে রক্ষা করাই উচিত। অন্যথা অসৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানীরা বলেন ;—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ॥

অর্থাৎ, পুত্রকে পাঁচ বৎসর যাবৎ লালন পালন করিবে, পাঁচ বৎসরের পর দশ বৎসর যাবৎ তাড়না করিবে, তৎপরে, অর্থাৎ পুত্র ষোড়শ বর্ষে পতিত হইলে, তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

উ। কত বৎসর বয়ঃক্রমকালে কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য ?

উ। অষ্টম অথবা দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই যে, অল্পবয়স্কা কন্যাকে অন্যূন চারি বৎসর কাল তাহার নূতন সংসার সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশ দিলে, সে কন্যা হইতে নব সংসারের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য ঐ বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

প্র। কিরূপ সময়ে পুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য ?

উ। পুত্র পূর্ণায়তন ও পূর্ণ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে এবং তাহার বিদ্যা সমাপ্তি হইলে, তখন সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথা, বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

প্র। কোন সময়ে প্রকৃতি পুরুষের সংমিলন হওয়া উচিত ?

উ। প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে যতদিন পূর্ণায়তন ও পূর্ণ প্রকৃতিবিশিষ্ট না হয়, ততদিন উহাদের সংমিলন হওয়া উচিত নহে।

প্র। সংসারীর পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য কি ?

উ। ১। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি যথোপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, তাঁহাদের সকল রকমের অভাব মোচন করা, অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু, গুরুভক্তি পরায়ণ লোক জগতে কখন কষ্ট পায় না।

২। স্ত্রীকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গী জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, সমান স্নেহ প্রদর্শন করা, তাহাকে নিজের সুখ-দুঃখ-ভাগী জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি নিজের যেরূপ কর্ত্তব্য স্ত্রীরও তদনুরূপ কর্ত্তব্য, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং জ্ঞানোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। স্ত্রীজাতির স্বভাব অতীব কোমল, এজন্য তাহাকে কখন একাকিনী রাখা উচিত নহে, বরং তাহাকে সর্ব্ব-প্রকার প্রলোভন হইতে সুদূরে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

৫। স্ত্রীকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিবে, কিন্তু তাহার নিকট কদাচ কোন গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিবে না; যেহেতু তাহা হইতে সে সকল প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব সংসারী হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা স্ত্রীনির্ব্বাচন করা উচিত।

৬। স্ত্রী কুলটা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য। কারণ সর্পের সহিত একগৃহে বাস করিলে যেমন তাহা হইতে মৃত্যুভয় থাকে, কুলটা স্ত্রী সম্বন্ধেও সেইরূপ ভয়ের আশঙ্কা থাকে।

৭। সংসারী ব্যক্তির, পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার-

বর্গ ব্যতীত, ভাই ভগিনী প্রভৃতি অপরাপর পরিবারবর্গের প্রতি যথোচিত স্নেহ মমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের সকল প্রকার অভাব মোচন দ্বারা তাহাদেরও শারীরিক ও মানসিক বলাধান রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সংসারস্থ পরিবারবর্গ সকলেই আমার ন্যায় সমান সুখ দুঃখ অনুভব করিবার যথার্থ অধিকারী, এই বিবেচনা করিয়া সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।

৮। আপন পরিবারবর্গ-ব্যতীত, অপরাপর সমস্ত প্রাণীকেই আপনার সমান জ্ঞান করা উচিত; যেহেতু ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবমাত্রেই পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। কি আপন, কি পর, সকল মনুষ্যেরই শরীরে একমাত্র আত্মা ভিন্ন দুই আত্মা নাই, অতএব অপরের সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সকল প্রাণীকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন করা উচিত। এবম্ভূত মনুষ্যই মহৎ, অর্থাৎ বড়লোক পদবী বাচ্য হন।

৯। সংসারী ব্যক্তি, আত্মপরিবারস্থ সকলের স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হইবেন, অন্যথা স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য সকলকেই ব্যাধিস্বরূপ দুঃখভোগ করিতে হয়।

১০। পরিবার মধ্যে কাহারও কোন ব্যাধি হইলে যথারীতি শুশ্রূষা এবং সুচিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। শুশ্রূষা এবং সুচিকিৎসা অভাবে কেহ যেন দুঃখ না পায়।

প্র। স্ত্রীজীবনের কর্ত্তব্যতা কি?

উ। স্বামীকে পরম গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে যেরূপ কর্ত্তব্য, সাধ্যানুসারে নিজের সেই কর্ত্তব্য পালন করা, ভৃত্যবর্গের প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় সমান স্নেহ প্রদর্শন করা, সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধে সমান লক্ষ্য রাখা, অতিথিকে প্রত্যাখ্যান না করা, অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ না করিয়া তাহাকে আপনার অনুরূপ জ্ঞান করা, ঘর দ্বার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী পরিস্কার·পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথারীতি নিজের সন্তান প্রতিপালন করা ইত্যাদি কার্য্য স্ত্রীজীবনের কর্ত্তব্য। ফলতঃ, স্ত্রীলোকের যদ্যপি সংসারের সকল দিকে সমান লক্ষ্য থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদ্যপি চৌকস হয়, তাহা হইলে সংসারে সততই শান্তি বিরাজ করে।

প্র। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য কি ?

উ। প্রকৃত বন্ধু হইলে, নিজ আত্মার সম্বন্ধে যেরূপ কর্ত্তব্য, বন্ধুর সম্বন্ধেও তদনুরূপ কর্ত্তব্য। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল। এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্র। প্রকৃত বন্ধু কাহাকে বলে ?

উ। "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" ॥

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষ-কালে, রাজ্যবিপ্লবের সময়ে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে সর্ব্বত্রই ছায়ার ন্যায় অনুগামী থাকে, তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলে।

প্র। জগতে বড় হইতে হইলে কিসের প্রয়োজন হয়?

উ। সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ছোট মনে করিতে হয়, তবেই অন্যের নিকট বড় হওয়া যায়, অন্যথা বড় হওয়া যায় না। ফলতঃ, আপনাকে বড় জ্ঞান না করিয়া ছোট জ্ঞান করাই উচিত। এই সত্য প্রতিপাদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিজে ব্রাহ্মণদিগের পদ-প্রক্ষালন করার ভার লইয়াছিলেন।

প্র। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সামান্যতঃ, কোন্গুলিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য?

উ। ১। যথানিয়মে আহার, বিহার ও শয়নের আবশ্যকতা আছে, অন্যথা আহারাদির নিয়মভঙ্গ জন্য শারীরিক যন্ত্রসমূহ বিকল হইলে সহজেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

২। পরিষ্কৃত দ্রব্য আহার এবং পরিষ্কৃত পানীয় পান করা কর্ত্তব্য। ক্লিন্ন (পচা) বা পর্য্যুসিত (বাসি) অন্ন আহার করা কর্ত্তব্য নহে। পানীয় দূষিত হইলে তাহা শোধন করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত আহার বা অতিরিক্ত পান ভাল নহে, যেহেতু তদ্দারা উদরস্থ

অগ্নি মন্দীভূত হইয়া নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন করিতে পারে। বিরুদ্ধ আহার অথবা গুরুপাক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু, তদ্দারা উদরস্থ অগ্নির সমতা থাকে এবং যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে,তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ, কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে কোন ব্যাধিই সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। মানুষের পক্ষে নির্ম্মল বায়ু সেবনের একান্ত আবশ্যকতা আছে, যেহেতু বায়ুই জীবের প্রাণ।

৩। পরিষ্কৃত গৃহে বা পরিষ্কৃত স্থানে বাস এবং পরিষ্কৃত বস্ত্র ও পরিষ্কৃত শয্যা ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যথা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। অপরের ব্যবহৃত শয্যা বা বস্ত্রাদি কদাচ ব্যবহার করিবে না, যেহেতু তদ্দারা নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে।

৪। শয্যাগৃহ প্রশস্ত, শুষ্ক ও পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। শয্যাগৃহে সর্ব্বদা রৌদ্র সন্তাপ এবং বায়ু সঞ্চালনের আবশ্যকতা আছে, এজন্য শয্যাগৃহের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দুই দিক খোলা রাখা আবশ্যক, যেহেতু তদ্দারা বায়ু সঞ্চালন জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। মানুষের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ

ব্যায়ামেরই আবশ্যকতা আছে ; যেহেতু তদ্দারা স্বাস্থ্যো-ন্নতি হইয়া মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে ; কিন্তু কোন ব্যায়ামই অতিরিক্ত ভাল নহে ; যেহেতু তদ্দারা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

৬। দুগ্ধই মানুষের প্রধান আহার, কারণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যখন অন্য কোন আহারই থাকে না, তৎকালে দুগ্ধ দ্বারাই জীবের শরীর পোষণ হয়। বস্তুতঃ, দুধের দ্বারা মানুষের বল, বর্ণ, আয়ু, মেধা ইত্যাদির পরিবৃদ্ধি হয় এবং মানুষের শরীরে সত্বগুণের সঞ্চার হয়। অতএব মানুষের পক্ষে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য; অবিশুদ্ধ দুগ্ধ হইতে মানুষের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তজ্জনিত বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি হয়, এজন্য অবিশুদ্ধ দুগ্ধ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

৭। সকল প্রকার আহারই মানুষের সম্বন্ধে সাত্ম্য হইতে পারে ; যেহেতু আহার অভ্যাসের আয়ত্ব ; অর্থাৎ মানুষ বাল্যকাল হইতে যে, যেরূপ আহার অভ্যাস করিবে সেইরূপ আহারই তাহার সাত্ম্য হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, পুরুষপুরুষানুক্রমে যেরূপ আহার দ্বারা মানুষের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ আহারকেই মানুষের প্রকৃতিগত আহার বলিতে হয়, এজন্য শীত, উষ্ণ, জল, বায়ু ইত্যাদিক্রমে, যে দেশীয় লোকের পক্ষে যেরূপ আহার চলিয়া আসিতেছে, সেই প্রকৃতিগত আহা-

রের ব্যতিক্রম করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তদ্দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। তবে ইতিমধ্যে বিশেষ এই যে, দুগ্ধ, ঘৃত, ফল, মূল ইত্যাদির দ্বারা মানুষের শরীরে সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং সেরূপ আহার কোন মানুষের পক্ষেই নিষিদ্ধ নহে।

প্র। দুগ্ধই যদ্যপি জীবের উৎকৃষ্ট আহার হয়, তাহা হইলে গোবৎসকে তাহার আহার হইতে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ দোহন করা কি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য নহে?

উ। গোবৎসকে তাহার শরীর পোষণার্থ অনুরূপ পুষ্টিকর আহার দিয়া যদ্যপি তাহার মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য হয় না। অন্যথা সে দুগ্ধ গ্রহণে মহান্ পাপ জ্ঞান করা উচিত।

প্র। অতিথি সম্বন্ধে গৃহীর কর্ত্তব্য কি?

উ। সর্ব্বথা যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করাই গৃহীর কর্ত্তব্য। অতিথিকে কোনরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে না; যেহেতু অতিথি-সেবা মানুষের একটি পরমধর্ম্ম।

প্র। যদ্যপি কোন গৃহীর ভবনে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অপর একজন দীনহীন ভিক্ষুক ব্যক্তি অতিথি বা অভ্যাগতরূপে আগমন করে, তাহা হইলে গৃহী তাহাদের আহারাদির সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

উ। ঐ দুই জনের মধ্যে যাহার যেরূপ আহার

প্রকৃতিগত, গৃহী তাহাকে তদনুরূপ আহারই প্রদান করিবে। উহাদের দুজনের মধ্যে আহারের তারতম্য করিলে গৃহী ঈশ্বরের নিকট অপরাধী নহেন; তবে সেবা শুশ্রূষা বা যত্নের ত্রুটি করিলে গৃহী অবশ্যই অপরাধী হইবে।

প্র। যদ্যপি কোন গৃহস্থের ভবনে নিজ পরিবার-বর্গ ব্যতীত অপর কতকগুলি পোষ্য থাকে তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য কি?

উ। উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী তাহাদেরও আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কোন অংশে যত্নের ত্রুটি হওয়া উচিত নহে। যেহেতু তদ্দারা তাহাদের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে।

প্র। অতিথি অভ্যাগত বা আগন্তুক ব্যক্তিকে অনাহারী রাখিয়া গৃহস্থের সর্ব্বাগ্রে আহার করা কর্ত্তব্য কি না?

উ। কখনই না; তবে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যদ্যপি কাহারও অগ্রে আহার করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভদ্রতার সহিত অভ্যাগত ব্যক্তির নিকট অনুমতি লওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথা, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ফলতঃ, উপরি উক্ত আগন্তুক কোন লোকেরই প্রতি, মনে মনে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে।

প্র। আগন্তুক কোন ভদ্রলোকের সহিত একত্র আহার করিতে বসিয়া উভয়ের আহারীয় বস্তুর মধ্যে কোনরূপ তারতম্য রাখা উচিত কি না?

উ। কখনই না; যেহেতু তদ্দারা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

প্র। ছোট বড় দুইটি মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি নিজ পুত্রকে এবং কোন্‌টিই বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়া উচিত?

উ। ছোটটি নিজ পুত্রকে এবং বড়টি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়াই যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়।

প্র। অন্যথা, একটি বস্তু কিরূপে উহাদের দুজনের মধ্যে বিতরিত হইবে?

উ। সেই বস্তুটি যদ্যপি বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে উহাকে সমানাংশে বিভক্ত করিয়া দুই জনকেই দেওয়া উচিত, অন্যথা উহার সমান আর একটি বস্তু আনয়ন করিয়া দুই জনকে দুইটি দেওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য।

প্র। সকল মনুষ্যের পক্ষেই বিদ্যা সমাপনান্তে গৃহী হওয়া উচিত বটে, কিন্তু এক পরিবারস্থ তিন চারিটি ভ্রাতার মধ্যে যদ্যপি কাহারও অর্থভাগ্য অল্প হয়, অর্থাৎ সে যদ্যপি অপরাপর ভ্রাতাদের সমান অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে সে ভ্রাতার সম্বন্ধে অপরাপর ভ্রাতাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

উ। আপনার সম্বন্ধে যেরূপ করা উচিত, তাহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ করা উচিত; অর্থাৎ আপনাপন স্ত্রীপুত্রাদির সম্বন্ধে যেরূপ আহার বা যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া উচিত, সে ভ্রাতার স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য, কোন অংশে ইতর বিশেষ করা উচিত নহে। এক পরিবারস্থ কোন ভ্রাতা যদ্যপি অল্প উপার্জ্জন করে বা কোন কারণে উপার্জ্জন করিতে নাই পারে, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে অপরাপর ভ্রাতাদের কোনরূপ মনোবিকার হওয়া উচিত নহে। এইরূপ আপন পরিবারস্থ সকলের প্রতি সকল বিষয়েই সমান জ্ঞান রাখা এবং সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন করাই মনুষ্যত্বের পরিচয়, অর্থাৎ মহত্বের কার্য্য। যেহেতু সকলেতেই এক ব্রহ্ম ভিন্ন দুই ব্রহ্ম নাই। বস্তুতঃ, আত্ম-পরিবার (নিজের স্ত্রীপুত্রাদি) প্রতিপালন বা আত্মোদর পরিপূরণ করা যদ্যপি মনুষ্যত্বের পরিচয় হইত, তাহা হইলে মনুষ্য এবং পশুতে কোন প্রভেদ থাকিত না।

প্র। পিতৃবিয়োগ হইলে বা পিতা সংসার হইতে অবসর লইলে, দুই চারি বা ততোধিক সহোদরের মধ্যে সকলেরই পক্ষে কি স্বস্ব প্রধান হওয়া উচিত?

উ। কখনই না; কারণ তদ্দারা সংসার বন্ধন বা সমাজ-বন্ধন এককালে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এজন্য সকলে মিলিয়া একত্র থাকাই কর্ত্তব্য।

প্র। জ্যেষ্ঠের প্রতি অপরাপর ভ্রাতাদের কর্ত্তব্য কি ?

উ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃস্থানীয় জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহারই আজ্ঞানুযায়ী হইয়া সকল ভ্রাতাদেরই একত্র বাস করা উচিত। ফলতঃ, পিতার প্রতি সন্তানের যেরূপ কর্ত্তব্য পিতৃবিয়োগে জ্যেষ্ঠের প্রতিও অপরাপর ভ্রাতা-দের তদ্রূপ কর্ত্তব্য। পরন্তু, পিতৃস্থানীয় অন্য কেহ (পিতৃব্য) বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্র। এ সম্বন্ধে রাজনীতির ব্যবস্থা কি ?

উ। রাজনীতি সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠপুত্রেরই পিতৃস্থান অধিকার করিয়া রাজ্যপালন করা কর্ত্তব্য এবং অপরাপর ভ্রাতাদের সকলকেই তাঁহাব আজ্ঞাধীন থাকা উচিত। ফলতঃ, রাজ্য কদাচ খণ্ড বিখণ্ড হওয়া উচিত নহে। যেহেতু নীতি-তত্ত্বে বলা হইয়াছে, মনুষ্যমাত্রেই ভগবানের প্রজা এবং সেই সকল প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তিরক্ষার জন্য একজন রাজারই আবশ্যকতা আছে। অতএব একটি রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হওয়া কদাপি ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। ভগবান্ রামাবতারে জগৎকে ইহার চরম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্র। সংসারীর পক্ষে বিষয়ে আসক্ত হওয়া উচিত কি না ?

উ। বিষয় সত্বেও বিষয়ে আসক্ত হওয়া উচিত নহে; যেহেতু অনাসক্ত পুরুষই জগতে ধন্য। রাজর্ষি জনকই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন।

প্র। সংসারীর সম্বন্ধে, যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেগুলি কিরূপে সম্পন্ন করা উচিত?

উ। নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করা উচিত। ফলতঃ, কোন কার্য্যের মধ্যেই স্বার্থভাব বা ফলকামনা রাখা কর্ত্তব্য নহে।

প্র। পরোপকার করা কর্ত্তব্য কি না?

উ। পরোপকার করা মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধানতম ব্রত; অর্থাৎ পরোপকারের জন্য মানুষের জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহার মধ্যে যেন কোন স্বার্থভাব নিহিত না থাকে; অর্থাৎ অমুক আমার উপকার করিবে, কিংবা আমি সময়ে, অমুকের দ্বারা উপকৃত হইব, এইরূপ জ্ঞান করিয়া পরোপকার করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, সেরূপ পরোপকারকে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।

প্র। দান যদিচ ধর্ম্মকর্ম্ম বটে, কিন্তু কিরূপ ভাবে দান করা উচিত?

উ। নিঃস্বার্থভাবে দান করা উচিত। দানের মধ্যে কোনরূপ ফলকামনা থাকিলে সে দানকে অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করাই উচিত; যেহেতু সেরূপ দান কখনও

সাত্ত্বিক দান বলিয়া গণ্য নহে। ফলতঃ সকাম দান পাণ্ডিত্যেরই উত্তর সাধক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্র। সৎকার্য্যের মধ্যে কোনরূপ ফলকামনা রাখা কর্ত্তব্য কি না?

উ। কখনই নহে; যেহেতু তদ্দ্বারা মানুষের বন্ধন ভিন্ন মুক্তি পাইবার উপায় নাই।

প্র। তাহার কারণ কি?

উ। কারণ এই যে, কামনা দ্বারা আসক্তির বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ, যেখানে আসক্তি সেইখানেই বন্ধন। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাসনা নিবৃত্তি না হইলে জীবের কর্ম্ম শেষ হয় না, এবং কর্ম্ম শেষ না হইলেও জীবের মুক্তি নাই। অতএব মোক্ষার্থী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কোন কর্ম্মই সাধিত হউক না কেন, তন্মধ্যে কোনরূপ ফলকামনা রাখা কর্ত্তব্য নহে।

প্র। দান করিবার রীতি কি?

উ। দাতা এরূপ ভাবে দান করিবে যে, গৃহীতা যেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে দান করিলে বাম হস্ত যেন জানিতে না পায়।

প্র। সে কেমন?

উ। ১। 'ক' নামক কোন ব্যক্তি 'খ'এর অনাথ পরিবারবর্গের জন্য ডাকযোগে প্রতিমাসেই ত্রিশ টাকা

দান করে; কিন্তু পঁচিশ বৎসর হইতে ঐরূপ দান প্রাপ্ত হইয়াও 'খ'এর পরিবারবর্গ জানেনা যে, কে তাহাদিগকে মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া সাহায্য করে। বস্তুতঃ, 'ক' অন্যের নাম দিয়া ঐ টাকা পাঠাইয়া দেয়।

২। 'ক' কোন সময়ে জীবনের কর্ত্তব্য জ্ঞানে পাঁচশত কাঙ্গালীকে অন্নদান করিবার মানস করিয়া স্বীয় বাসস্থান হইতে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে অন্য কোন লোকের দ্বারা এরূপভাবে কার্য্য সমাধা করিল যে, কাঙ্গালীরা কিছুই জানিল না যে, কে তাহাদিগকে অন্নদান করিল।

৩। 'ক' কোন সময়ে স্বীয় আবাসে 'দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়া স্বীয় গুরুর নামে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করিয়াছিল, কারণ উহার মধ্যে নিজের কোনরূপ ফলকামনা রাখা তাহার ইচ্ছা ছিল না। অতএব মানুষ যে কার্য্যই করুক না কেন, কোন কার্য্যের মধ্যেই নিজের কর্ত্তব্যতা জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনরূপ স্বার্থভাব রাখিবে না।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে কি ছোট কি বড় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 'দান' দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য কি?

উ। উহার উদ্দেশ্য কেবল সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে আপনার সুনাম (আপনাকে লোকে বড় বলিবে) প্রচার করা এবং রাজার নিকট হইতে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ উপাধি সংগ্রহ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ফলতঃ, ঐরূপ দানের মূলে অবিদ্যাভাব (দর্প) ভিন্ন কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব দেখা যায় না। বিশেষতঃ, জ্ঞানীদের নিকট ঐরূপ দান প্রশংসিত নহে। অতএব মানুষের পক্ষে ঐরূপ দান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

প্র। মানুষের পক্ষে কামাদি রিপুগণের বশীভূত হওয়া উচিত কি না?

উ। কখনই না; যেহেতু উহারা মানুষের তত্ত্ব-জ্ঞানকে অপহরণ করে। মানুষ যতই ঐ সকল রিপুকে আপনার আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিবে ততই আপনার (আত্মার) স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রথমতঃ, আপ-নাকে পরে ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবে। বস্তুতঃ যাহারা প্রকৃতরূপে সন্তোষ, ক্ষমা, অনসূয়া, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিবেকানুচরবর্গকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্যনামের অধিকারী। যে ব্যক্তি নিজ শরীরস্থ বিবেক এবং মহামোহের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া বিবেককে অবলম্বন করিতে পারে, সে ব্যক্তি অনায়াসেই আপ-নাকে আপনি চিনিতে পারে এবং কামাদি সকল রিপু-কেই জয় করিতে পারে। ফলতঃ, জিতেন্দ্রিয় না হইলে মানুষ আত্মোন্নতি করিতে পারে না। অতএব মানুষের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কামাদি রিপু-সকলকে জয় করা, অর্থাৎ উহাদিগকে আপনার আয়ত্তাধীন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্র। দুঃখ কি ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রীতিশূন্য পদার্থই দুঃখ। অতএব জগতে কাহাকেও অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করা, অথবা কাহারও সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কার্য্য নির্ব্বাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেহেতু তদ্দারা লোকে মনঃপীড়া অর্থাৎ মর্ম্মব্যথা পাইতে পারে।

প্র। অপরের সুখ দুঃখকে কিরূপ বিবেচনা করিবে ?

উ। আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করিবে।

প্র। সত্য মিথ্যার মধ্যে মানুষ কাহাকে আশ্রয় করিবে ?

উ। সত্যকে আশ্রয় করিবে; যেহেতু সত্যকে আশ্রয় করিলেই ব্রহ্মলাভ হয়; কারণ সত্যবাক্যই জ্যোতিঃ-স্বরূপ। অতএব মানুষের পক্ষে সত্য কথা বলাই উচিত। ভুলেও মিথ্যা বলা উচিত নহে।

প্র। মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে কি হয় ?

উ। জগতের নিকট অবিশ্বাসী, নিন্দিত ও ঘৃণার পাত্র হইতে হয় এবং সময়ে সময়ে আপনার বিপদকে আপনিই আলিঙ্গন করিতে হয়। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই মিথ্যাকে পরিহার করাই উচিত।

প্র। প্রত্যাশী ব্যক্তির আশা পূর্ণ করা উচিত কি না ?

উ। যে, যে বিষয়ের প্রত্যাশী হয়, তাহার সে আশা

পূর্ণ না করিলে প্রত্যবায় আছে ; এজন্য প্রত্যাশীর আশা. পূর্ণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু, অবিদ্যার কি মোহিনী শক্তি ! বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষিত সুসভ্য মহোদয়গণের নিকট যদ্যপি কেহ কোন একটি সংবাদ প্রত্যাশী হইয়া কখনও একখানি পত্র দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পত্র-খানির উত্তর পর্য্যন্তও পায় না। ফলতঃ, এরূপ কার্য্য যে মনুষ্যত্বের বহির্ভূত, তাঁহাদের সে জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কখনই ঐরূপ কার্য্য করিতেন না।

প্র। অনাথাশ্রম বা আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রকাশ্য দাতব্যশালায় যেখানে অনাথ দীনহীন জনেরা অবস্থিতি করে, তথায় সেই সকল লোকের সেবা শুশ্রূষা এবং পরি-চর্য্যা কার্য্যের ভার কাহাদের গ্রহণ করা উচিত ?

উ। যে সকল লোক সংসারী হইবার, অর্থাৎ সংসার-ভার সম্যক বহন করিবার উপযুক্ত নহে, তাহাদিগের পক্ষেই ঐরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু তদ্দারা জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হয়। বিশেষতঃ, যে সকল লোক পরদুঃখে দুঃখী হইয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে অনাথ দীনহীনদিগের জন্য স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা যথার্থই জগদীশ্বরের কৃপার পাত্র হন। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হওয়া উচিত।

প্র। কোন সময়ে কোন রাজা পদব্রজে রাজপথে

বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থলে দেখেন, একটি বৃদ্ধা রাজপথের একপ্রান্তে বসিয়া রোদন করিতেছে। রাজা বৃদ্ধার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধার একটি গাভী তথায় কোন জলাশয়ে অবতীর্ণ হইয়া কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যাওয়াতে উঠিতে পারিতেছে না। বৃদ্ধা সেই গাভীটিকে নিজে উঠাইতে অসমর্থ হইয়া রোদন করিতেছে। ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ নিজে সেই জলাশয়ে অবতীর্ণ হইয়া গাভীটিকে উত্তোলন করিয়া দিলেন; বৃদ্ধা কিন্তু তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলেন না। এতদ্দারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। এতদ্দারা এই জ্ঞান লাভ হয় যে, পরোপকার ব্রতে যাঁহারা দীক্ষিত হন, তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে জগতের উপকারার্থে নিযুক্ত থাকেন। বস্তুতঃ, পরোপকার করিয়া যশঃপ্রার্থী হওয়া বা উপকারের বিনিময়ে কোনরূপ পুরস্কার বা প্রত্যুপকার গ্রহণ করা তাঁহাদের নিকট নরক বলিয়া জ্ঞান হয়। অতএব জীবনের কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে কোনরূপ অভিমান বা স্বার্থভাব না রাখাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

প্র। মানুষের পক্ষে সত্যপালন করা কর্ত্তব্য কি না?

উ। অবশ্য কর্ত্তব্য; সত্যপালনের জন্য যদি প্রাণান্ত হয় সেও ভাল, তথাচ তাহাতে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত

নহে। রাজা দশরথ তাঁহার একজন প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন।

প্র। সত্যপালনে পরাঙ্মুখ কে?

উ। ভীরু কাপুরুষেরাই সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়। এজন্য চলিত ভাষায় বলে, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'। ফলতঃ, যিনি প্রকৃত মনুষ্যনামের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে বাক্যচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা শিরশ্ছেদ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অতএব সত্যপালনকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সকল মনুষ্যেরই উহা পালন করা কর্ত্তব্য।

প্র। যে কোন রকমের money dealings হউক না কেন, তৎসম্বন্ধে মনুষ্যের কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। খাঁটি, punctual হওয়া উচিত; অর্থাৎ লোকের পক্ষে good paymaster হওয়া উচিত। কথার খেলাপ হওয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে। বাক্যচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা শিরশ্ছেদই ভাল। নিজের বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করাই ভাল। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, তাহার জন্য অপরকে নিরন্তর হাঁটাহাঁটি করান মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে। সকলের সঙ্গেই fair dealings উত্তম।

প্র। কোন ধনী, নিঃসন্তান পরলোক গমন করিবার পূর্ব্বে স্বীয় ধন সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

উ। জগতের উপকারার্থ সেই সকল ধন সম্পত্তি দান করিয়া যাইবেন।

প্র। অর্থের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

উ। সদ্ব্যবহার করা উচিত ; যেহেতু অর্থের সদ্ব্যবহার না হইলে প্রত্যবায় আছে। অতএব ধনীমাত্রেরই আপনাপন অর্থের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

প্র। কিরূপে অর্থের সদ্ব্যবহার হয় ?

উ। অন্নার্থীকে অন্নদান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্রদান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান (অর্থাৎ, যে দেশে বিদ্যাশিক্ষার অভাব আছে, তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেওয়া) জলার্থীকে জলদান (অর্থাৎ,যে দেশে জলের অভাব আছে, সে দেশে জলাশয় স্থাপন করা), পথিকদিগের সুবিধার জন্য পান্থশালা বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করা ইত্যাদি কার্য্যে অর্থ ব্যয়িত হইলেই তাহাকে অর্থের সদ্ব্যবহার কহে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই এই সকল কার্য্যে স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করা উচিত।

প্র। জগতে যত প্রকার ব্যবসায় দেখা যায়, তন্মধ্যে কোন্ ব্যবসায়ে মানুষের দায়িত্ব অধিক ?

উ। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ন্যায় দায়িত্ব আর কোন ব্যবসায়েই নাই ; যেহেতু চিকিৎসা ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়েরই সহিত জীবনের সম্বন্ধ নাই। এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঐ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা মানুষের কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা, অনবধানতা, ঔষধের কৃত্রিমতা ইত্যাদি কারণে

যদ্যপি কোন রোগী মরিয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসক ভিন্ন অপর কেহ সে প্রাণিহত্যার মহাপাপে লিপ্ত হইবে না। ফলতঃ, ঐরূপ প্রাণিহত্যার জন্য চিকিৎসককে যে কত জন্ম পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব সামান্য অর্থের লোভে এরূপ ভয়ঙ্কর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা সকলের কর্ত্তব্য নহে।

প্র। ধর্ম্মকার্য্যের মূলে মানুষের সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে কোন্‌টির প্রয়োজনীয়তা আছে ?

উ। 'আরোগ্যের'ই প্রয়োজনীয়তা আছে। যেহেতু আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে ; "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্"। অর্থাৎ আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলস্বরূপ। ফলতঃ, মানুষের শরীরে ব্যাধি থাকিলে চিত্তের অশুদ্ধতা বশতঃ, ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই সফল হয় না ; যেহেতু মনের সংযোগ ব্যতীত যখন মানুষের কোন কার্য্য নাই, তখন মনের অপ্রীতিকর অবস্থায় কিরূপে ধর্ম্মকর্ম্ম সফল হইতে পারে ? অতএব মানুষমাত্রেরই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা নিরোগী থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্র। প্রৌঢ়াবস্থায় মানুষের কর্ত্তব্য কি ?

উ। নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া ভগবৎপ্রেম লাভ করাই কর্ত্তব্য।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রেম-ভক্তি ভিন্ন জীবের মুক্তি পাইবার আশা নাই।

প্র। বার্দ্ধক্য অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ?

উ। একেকালে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে গমন করতঃ, তথায় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করাই মানুষের কর্ত্তব্য।

প্র। 'মানবধর্ম্ম', অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আছে, এরূপ লোক বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় কি না ?

উ। যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। অবিদ্যাই মূল কারণ ; যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে অবিদ্যাই প্রায় সমগ্র জীবহৃদয় একেকালে গ্রাস করিয়াছে।

প্র। ইহার প্রতীকার কি ?

উ। যথারীতি আর্য্যশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানো-পার্জ্জন করাই ইহার প্রতীকার ; যেহেতু জ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যা (অজ্ঞান) দূর হয় না।

পরিশিষ্ট

প্র। জগতে নিত্যবস্তু কি?

উ। 'ব্রহ্ম'ই একমাত্র নিত্যবস্তু।

প্র। জগতে সত্য কি?

উ। 'ব্রহ্ম'ই সত্য।

প্র। 'ব্রহ্ম' এক কি দুই?

উ। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। অর্থাৎ এক ভিন্ন দুই ব্রহ্ম নাই।

প্র। জগৎ মিথ্যা কেন?

উ। জগৎ 'মায়া-সম্ভূত', এজন্য উহা মিথ্যা।

প্র। ব্রহ্ম-নিরূপণ-সম্বন্ধে প্রমাণ কি?

উ। বাহ্যবস্তু নির্ণয়-সম্বন্ধে চক্ষু যেমন একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্ম-নিরূপণ সম্বন্ধে 'বেদ'ই তদ্রূপ একমাত্র প্রমাণ।

প্র। বেদে সগুণ-তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, সেই একমাত্র 'ব্রহ্মই' সৃষ্টি-তত্ত্বে সগুণ এবং সৃষ্টির অতীতে নির্গুণ।

প্র। সৃষ্টি-তত্ত্বে তিনি সগুণ কেন?

উ। তিনি স্বপ্রকাশ-স্বরূপ; অর্থাৎ আপনা আপনি প্রকাশ হওয়া, এই শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, এজন্য তিনি কখন সগুণ কখন নির্গুণ।

প্র। এই পৃথিবীস্থ চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থই যখন সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ, তখন তাঁহাতে আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির রূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি?

উ। অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মানবের পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের 'বিশ্বরূপ' এই নামটির প্রকৃতার্থ অবগত হইয়া, পার্থিব পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে, এই বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বতন তীক্ষ্মমনীষাসম্পন্ন ত্রিকাল-দর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সগুণ ব্রহ্মে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির রূপ কল্পিত হইয়াছিল।

প্র। 'ব্রহ্ম' সগুণ নির্গুণ ভেদে বর্ণনার স্থল হইলেও তাঁহাতে কি দ্বৈতভাব আসিতে পারে?

উ। না; কারণ বেদ-প্রমাণের ন্যায়, গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, একই 'ব্রহ্ম' সৃষ্টি-তত্ত্বে সগুণ এবং সৃষ্টির অতীতে নির্গুণ। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, একই 'ব্রহ্ম' সৃষ্টি-তত্ত্বে 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ এবং সৃষ্টির অতীতে 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ। অতএব 'ব্রহ্মে' কখন দ্বৈতভাব আসিতে পারে না।

প্র। বেদে, পরম পরাৎপর পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুরীয় অবস্থার অতীত বলিবার কারণ কি?

উ। জাগ্রদাদি চতুরবস্থাই সৃষ্টি-তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট, কিন্তু পরম পরাৎপর ব্রহ্ম সৃষ্টি-তত্ত্বের অতীত, এজন্য তিনি তুরীয় অবস্থারও অতীত।

প্র। 'সগুণ' 'নির্গুণ' এই বাক্যদ্বয়, যদ্যপি একই ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মকে ইহ জগতের কর্ত্তা বা স্রষ্টা বলা যায় কি না?

উ। প্রত্যক্ষভাবে নাই যা'ক; পরোক্ষভাবে তাঁহাকে ইহার কর্ত্তা বা স্রষ্টা বলা যায়।

প্র। সে কিরূপ?

উ। অগ্নির বস্তুধর্ম্ম, যে দাহিকা-শক্তি, তৎকর্ত্তৃক দগ্ধ কোন বস্তু দৃষ্টি করিলে, অগ্নিকে যেমন উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ নির্গুণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই বস্তুধর্ম্ম যে 'চিৎশক্তি', তৎকর্ত্তৃক বিরচিত এ বিশ্ব দৃষ্টি করিলেও, সেই একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেও পরোক্ষভাবে, ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিচ তিনি, প্রত্যক্ষভাবে ইহার স্রষ্টা নন বটে, কিন্তু তাঁহারই অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা যখন ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তখন পরোক্ষভাবে তাঁহাকেও ইহার স্রষ্টা বলা যায়। বিশেষতঃ, গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক' দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সেই একমাত্র 'ব্রহ্ম'ই এই চরাচর বিশ্বের কর্ত্তা, কিন্তু তিনি নির্গুণ অবস্থায় ইহার কর্ত্তা নহেন, যেহেতু তাঁহার নির্গুণ-

ভাবে কোন ক্রিয়া নাই—তাঁহার সগুণ ভাবেই এই জগ-ত্রপের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সেই একমাত্র ব্রহ্মই, অবস্থাবিশেষে ইহার কর্ত্তা এবং অবস্থাবিশেষে কিছুরই কর্ত্তা নহেন। ফলতঃ, যৎকালে তিনি কিছুরই কর্ত্তা নহেন, তৎকালে এ সৃষ্টিও থাকে না।

প্র। 'ওঁ তৎ সৎ' এই বাক্যটির ব্যুৎপত্তি কি ?

উ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁহার অন্তর্নিহিত, এমন যে 'ব্রহ্ম'—তিনিই সত্য ; অর্থাৎ ইহ জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারণ যে 'ব্রহ্ম' তিনিই নিত্য।

প্র। 'ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্ম-শক্তি' এই দুইটি বাক্যের দ্বারা, কি ব্রহ্মে দ্বৈতভাব আসিতে পারে না ?

উ। না ; যেহেতু, সৃষ্টি-তত্ত্বে, তাহার সবিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ, 'অগ্নি' এবং 'অগ্নির দাহিকা-শক্তি' যেমন এক, 'ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্ম-শক্তি'ও তদ্রূপ এক।

প্র। 'সগুণ' 'নির্গুণ' এই দুইটি বাক্যের প্রকৃতার্থ দ্বারা কি. 'ব্রহ্মে' কোন দ্বৈতভাব আসে না ?

উ। না ; যেহেতু, সগুণ ব্রহ্মের সত্ত্বাদিগুণত্রয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মের 'সৎ' 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' এই রূপত্রয়ের অনুকল্প, ইহাও সৃষ্টি-তত্ত্বে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। অত-এব, যে দিকেই হউক্ না কেন, কোনদিক্ হইতেই 'ব্রহ্মে' দ্বৈতভাব আসিতে পারে না।

প্র। শক্তি এক ভিন্ন দুই আছে কি না ?

উ। না; কারণ বেদবেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্রেই বলিয়াছেন যে, ইহ জগতে এক ভিন্ন দুই কিছুই নাই,, বস্তুতঃ, সেই একই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অনিত্য। পরন্তু, বেদোক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অন্তরঙ্গা শক্তির (চিৎ-শক্তির) অবিদ্যাভাবে যে, এই জগদ্রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, বেদান্ত তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতএব, ইহ জগতে 'ব্রহ্ম'ও যেমন এক, শক্তিপদার্থও তদ্রূপ এক।

প্র। 'জীব-শক্তি' কি 'ব্রহ্ম-শক্তি' হইতে পৃথক্ ?

উ। না, যেহেতু,—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'জীব' কথাটি কেবল উপাধিমাত্র. বস্তুতঃ, উপাধিও কেবল কল্পনামাত্র ; সুতরাং উপাধির আবার শক্তি কি ? পরন্তু, বেদ, বেদান্ত, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি সমগ্র শাস্ত্রেই যখন, 'জীব' ও 'ব্রহ্মের' একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন 'জীব-শক্তি' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ, 'জীব-শক্তি' যদ্যপি ব্রহ্ম-শক্তি হইতে পৃথক্ বস্তু হইত, তাহা হইলে জ্ঞানীরা 'অহং ব্রহ্ম', এইরূপ বাক্যই বা প্রয়োগ করিবেন কেন ? অতএব, জীবশক্তি যে ব্রহ্মশক্তি হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে সৃষ্টি-তত্ত্বে, ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যা-ভাবাপন্ন থাকায়, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও জীব-শরীরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত থাকেন, এজন্য কেহ কেহ সেই

শক্তিকেই 'জীব-শক্তি' এই আখ্যা দিয়া, ব্রহ্মেরই তটস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলতঃ, 'আত্মা ও জীবাত্মার' সম্বন্ধও যেরূপ, ব্রহ্মশক্তি ও জীবশক্তির সম্বন্ধও তদ্রূপ।

প্র। আত্মা ও জীবাত্মা এই দুইএর পার্থক্য কি?

উ। কিছুই নহে: যেহেতু, বেদান্তে 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা', এই দুই সংজ্ঞা ভিন্ন, পরমাত্মা বা জীবাত্মার উল্লেখও নাই। তাঁহার মতে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 'ব্রহ্মই' জগতের একমাত্র নিত্যবস্তু এবং তিনিই আত্মা সংজ্ঞা-বাচ্য; তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অনাত্মা সংজ্ঞা-বাচ্য। ফলতঃ অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তারা সেই একমাত্র আত্মাকেই অবস্থা-বিশেষে, কখন জীবাত্মা কখন বা পরমাত্মা এইরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন। অতএব, আত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য নাই।

প্র। বিদ্যা কে?

উ। বিদ্যাই ব্রহ্মশক্তি। কেহ কেহ উহাকে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃও বলেন।

প্র। 'বিদ্যা' কিরূপ পদার্থ?

উ। 'ব্রহ্ম' যেমন জ্যোতির্ম্ময়, 'বিদ্যা'ও তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময়ী।

প্র। ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ কি?

উ। জ্ঞানই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ।

প্র। 'অজ্ঞান'কে অবিদ্যা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-জ্যোতির (জ্ঞানের) অবিকাশ ভাবের নাম যেমন 'অজ্ঞান', ব্রহ্ম-বিদ্যার অবিকাশ ভাবের নামও তদ্রূপ 'অবিদ্যা'। অতএব এতদ্দ্বারা 'জ্ঞান'ও 'বিদ্যা'র সৌসাদৃশ্য অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

প্র। জ্ঞান-কাণ্ড সম্বন্ধে, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কিসের প্রয়োজন হয়?

উ। জ্যামিতির স্বীকার্য্য এবং স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের ন্যায়, এ সম্বন্ধেও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বীকার্য্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, অন্যথা হৃদয়ে নাস্তিক ভাবেরই উদ্রেক হয়।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান-কাণ্ড সম্বন্ধে, সাধারণতঃ লোকের অবিশ্বাস হইবার কারণ কি?

উ। প্রথমতঃ, অবিদ্যা; দ্বিতীয়তঃ, অবিদ্যা-জনিত সংস্কারই তাহার মূল কারণ। ফলতঃ, সে সংস্কারের অপনোদন না হইলে, লোকে অন্তর্জ্জগতীয় কোন কিছুই বিশ্বাস করিতে পারে না?

প্র। সে সংস্কারের অপনোদন কখন হয়?

উ। জ্ঞানোদ্রেক না হইলে সে সংস্কার অপনোদিত হইবার নহে।

প্র। সগুণ নির্গুণ-ভেদে, এক ব্রহ্মই যখন ইহ জগতের নিত্যবস্তু, তখন মানুষের পক্ষে, সর্ব্বাগ্রে কাহার উপাসনার আবশ্যকতা আছে?

উ। মানুষ যখন সৃষ্টি-রাজ্যের জীব, তখন তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে সগুণ ব্রহ্মোপাসনারই আবশ্যকতা আছে; যেহেতু, সৃষ্টি রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে সগুণ ব্রহ্মেরই সৃষ্ট। ফলতঃ, সগুণের উপাসনা ব্যতীত যে নির্গুণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই শাস্ত্রকর্ত্তাদের স্থিরসিদ্ধান্ত।

প্র। মানুষের পক্ষে, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা আছে কি না?

উ আছে; যেহেতু, এই পরিদৃশ্যমান্ জগত ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র এবং মানুষ ইহ জগতেরই অন্তর্ভূত জীব। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম জন্যই নিষ্ক্রিয় আত্মাকে কর্ম্মযুক্ত হইতে, অর্থাৎ জীবে অধিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে। অতএব মানুষের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মেরই প্রয়োজন হয়।

প্র। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ কি?

উ। এই পৃথিবীস্থ চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থই যখন পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন, তখন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির যে নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, ইহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য হইবে।

প্র। অদৃষ্ট কি?

উ। মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা, যাহা

চক্ষে দেখা যায় না, বা চিন্তা দ্বারাও অনুভব করা যায় না, তাহাকেই অদৃষ্ট বলে।

প্র। সে সকল অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা কাহাকর্ত্তৃক নিয়মিত ?

উ। প্রত্যক্ষভাবে গ্রহনক্ষত্রাদি কর্ত্তৃক, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়মিত।

প্র। সে কিরূপ ?

উ। রাজা, তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা না দিলে, সে যেমন কোন অপরাধী ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের রাজা (বিধাতা) তাঁহার অধীন গ্রহনক্ষত্রাদিকে ক্ষমতা না দিলে, তাহারাও জীবের ভাগ্যোপরি আপনাদের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না।

প্র। পুরুষকার কি ?

উ। চেষ্টা।

প্র। চেষ্টা কাহার ?

উ। প্রত্যক্ষভাবে জীবের, কিন্তু পরোক্ষে বিধাতার।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। কারণ তিনিই অবিদ্যাভাবে জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার অভাবে যখন পুরুষেরই অস্তিত্ব নাই, তখন আবার পুরুষকার কি ?

প্র। বিধাতা কে ?

উ। প্রত্যক্ষভাবে আত্মার চিৎশক্তিই বিধাতা, কারণ তিনিই সৃষ্টি-তত্ত্বের কর্ত্তা।

প্র। আমি চেষ্টার কর্ত্তা নহি কেন?

উ। 'আমি' এই বাক্যটি জীবোপাধি-বিশিষ্ট 'আত্মা' ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব আত্মার আবার চেষ্টা কি? কর্ম্মের সঙ্গেই চেষ্টার সম্বন্ধ। ফলতঃ, 'আত্মা' যে সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্র। 'অদৃষ্ট' এবং 'পুরুষকার' এই বাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন দ্বারা মানুষ কি জ্ঞান লাভ করিতে পারে?

উ। 'অদৃষ্ট' এবং 'পুরুষকার' এতদুভয়েরই মূল যে এক, এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ফলতঃ, তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী কেহ অদৃষ্টবাদী কেহ বা পুরুষকারবাদী হয়।

প্র। 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' একথাটির তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানকল্পে জীবমাত্রেই ব্রহ্ম-স্বরূপ; অতএব জীবহিংসা করা এবং ব্রহ্মহিংসা করা উভয়ই তুল্য। এজন্য জীবহিংসা রূপ অধর্ম্মস্রোত নিবারণ জন্যই পুরাণ পুরুষ বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্র। যে সকল বিষয় চক্ষে দেখা যায় না, সে সকল বিষয় দেখিতে হইলে বা বুঝিতে হইলে কিসের প্রয়োজন হয়?

উ। ভিতরের আলোকের প্রয়োজন হয়?

প্র। সে কেমন?

উ। যেমন কোন অন্ধকারময় গৃহমধ্যে আলোক প্রজ্বলিত হইলে, তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুই (যাহা পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল) দৃষ্টিপথে পতিত হয়, অন্যথা হয় না; মনুষ্যের সম্বন্ধেও তদ্রূপ গতি জানিতে হইবে। অর্থাৎ, জীবদেহ-রূপ প্রাকৃতিক গৃহমধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ-স্বরূপ আলোক প্রকাশ পাইলেই মানুষ তদ্দ্বারা অন্তর্জগতের সমস্ত বিষয়ই দেখিতে পায় বা জানিতে পারে, অন্যথা পারে না। অতএব জ্ঞানই যে অন্তর্জগতের কার্য্য-নির্ণয়ের প্রধান সাধক, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই এনিমিত্ত বলা বাহুল্য যে, মনুষ্যমাত্রেরই দেহস্বরূপ প্রাকৃতিক গৃহের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করার আবশ্যকতা আছে।

প্র। 'জ্ঞান' বলিয়া যে কোন একটি বস্তু আছে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রধান সহায় কে?

উ। বিদ্যাই প্রধান সহায়। ফলতঃ, অবিদ্যা (অজ্ঞান) যতক্ষণ মানুষকে ঘিরিয়া থাকে, মানুষ ততক্ষণ নিজ শরীরে জ্ঞানের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না।

প্র। কিসের দ্বারা জ্ঞানালোক বিকাশ পায়?

উ। বিদ্যা দ্বারাই বিকাশ পায়, অন্য কিছুরই দ্বারা বিকাশ পায় না।

প্র। আমি বুঝিতে পারিলাম না, এ কথাটির অর্থ কি?

উ। অর্থ এই যে, আমার বুদ্ধি-বৃত্তি এখনও পরিমার্জ্জিত হয় নাই।

প্র। বুদ্ধি কিসের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়?

উ। বিদ্যা দ্বারাই পরিমার্জ্জিত হয়।

প্র। জ্ঞানচক্ষুকে বিকশিত করিবার প্রধান সহায় কে?

উ। বিদ্যাই প্রধান সহায়; যেহেতু বিদ্যাদ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি পরিমার্জ্জিত না হইলে, জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না।

প্র। বাহ্যচক্ষুর সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি?

উ। জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত বাহ্যচক্ষুর কার্য্য নাই। আত্ম-তত্ত্বে তাহার বিষয় যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

প্র। একমাত্র 'ব্রহ্মই' যদ্যপি নিত্য জ্ঞানময় বস্তু হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পুংত্ব এবং স্ত্রীত্ব আরোপ দ্বারা তাঁহাকে পৃথকভাবে বর্ণন করিবার আবশ্যকতা কি?

উ। দৃশ্য জগতে সমস্ত পদার্থই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, বিশেষতঃ 'শক্তি' কথাটি স্ত্রীবাচক, এজন্য প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্গুণ ব্রহ্মকে পুরুষ এবং তাঁহাতে যে শক্তি-পদার্থ (ব্রহ্মশক্তি) বিদ্যমান, তাঁহাকেই স্ত্রী (প্রকৃতি) রূপে কল্পনা করিয়া সেই প্রকৃতি হইতেই এই জগদ্রূপের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন।

প্র। নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ কল্পনার আবশ্যকতা কি?

উ। বেদান্ত বলিয়াছেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগতের একমাত্র নিত্যবস্তু; তিনি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই। কেবল সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার জন্যই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি রূপ হইতে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের কল্পনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্যথা তাঁহা হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার হইত না; যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়; ফলতঃ, গুণ হইতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে, এজন্য সগুণ ব্রহ্মই কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সৃষ্টি-তত্ত্বের কর্ত্তা। অতএব সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার জন্যই যে নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণভাব কল্পিত হইয়াছে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ।

প্র। এতদ্দ্বারা আর কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। সৃষ্টি-তত্ত্ব যে কল্পনা-প্রসূত, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণভাব কল্পিত হইয়াছে।

প্র। জীব-শরীরে আত্মা (ব্রহ্ম) এবং চিৎশক্তি (ব্রহ্মশক্তি) পৃথক্ ভাবাপন্ন কেন?

উ। জীব-শরীরে অর্থাৎ (সৃষ্টি-তত্ত্বে) চিৎশক্তি অবিদ্যা-ভাবাপন্ন, মায়াযুক্ত এবং সত্ত্বাদি-ত্রিগুণাত্মিকা; কিন্তু আত্মাতে আদৌ অবিদ্যা ভাব নাই, মায়া নাই এবং

সত্ত্বাদি গুণও নাই। এজন্য তিনি জীব-শরীরে অবস্থিতি কালে স্বায় শক্তি হইতে পৃথক ভাবাপন্ন।

প্র। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল কি পরজন্মেও ভোগ হয়?

উ। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার পরজন্ম-ব্যাপী হইতে পারে। কিন্তু জীব পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল, পরজন্মে ভোগ হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ফলতঃ, তাহাই যদ্যপি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে সত্যযুগের পরবর্ত্তী ত্রেতাযুগে মনুষ্যদিগের মধ্যে একপাদ তমঃস্বরূপ অন্ধকার (অবিদ্যা) প্রবেশ করিবার কারণ কি? বস্তুতঃ সত্যযুগ অতীত হইলে তৎকালে যে সমস্ত মনুষ্য বিদ্যমান ছিল, তাহাদের লয় হইয়া ত্রেতায় পুনরায় নূতন মনুষ্যের সৃষ্টি হওয়া কদাপি জ্ঞান ও যুক্তির অনুমোদিত নহে; বিশেষতঃ, সত্যযুগে মনুষ্যদিগের মধ্যে সত্য-জ্যোতিঃ যে, পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং ত্রেতায় তাহাদিগেরই মধ্যে যে, একপাদ জ্যোতির হ্রাস হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে একপাদ 'অবিদ্যা' প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা জ্ঞানিমাত্রেরই স্বীকার্য্য। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্যযুগের মনুষ্যেরা তৎকালে এমন কি কার্য্য করিয়াছিল যে, তাহাদের কর্ম্মফল জন্য ত্রেতাযুগে একবিংশতি হস্ত পরিমিত মানবদেহ চতুর্দ্দশ হস্তে পরিণত হয়, চারিশত বৎসর পরমায়ু তিনশত বৎসরে পরিণত হয়—এবং তাহা-

দের মধ্যে একপাদ অবিদ্যা প্রবেশ করে? পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল যদ্যপি পরজন্ম-ব্যাপী হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবনতি হইবার কারণ কি? ফলতঃ সত্যযুগের মনুষ্যেরা তৎকালে যেরূপ সত্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিত, পরযুগেও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিত। যেহেতু দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মনুষ্যের সংস্কার পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যুগযুগান্তরে মানুষের মধ্যে যে অবস্থান্তর হইয়া আসিতেছে, তাহা কেবল প্রাকৃতিক-নীতির জন্যই ঘটিয়া থাকে। কারণ যুগে যুগে সৃষ্টির অবস্থান্তর না ঘটিলে, সৃষ্টি কখন লয়ে পরিণত হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক-নীতি অনুযায়ী মানুষের শরীরে যে যুগে, যে গুণের উৎকর্ষ্য থাকে, মানুষও সেই যুগে, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে; কর্ম্মের সম্বন্ধে জীবের কোন দায়িত্বই থাকে না।

প্র। বেদান্ত বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি-নিশ্চয়ঃ"। এবং চরক-সংহিতা বলিয়াছেন, "সত্যং জ্যোতি-স্তমোনৃতম।" অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুইটি বাক্য দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

উ। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ সদা সত্য কথা বলে, সে ব্যক্তি

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি অনৃতকে (মিথ্যাকে) অবলম্বন করে, অর্থাৎ সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে, সে ব্যক্তি তমঃ (অন্ধকার) স্বরূপ নরকে গমন করে। দ্বিতীয়তঃ, অনৃত বাক্য (মিথ্যা কথা) যেরূপ কল্পিত, তমঃ (অন্ধকারও) তদ্রূপ কল্পিত। বস্তুতঃ, অন্ধকার বলিয়া জগতে কোন পদার্থই নাই। পরন্তু অন্ধকারের ন্যায় জগৎও কল্পিত, এজন্য জগৎও মিথ্যা।

প্র। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব নাই কেন ?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমি কে ?—'আমি' জীবোপাধি-বিশিস্ট 'আত্মা'। 'আমার কর্ম্ম' বলিতে কাহার কর্ম্ম বুঝায় ?—'আত্মারই' কর্ম্ম বুঝায়, কিন্তু 'আত্মা' সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়; তাঁহার নিজের কোন কর্ম্মই নাই। বিশেষতঃ, 'জীব' যখন উপাধিমাত্র, তখন তাহারও আবার কর্ম্ম কি ?—তবে কর্ম্ম করে কে ?—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়বর্গই কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহারাও জড়— তাহাদেরও কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই— তবে কর্ম্মের কর্ত্তা কে ?—'আত্মারই অন্তর্নিহিত শক্তি, যাহাকে শাস্ত্রকর্ত্তারা 'চিৎ' এই আখ্যা দিয়াছেন এবং যিনি অবিদ্যাভাবে এই কর্ম্মক্ষেত্রের রচনা করিয়াছেন, তিনিই হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়-বর্গে সঞ্চারিত হইলেই তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে। অতএব কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কোথায় ?

প্র। চরক-সংহিতা বলিয়াছেন, আত্মা মনের সহিত

যুক্ত হইলে মনের ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, আত্মা যখন জীবে বিদ্যমান, তখন তিনি বোধ স্বরূপ এবং সাক্ষি-স্বরূপ মাত্র; অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক। অতএব এই অসামঞ্জস্যের মীমাংসা কি?

উ। মীমাংসা এই যে, আত্মার যে 'শক্তি' হইতে (অবিদ্যাভাবে) জীব শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই জীব-দেহে অবস্থিতি কালে মনে সঞ্চারিত হইলেই মনের ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বস্তুতঃ, 'আত্মা' কিছুতেই লিপ্ত হন না; তিনি কেবল সাক্ষিস্বরূপ জীবে বিদ্যমান থাকেন মাত্র।
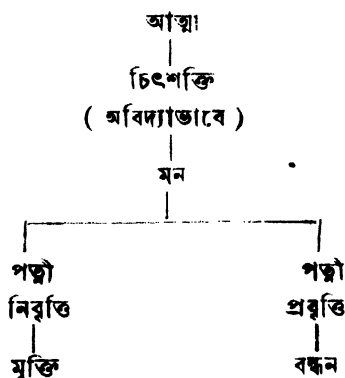
প্র। ইহ জগতে বদ্ধ কে? এবং বিমুক্তই বা কে?

উ। বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিই বদ্ধ এবং বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিই বিমুক্ত।

প্র। ঘোর নরক কি? এবং স্বর্গই বা কি?

উ। নিজের দেহই ঘোর নরক এবং তৃষ্ণার ক্ষয়ই স্বর্গ।

প্র। জন্ম-নিবারক কে?

উ। বেদ বেদান্তাদির অর্থবোধ দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞান জন্মে তাহাই জন্ম-নিবারক, অর্থাৎ যাহার আত্ম-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

প্র। নরকের দ্বার কি? এবং প্রাণীদিগকে কে স্বর্গ দান করে?

উ। নরকের দ্বার রমণী এবং অহিংসাই প্রাণিগণকে স্বর্গ দান করে।

প্র। সুখে শয়ন করিয়া থাকে কে?

উ। সমাধি-নিষ্ঠ ব্যক্তি।

প্র। শত্রু কে? এবং মিত্রই বা কে?

উ। নিজের ইন্দ্রিয়গণই শত্রু এবং তাহারা যদ্যপি বশীভূত হয়, তবে তাহারাই আবার মিত্র হয়।

প্র। দরিদ্র কে?

উ। যাহার বিশাল তৃষ্ণা আছে সেই দরিদ্র।

প্র। গুরু কে এবং শিষ্যই বা কে?

উ। হিতোপদেষ্টাই—গুরু এবং গুরুভক্ত ব্যক্তিই শিষ্য।

প্র। দীর্ঘ-ব্যাধি কি—এবং তাহার ঔষধই বা কি?

উ। সংসারই দীর্ঘ-ব্যাধি এবং আত্মতত্ত্ব বিচারই তাহার ঔষধ।

প্র। মানুষের ভূষণ কি ?

উ। সৎ স্বভাব।

প্র। পরম তীর্থ কি ? এবং সদা সেবনীয়ই বা কি ?

উ। নির্ম্মল অর্থাৎ বিশুদ্ধ মনই পরম তীর্থ; বস্তুতঃ সেই তীর্থে যাহারা সতত পর্য্যটন করে,তাহারাই পুণ্যাত্মা। এবং বেদ ও গুরুবাক্যই সদা সেবনীয়।

প্র। জগতে হেয় কি ?

উ। কামিনী ও কাঞ্চন।

প্র। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির হেতু কি ?

উ। সৎসঙ্গ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তত্ত্ববিচার এবং সন্তোষ।

প্র। জীবের জ্বর কি : এবং মূর্খ কে ?

উ। চিন্তাই জীবের জ্বর এবং বিবেকশূন্য ব্যক্তিই জগতে মূর্খ।

প্র। বিদ্যা কি ? এবং জ্ঞানই বা কি ?

উ। যদ্দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়, তিনিই বিদ্যা এবং যিনি মুক্তির কারণ, তিনিই জ্ঞান।

প্র। লাভ কি এবং জগজ্জয়ীই বা কে ?

উ। আত্ম-জ্ঞানই লাভ এবং মনকে যে জয় করিয়াছে, সেই জগজ্জয়ী।

প্র। বিষ হইতে বিষ কি—এবং পূজনীয় কে ?

উ। বিষয়ই বিষ হইতে বিষ এবং তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিই পূজনীয়।

প্র। সংসারের মূল কি ? এবং প্রাণীদিগের শৃঙ্খল কি ?

উ। অবিদ্যাই সংসারের মূল এবং নারীই প্রাণি-গণের শৃঙ্খল।

প্র। পুরুষের অজ্ঞাত বিষয় কি ?

উ। রমণীর মন ও চরিত্র, অর্থাৎ রমণীর মন ও চরিত্র জানা পুরুষের পক্ষে বড়ই সুকঠিন।

প্র। পশু কে ?

উ। বিদ্যাহীন ব্যক্তি।

প্র। জগতে অবিশ্বাসী কে ?

উ। নারী।

প্র। মুখের ভূষণ কি ?

উ। বিদ্যা ও সত্য।

প্র। শত্রু হইতেও শত্রু কে ?

উ। কামাদি রিপুকুল।

প্র। দস্যু কে ?

উ। কুবাসনা।

প্র। মনুষ্যের শোভা কি ? এবং শান্তিদাতাই বা কে ?

উ। মানুষের শোভা বিদ্যা; এবং সদ্‌বিদ্যাই শান্তি-দাতা।

প্র। দানে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন বস্তু কি ?

উ। বিদ্যা।

প্র। বন্ধু কে ? এবং রিপু সকলের মধ্যে দুর্জ্জেয়ই বা কে ?

উ। বিপদের সময় যিনি সহায়, তিনিই বন্ধু, এবং কামই রিপু সকলের মধ্যে দুর্জ্জেয়।

প্র। আপাততঃ সুধাময়, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ এমন বস্তু কি ?

উ। স্ত্রী।

সম্পূর্ণ।